রাজা গণেশ

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীবিমলেন্দুকুমার মৈত্র
বিজয়া সাহিত্য মন্দির
কাশীধাম ও রাজসাহী

প্রবাসী প্রেস,
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

বাঙালীও যে একদিন বীর ছিল, বাঙালীও যে প্রবল শত্রুর সহিত অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিত, অকাতরে সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত, সিংহলের ন্যায় দূরতর প্রদেশেও বিজয়পতকা উড়াইবার সামর্থ্য রাখিত, তাহা বর্ত্তমান বাঙালী জাতি এখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে নাই। ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠায় বাঙালীর বীরত্বের প্রচুর উজ্জ্বল নিদর্শন থাকিলেও সমগ্র জাতিকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে জরাগ্রস্ত লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের মিথ্যা কাহিনী।

ইউরোপীয় মহাসমরে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে যোগদান ও জয়লাভ করিয়া বাঙালী যতটুকু আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছে, তাহাতেই সে স্বদেশের পূর্ব্বতন বীরগণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছে। তাই বর্ত্তমান সময়ে গৌড়বীর শশাঙ্ক, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম, রাজা গণেশ প্রভৃতি বাঙালী বীরগণের জীবনকাহিনী, ইতিহাস, নাটক বা কাব্যের আকারে প্রকাশিত এবং বাঙালী পাঠকপাঠিকাগণ কর্ত্তৃক সমাদৃতও হইতেছে।

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নাট্যশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের তিরোভাবের পর হইতে বাংলার নাট্য সাহিত্যের ভাণ্ডার আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না। এই দুঃসময়ে উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ খুবই একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মহারাজা সীতারাম নামক একখানি মনোরম নাটক বাঙালী জাতিকে উপহার দিয়াছেন, সম্প্রতি বঙ্গগৌরব বীরবর রাজা গণেশের পুণ্যচরিতকাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে উত্তোলন করতঃ একখানি অত্যুজ্জ্বল নাটকের আকারে তিনি বাঙালীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে, রাজা গণেশ মুসলমান

নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিলেও গ্রন্থখানিতে হিন্দুমুসলমান মিলনের আগ্রহই বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে; আর তাহাও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নহে, পরন্তু রক্ষা করিয়া। রাজা গণেশ অহিংসার উপাসক হইয়াও ঘটনাস্রোতেই অসি ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র তৎকালের ন্যায় বর্ত্তমান কালেরও আদর্শস্থানীয়। নাটকীয় অন্যান্য চরিত্রগুলিও বিশেষ পরিস্ফুট ও স্বাভাবিক হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় সমস্তগুলি বিশ্লেষণের স্থানাভাব, আবার একটিকে রাখিয়া অন্যটির কথা বলিতে গেলেও গ্রন্থকারের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। তথাপি আমরা রাজা গণেশের মহিষী মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরী এবং আজিম শাহের কন্যা আস্‌মানতারার কথা না বলিয়া কিছুতেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরী রাজা গণেশের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী—ঠিক সিংহীর ন্যায় তেজস্বিনী। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সপ্তদুর্গার সামান্য ভূস্বামী গণেশনারায়ণ পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী বঙ্গনারীর কথা মনে করিলে গর্ব্বে সমস্ত বুকটা ভরিয়া উঠে না কি? আবার সুরেশবাবুর সুনিপুণ তুলিকায় আস্‌মানতারার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্লভ সন্দেহ নাই। আস্‌মানতারা একাধারে কঠিনা ও কোমলা, উজ্জ্বলা ও মধুরা। একদিকে যেমন তিনি পিতৃসেবাকে জীবনের একটা পবিত্র ও প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করেন, অন্যদিকে আবশ্যক হইলে বন্দুক হাতে রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও কালবিলম্ব করেন না। প্রখর বুদ্ধিশালিনী স্বদেশপ্রেমিকা আস্‌মান একটা জীবন্ত প্রতিমারূপেই এই নাটকে প্রতিভাত হইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের সমাদর হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং জাতির অশেষ কল্যাণকর। ইতি।

মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া
সন ১৩৩৮

বিনীত
শ্রীগিরিজাকান্ত শর্ম্মা গোস্বামী, কাব্য-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ

উৎসর্গ

প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সেবক
শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের করকমলে শ্রদ্ধা
ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমার অতি
আদরের এই 'রাজা গণেশ' সাদরে
অর্পণ করিলাম।

বিজয়া সাহিত্য মন্দির
রাসপূর্ণিমা—১৩৩৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা

রাজা গণেশ

(ঐতিহাসিক নাটক)

চরিত্র

পুরুষগণ

গণেশনারায়ণ	সপ্তদুর্গার রাজা, পরে গৌড়েশ্বর
যদুনারায়ণ	ঐ পুত্র
জীবনচন্দ্র রায়	গণেশের মন্ত্রী
দুর্গাচরণ	ঐ সেনাপতি
অবনীনাথ	সাঁতোরের রাজা
কালিকানন্দ স্বামী	গণেশের গুরুদেব
নসেরিৎ শাহ্	গৌড়সম্রাট
আজিম শাহ্	ঐ ভ্রাতা
বক্তার খাঁ	ঐ সেনাপতি
ইশাক্ খাঁ	ঐ সহকারী
দীননাথ, প্রাণনাথ, কেদারনাথ	বৃদ্ধগণ

স্ত্রীগণ

রাণী ত্রিপুরেশ্বরী	গণেশনারায়ণের মহিষী
নবকুমারী	অবনীনাথের কন্যা
আস্মানতারা	আজিম শাহের কন্যা
মেহেরুন্নিসা	নসেরিৎ শাহের বেগম
বেলা, পারুল	নবকুমারীর সখীগণ

সৈনিকগণ, প্রহরীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

শুদ্ধিপত্র

অনিবার্য্য কারণে পুস্তকে কতকগুলি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ সেজন্য গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিবেন এবং নিম্নলিখিত তালিকা-দৃষ্টে ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৬	গোণ	শোন
৩১	শেষ	(বক্তা) গণেশ	(বক্তা) জীবন
৩২	১৭	(বক্তা) জীবন	(বক্তা) গণেশ
৯১	৯	আমার	অমার
৫৭	৬	স্বপনেরি	স্বপনের
৭৩	২০	কুটম্ব	কুটুম্ব
১৪	২২	মম্মে	মর্ম্মে

রাজা গণেশ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—চলন হ্রদের বাঁধাঘাট

গণেশ ও দুর্গাচরণ সোপানের উপর আসীন

গণেশ। দেখ দুর্গাচরণ, আমাদের এই ক্ষুদ্র সপ্তদুর্গা দ্বীপটি আমার চক্ষে যে কত সুন্দর দেখায়, তা বলবার মত উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজে পাই না। চারিদিকে দিগন্তপ্রসারিত সুনির্ম্মল বারিরাশি, তারই মধ্যে সপ্তগড় শোভিত আমাদের এই দুর্গ-নগরী শত্রুর আক্রমণকে উপহাস ক'রে সগর্ব্বে আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যতই আমি মনে মনে এই সলিলপ্রাচীররক্ষিত সুন্দর দ্বীপটির কথা আলোচনা করি, ততই যেন গর্ব্বে ও উন্মাদনায় আমার বক্ষস্থল স্ফীত হয়ে ওঠে।

দুর্গাচরণ। সত্য মহারাজ। আপনার পিতামহ সুবুদ্ধি ভাহুড়ীদেব গৌড়সম্রাট সামসুদ্দীন শাকে যুদ্ধে সাহায্য করার পুরস্কার-স্বরূপ এই জায়গীরটুকু পেয়ে এখানেই রাজা উপাধি নিয়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে আপনাদের বংশ বরাবর সপ্তদুর্গায় রাজত্ব ক'রে বরেন্দ্রভূমির মধ্যে সবচেয়ে প্রতাপশালী রাজা ব'লে গণ্য হয়ে আসছে।

গণেশ। তা জানি দুর্গাচরণ, কিন্তু এই নামমাত্র রাজত্ব আর প্রতাপ চন্দ্রের কলঙ্কের মত আমাদের ললাটে কেবল দাসত্বের চিহ্নই এঁকে দিচ্ছে।

দুর্গাচরণ। সত্য মহারাজ। আজ হিন্দুর আর কোন স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা নেই; ধর্ম্মকর্ম্ম সব লোপ পেয়েছে; জাতির দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছেছে। সে-সব ভাবতে গেলেও হৃদয় অবসন্ন হয়। তাই ইচ্ছা করে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। হিন্দুজাতি নিদ্রিত বটে, কিন্তু সে নিদ্রা এখনও মহানিদ্রায় পরিণত হয় নি। ইচ্ছা করলে এখনও এরা উঠে দাঁড়াতে পারে।

গণেশ। সত্যই বলেছ দুর্গাচরণ, যে, হিন্দু এখনও উঠে দাঁড়াতে পারে। শুধু তাদের কানে চেঁচিয়ে বলতে হবে যে, তারা এখনও মরেনি, বেঁচে আছে। হিন্দুর এটা ঠিক ঘুম নয়, এটা দারুণ মোহের লক্ষণ। এ মোহ একবার ভেঙে দিতে পারলে এরা দুনিয়াতে অসাধ্য সাধন করতে পারবে। চাই—শুধু যোগ্য সাধক।

দুর্গাচরণ। আপনার চেয়ে এ কাজের যোগ্য আর কে আছে মহারাজ?

গণেশ। তা জানি নে দুর্গাচরণ: অমাবস্যার ভীষণ রাত; শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। ব্রত কঠিন বটে, তবে নিরাশ হবার কারণ নেই। এস আমরা বুকভরা আশা নিয়ে কর্ম্মের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

[জীবন রায়ের প্রবেশ]

জীবন। মহারাজ, এ অপমান কি আপনি নীরবেই সহ্য করবেন?

গণেশ। কি অপমান জীবন?

জীবন। সাঁতোরের রাজা অবনীনাথ দস্যুসর্দ্দার শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদকে বশীভূত ক'রে সমস্ত চলনবিল তাঁর অধিকারভুক্ত ব'লে দাবী

করছেন। আপনিই এতকাল চলনবিলের একাধীশ্বর ছিলেন। এখন কি চোখের উপর অবনীনাথের আধিপত্য দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন?

গণেশ। আমি ইতিপূর্ব্বেই রাজা অবনীনাথকে চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ আমায় ছেড়ে দেবার জন্য পত্র লিখেছি; দেখি তিনি কি উত্তর দেন।

[জনৈক দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ, দাসের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করুন। রাজা অবনীনাথ আপনাকে এই পত্র পাঠিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

গণেশ। [পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ]

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ

মহারাজ শ্রীযুক্ত গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী মহোদয়

করকমলেষু—

মহারাজের পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। মহারাজ চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিয়া উহা আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি মহারাজের এই অনুরোধ বা আদেশ রক্ষা করিতে অক্ষম। সমগ্র চলনবিল প্রকৃতপক্ষে দস্যুসর্দ্দার শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের অধীন ছিল। তাহাদিগকে যখন আমি নিজ বাহুবলে আমার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছি তখন চলনবিলও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীনে আসিয়াছে। অতএব আপনার দাবীকে আমি সম্পূর্ণ অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। কেবলমাত্র সপ্তদুর্গা দ্বীপ ভিন্ন চলনবিলের সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও আমি আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅবনীনাথ শর্ম্মা

গণেশ [দূতের প্রতি] উত্তম, তুমি এখন বিদায় হ'তে পার ; পত্রের উত্তর আমি সময়ান্তরে পাঠাব।

দূত। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান]

জীবন। দেখলেন মহারাজ, কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র? এখনও কি আপনি এ অপমান নীরবে সহ্য করতে চান?

গণেশ। যুদ্ধ ভিন্ন দেখছি এর প্রতীকার হবে না। এরকম গৃহযুদ্ধ দেশের মন্দ বই ভাল করে না। কিন্তু উপায় যখন নেই, তখন যুদ্ধেরই আয়োজন কর।

জীবন। তা হ'লে এখনই দুর্গাচরণকে আদেশ দিন, শীঘ্র অবনীনাথকে ভাল ক'রে শিক্ষা দিয়ে আসুক।

গণেশ। শোন দুর্গাচরণ, আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে চাই নে। তুমি দিনরাত্রি পরিশ্রম ক'রে সৈন্যদের সুশিক্ষিত কর। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি অবনীনাথের রাজধানী আক্রমণ করব।

দুর্গা। আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। দাস অবশ্যই আদেশ পালন করবে।

[সকলের প্রস্থান]

[একটু পরে হুঁকা টানিতে টানিতে দীননাথ, প্রাণনাথ ও কেদারনাথের প্রবেশ]

দীননাথ। ওহে ভায়া, একটা টাট্‌কা খবর শুনেছ?

প্রাণনাথ। কি খবর দাদা? বলি মিষ্টি কিছু আছে না-কি?

দীননাথ। ভারি মজার খবর হে! আমাদের রাজাতে আর সাঁতোরের রাজাতে নাকি ভারি জোর লড়াই বাধবে।

কেদারনাথ। বাধবে আবার কি? এই বেধেছে বল্লেই হয়। আমি খোদ মহারাজকুমারের মুখে এই মাত্র শুনে এলাম।

প্রাণনাথ। তা হতে পারে ভাই, কিন্তু আমরা হলুম আদার ব্যাপারী, আমাদের ও সব জাহাজের খবরে কাজ কি?

কেদারনাথ। তা যা বলেছ দাদা, আমাদের মত খুদে পুঁটীর অত যুদ্ধ-ফুদ্দের কথায় দরকার নাই।

দীননাথ। তোমরা কিন্তু ভারি বদরসিক। এ-কথায় দরকার নাই, ও-কথায় দরকার নাই, তবে থাকবে কি নিয়ে! তামাকটা যখন ধ'রে আসে, তখন এই সব খোসগল্প করলে আসরটা কেমন জমে যায় বল দেখি!

প্রাণনাথ। আর ওকথা কেন বল দাদা? সে এক কাল ছিল বটে। তখনকার ছেলে বুড়ো, মেয়ে সকলেই দিনরাত রসে ভরপুর থাকত। এ কালের লোকগুলো যেন কেমন বদ্‌মেজাজী হয়ে যাচ্ছে। কালস্য কুটিলা গতিঃ!

কেদারনাথ। আচ্ছা, খবরটা কি তা ভাল ক'রেই বল না দেখি, কিছু রস-টস্ পাই কি-না।

দীননাথ। বুঝলে না ভাই? এই যুদ্ধ হলেই রাজা অবনীনাথ তো মারা পড়বেই, তা ছাড়া আরো অনেক হোমরা-চোমরা লোককে মরতে হবে। আর তারা মলেই তাদের শ্রাদ্ধ হবে এও ত স্বতঃসিদ্ধ। এই ধর, কারও দানসাগর, কারও বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর শ্রাদ্ধ হ'লেই ব্রাহ্মণভোজন—এই পেটপূজো। ভায়া, ভাব দেখি যখন এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লুচি [হাত দিয়া মাপিয়া দেখাইয়া] এসে পাতে পড়তে থাকবে, তখন মনটা কেমন করবে?

প্রাণনাথ। তা সত্যি বলেছ, দাদা। আমার ত লুচি খেতে খেতে মনে হয়, ঠিক যেন চটি জুতো।

দীননাথ। দূর বেল্লিক, জুতো খাবে কেন ?

প্রাণনাথ। ও হো হো, তুমি বুঝি বুঝতে পারলে না? চটি পায়ে দিয়ে যেমন আরাম বোধ হয়, লুচি মুখে দিলেও ঠিক তেমনি বোধ হয়।

দীননাথ। তাই বল। যা হোক্ এ ত হ'ল শুধু এক নম্বর। তারপর দু নম্বর গোণ। এই ধরো, যারা যুদ্ধে মরবে, তাদের সহধর্ম্মিনীরা নিশ্চয় বিধবা হবে, তাতে সন্দেহ নাস্তি। আর বিধবা হ'লেই ব্রত-নিয়মের ধূম। এই আজ বৈশাখ মাস—সহস্র নাম শ্রবণ; কাল অমাবস্যার ব্রত; পরশু অম্বুবাচি; তার পর জন্মাষ্টমীর পারণ ইত্যাদি ইত্যাদি; আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণভোজনের ফলার। কেমন মজাটা হবে বল দেখি ?

কেদারনাথ। তা হ'লে বেশ ত, আজ থেকেই যুদ্ধটা সুরু হয়ে যাক না; অনেকদিন মুখ বদ্‌লান হয়নি; শীগ্‌গির একটা শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ হ'লে হয়। আহা, লুচি-চিনির ফলার, নাম করতেই যে মুখ দিয়ে জল সরছে।

প্রাণনাথ। তা ফলার ত খাবে দাদা, কিন্তু যদি যুদ্ধে আমাদের মহারাজেরই পরাজয় হয়, আর রাজা অবনীনাথ এসে আমাদের বন্দী ক'রে বাড়ীঘর সব লুট ক'রে নেয়, তখন কি হবে বল দেখি ?

কেদারনাথ। কি সর্ব্বনাশ! একথা যে আমরা একবারও ভেবে দেখি নি!

দীননাথ। য়্যাঁ তাই তো! তাহ'লে কি হবে ?

প্রাণনাথ। সত্যি বলেছ দাদা, যদি রাজা অবনীনাথ এসে আমাদের সকলকে বন্দী করে, তাহ'লে আমার ব্রাহ্মণীর কি দশা হবে? অ্যাঁ তাইতো! ভয়ে যে আমার সত্যি সত্যি ঘাম দিচ্ছে।

কেদারনাথ। না হে না, অমন কথা মুখে এনো না। মহারাজ যদি একথা ঘুণাক্ষরেও শুনতে পান, তবে রাজদ্রোহী ব'লে এখনি আমাদের কয়েদ ক'রে ফেলবেন। জান না, যুদ্ধের সময় মিথ্যা জনরবের প্রচার করলে তা কি রকম অপরাধ ব'লে গণ্য হয়?

প্রাণনাথ। আমি ত ভাই গোড়াতেই বলেছি, আমরা হলুম আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি? যদি তেমন কিছু বেগোছ দেখা যায়, আগে থাকতে সরে পড়লেই হ'ল!

দীননাথ। ঠিক বলেছ ভায়া, যঃ পলায়তি স জীবতি। আমি ত বলি, অত গণ্ডগোলে থেকে দরকার কি? এখনই চল এ শহর থেকে পালিয়ে যাই। পৈতৃক প্রাণটা ত আগে বাঁচুক, তারপর যা হয় হবে।

কেদারনাথ। আমারও সেই পরামর্শ দাদা, চল আর অযথা বিলম্ব করা নয়; আজ রাতেই পালান যাক। আর বেশী গোলমাল হ'লে হয় ত পালাতেই পারব না, পালাবার চেষ্টা করলেই কয়েদ ক'রে দেবে।

[ঘোষযন্ত্র-বাদকের প্রবেশ]

বাদক। [বাদ্য করিয়া] নগরবাসী সকলে শোন। মহারাজ বাহাদুর জানতে পেরেছেন যে, নগরের কতকগুলি লোক প্রজাদের মধ্যে মিথ্যা জনরবের প্রচার করায় অনেকে নগর ছেড়ে পালিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। তাই মহারাজ বাহাদুর আদেশ দিয়েছেন যে, যারা এই রকম মিথ্যা জনরবের প্রচার করবে, তাদের সকলকে নির্ব্বাসন অথবা গুরুতর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; আর যারা এ সময় নগর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে, তাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত ক'রে সকলকেই কয়েদ করা হবে!

দীননাথ। ওহে ভায়া, মহারাজের লক্ষ্যটা আমাদেরই উপর ব'লে বোধ হচ্ছে। ব্যাপার বড় গুরুতর।

প্রাণনাথ। তুমিই ত যত অনিষ্টের মূল। আমি ত গোড়া থেকেই বলছি, আমরা হলুম আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি ?

কেদারনাথ। আমিও ত সেই কথাই বলেছিলাম। উনিই ত যত অনিষ্টের গোড়া। তা আমরা যদি তেমন কিছু বুঝি, স্পষ্ট ব'লে দেব যে, আমরা এর কিছুই জানি না, সমস্ত দোষই ওঁর।

দীননাথ। ওহে বাপু, তোমরা অত ভয় খেয়ো না। মরদ্‌কী বাৎ আর হাতীকী দাঁত। যদি কিছু বলে থাকি,—বলেছি ; তার জন্যে যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তার শাস্তিও মাথা পেতে নিতে রাজী আছি। তবে এমন অপরাধ কিছুই করিনি, যার জন্যে কোন দণ্ড হতে পারে। যাক, তামাকটা একেবারে পুড়ে গেছে ; আর একবার ভাল ক'রে সেজে তামাকটা খাওয়া যাক, তারপর ও-সব কথা দেখা যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র—শিবির

গণেশনারায়ণের মন্ত্রণাকক্ষ—গণেশ ও কালিকানন্দ স্বামী

কালিকানন্দ। বৎস, তোমাদের আচরণে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি। তুমি ও অবনীনাথ দু-জনেই আমার শিষ্য, অথচ আমি থাকতেই তোমরা এমন সাংঘাতিক বিবাদে প্রবৃত্ত হ'লে! ছিঃ! আমার যে লজ্জা এবং ঘৃণায় মুখ দেখাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। বরেন্দ্রভূমির দু-জন

সুসন্তান কোথায় বন্ধুভাবে মিলেমিশে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে, না, উভয়ে গৃহবিবাদে মেতে উঠেছ! তোমাদের এই গৃহবিবাদ দেখে শুধু আমার নয়, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মাথা হেঁট হয়েছে। ছিঃ ছিঃ, সম্মুখে এমন বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে থাকতে তোমরা এমনভাবে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'লে!

গণেশ। কি করব গুরুদেব, বাধ্য হয়েই আমাকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে, নৈলে এ ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

কালিকা। আমার ইচ্ছা, তোমরা এইখানেই তোমাদের অসি কোষবদ্ধ ক'রে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হও। আমি তোমাদের মধ্যে এমন সন্ধি ক'রে দেব যাতে তোমরা উভয়েই আপনাকে বিজয়ী ব'লে মনে করবে।

গণেশ। এ কেমন সন্ধি গুরুদেব, তা তো বুঝতে পারলাম না। সন্ধি অথবা বিগ্রহ যাই হোক্ না কেন উভয়পক্ষ ত তাতে জয়ী হতে পারে না।

কালিকা। তুমি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হও, দেখবে তোমাদের দু-জনের যে সন্ধি হবে, তাতে তোমরা উভয়েই আপনাকে বিজয়ী ব'লে মনে করবে। আমার কথার উপরও কি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছ না?

গণেশ। বেশ, আপনার আদেশই শিরোধার্য্য করলাম, আমি সন্ধি করতে সম্মত। এখন বলুন—কিসে আমরা দু-জনেই জয়লাভ করব?

কালিকা। তোমরা দু-জনে এই রণক্ষেত্রেই মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হবে, আর এই মিত্রতা যাতে চিরস্থায়ী হয়, তার জন্য অবনীনাথ তোমার পুত্র যদুর সঙ্গে তার একমাত্র কন্যা সুন্দরী নবকিশোরীর বিবাহ দিয়ে উত্তর

দিকের অর্দ্ধেক চলনবিল তাকে যৌতুক দান কর্‌বে! আমি অবনী-নাথকে পূর্ব্বেই এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়েছি, এখন তুমিও সম্মত হ'লে; সুতরাং তোমরা অবিলম্বে নিজ-নিজ রাজধানীতে ফিরে মহাধূমধামে শুভবিবাহের আয়োজন কর। এই বিবাহ-বন্ধন মণিকাঞ্চন-সংযোগের মতই হবে। এ থেকে যে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হবে, তাতে তোমরা আপনারা ধন্য হবে, বঙ্গদেশকেও ধন্য করবে।

গণেশ। দেব! সত্যসত্যই এরূপ সন্ধি-বন্ধনে আমরা দু-জনেই গৌরবান্বিত হব। কোথায় নররক্তে ধরিত্রী কলঙ্কিত হত, তার পরিবর্ত্তে বিবাহের আয়োজন! যুদ্ধের পরিবর্ত্তে নাচ, গান, বাদ্য এবং মহোৎসব! ধন্য আপনি, যে, আমাদের আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করলেন।

কালিকা। না বৎস, এ সমস্তই মহামায়ার অনন্তলীলা, আমি কেবল নিমিত্তমাত্র। দূরে হিন্দুর ভাগ্যাকাশ একটু উজ্জ্বল ব'লে বোধ হচ্ছে। ভবিষ্যতের জীবন-সংগ্রামে হিন্দুকে জয়ী করবার জন্যই জগ ননী বোধ হয় তোমাদের দুটি প্রসিদ্ধ রাজবংশকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করলেন।

[জনৈক প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। [প্রণাম করিয়া] মহারাজ! রাজা অবনীনাথ শিবিরদ্বারে অপেক্ষা করছেন।

কালিকা। আমিই তাকে আসতে বলেছি, গণেশ।

গণেশ। [প্রহরীর প্রতি] তাঁকে সসম্ভ্রমে এইখানে নিয়ে আয়।

প্রহরী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

কালিকা। দেখ, আমি ডাকামাত্রই অবনী তোমার এখানে আস্তে তিলমাত্র সঙ্কোচ করেনি। এতে কি মনে হয় না যে, তোমরা দু-জনে কুটুম্বিতা কর, এটা ভগবানেরই ইচ্ছা?

গণেশ। সবই ত তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে গুরুদেব।

[প্রহরীসহ অবনীনাথের প্রবেশ ও কালিকানন্দকে প্রণাম করণ। গণেশনারায়ণ উঠিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ আসনে আপনার পাশে বসাইলেন]

কালিকা। মা আমাদের উপর মুখ তুলে চেয়েছেন অবনী। গণেশ আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছে।

অবনী। আপনার আদেশ যে ভগবানেরই আদেশ দেব; কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে কেন?

কালিকা। তোমরা দু-জনে নিজেদের উষ্ণীষ বিনিময় কর দেখি।

[গণেশ ও অবনীনাথ উঠিয়া উষ্ণীষ বিনিময় করিলেন ও পরে উভয়ে কালিকানন্দের পদধূলি মাথায় লইলেন]

কালিকা। এই বিবাহে বাংলার দুটি প্রধান বংশ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হ'ল। যে-স্থানে যুদ্ধের নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে বরেন্দ্রভূমির সুখশান্তি অন্তর্হিত ক'রে দিত; কত রমণী পুত্রহারা হত; কত শিশু অনাথ হত; সেইখানে আজ শান্তির মলয়ানিল প্রবাহিত হচ্ছে। যারা ক্ষণপূর্ব্বে পরস্পরের বক্ষ বিদীর্ণ করবার জন্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, তারাই এখন শত্রুতা ভুলে গিয়ে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি আমি পেলাম, লক্ষ রাজার রাজত্বও তার কাছে অতি তুচ্ছ।

অবনী। দেব! বলতে কি, অশেষ পুণ্যবলেই আজ এমন সৎপাত্রে আমার অমন সোনার প্রতিমাকে অর্পণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আজ এই বিশাল বাংলা দেশের মধ্যে সপ্তদুর্গার ভাদুড়ীদের মত উচ্চ মর্য্যাদার লোক আর ক'জন আছেন? রূপে, গুণে, মানে, সম্ভ্রমে, খ্যাতিতে, প্রতিপত্তিতে, বীরত্ব ও বংশমর্য্যাদায় মহারাজ গণেশনারায়ণ আজ বাংলার শীর্ষস্থানীয় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়। আর এ সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ প্রভুর চরণকৃপা। সুতরাং প্রভুর নিকট যে আমি কতদূর ঋণী, তা প্রকাশ করবার মত উপযুক্ত ভাষা আমার নেই!

কালিকা। বৎস, এ সমস্তই জগন্মাতার লীলাখেলা। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই বিবাহ-বন্ধনের ফলে হিন্দুর ভাগ্যলক্ষ্মী আর একবার তাঁর অধম সন্তানদের পর্ণকুটীর তাঁর চরণকমলস্পর্শে পবিত্রীকৃত করবেন। এই একতাবন্ধনের ফলে বিচ্ছিন্ন, আত্মবিস্মৃত, মোহনিদ্রাগত বাঙালী হিন্দু সুপ্তোত্থিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে আর একবার পাঠানের সঙ্গে ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। শুধু ভাগ্যপরীক্ষাই বা বলি কেন, ভাগ্যলক্ষ্মীকে করতলগত ক'রে বাংলার সৌভাগ্যগগনে আর একবার মহাগৌরবে নিজেদের বিজয়কেতন উড্ডীন করবে। নিশ্চয় জেনো বৎস, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কদাচ মিথ্যা হবে না।

অবনী। আপনার শ্রীমুখের বাণী যে অবশ্যই ফলবে তাতে আর সন্দেহ কি গুরুদেব?

তৃতীয় দৃশ্য

সান্যাল গড়—আনন্দময়ীর মন্দির

কাল—রাত্রি

নবকুমারী নিবিষ্ট মনে দেবীপূজা করিতেছে

নব। আজি এ শুভ মুহূর্ত্তে জবাপুষ্প বিল্বদলে,
দিতেছি মা পুষ্পাঞ্জলি তোর রাঙা পদতলে ;
কি আছে আমার মাগো কি দিয়ে পূজিব বল্,
দুখিনী-সম্বল এই ছিল তপ্ত অশ্রুজল ॥

[সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

[সখীগণের প্রবেশ]

বেলা। ধন্য সখী তুমি, আমাদের জানতে না দিয়েই একাকিনী এসে নিবিষ্টমনে মা'র পূজায় নিযুক্ত আছ।

নব। হ্যাঁ সখী, সংসারের কোলাহল আজ আমার কাছে বিষের মত মনে হচ্ছে, তাই মা'র মন্দিরে এসে একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করছি। কাল সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছি। কি যেন একটা বিশাল চিন্তা-স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্ত এসে তার মধ্যে আমায় আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিচ্ছিল। কিছুতেই মনকে স্থির করতে না পেরে একাকিনী মা'র মন্দিরে চলে এসেছি।

পারুল। সখীর ভাবনা হবার কথা বই কি! আমার বোধ হয় আনন্দের আতিশয্যে সখী আমার আত্মহারা হয়ে পড়েছে। ভাবী মিলনসুখের ঘটনা কল্পনাচক্ষে দেখে সখী আমার একেবারে চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু সখী! তোমার এই বাল্যসহচরীদের বঞ্চিত ক'রে একাকিনী সমস্ত আনন্দ ভোগ করাটা কি ভাল হচ্ছে?

নব। না সখী, আনন্দ কি নিরানন্দ তা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে। কেবল অনবরত চিন্তাস্রোত—চিন্তার পর চিন্তা—কতই আকাশ-পাতাল যে মনের মধ্যে আসছে, তা আমি ব'লে শেষ করতে পারিনে।

বেলা। তা আমাদের একটু মন খুলে সব কথা বল্লেই ত বুঝতে পারি ব্যাপারটা কি? তা রাজকুমারী, যতই যা বল, আজ তোমার মুখখানি যেমন হাসিমাখা দেখছি, আর কখনই কিন্তু তেমনটি দেখিনি। বাস্তবিক এমন রূপে গুণে অদ্বিতীয় সাক্ষাৎ কার্ত্তিকের মত বর পেলে কারই বা না আনন্দ হয়? আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তোমার আবাল্যের এই সখীদের বঞ্চিত ক'রে একাই এ মিলনানন্দ ভোগ করছ।

নব। আর জ্বালাস্‌নে তোরা সখী। তোদের কাছে আমি কোনদিন কোন কথা গোপন করেছি? সত্যি বলছি সখী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, যে, আমার মনের মধ্যে কেমন করছে। এ রকম মানসিক চাঞ্চল্য আর কখনই আমি ভোগ করিনি। তা যাক সখী, এখন আয় আমরা সকলে মিলে মা'র আগমনীর সেই গানটি গাই।

[সকলের গীত]

এস জগজ্জননী মাগো!
এস চিরকল্যাণী চিরস্নেহময়ী
সকল কর্ম্মে জাগো!
এস চিরআরাধিতা মঙ্গলপদপরশে,
বিতর শুভ্র অমল শান্তি হরষে;
এস কল্যাণময়ী মাগো!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে সকল কর্ম্মে
শুভ উৎসবে জাগো!

পারুল। হে মা আনন্দময়ী! আজ আমাদের প্রাণের সখী তার পতিদেবতা লাভ করতে যাচ্ছে। সখী আমাদের নিতান্ত বালিকা, কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। দেখো মা, নির্ব্বিঘ্নে যেন আজ এ

বিবাহ সম্পন্ন হয় ; আর তোমার প্রসাদে সখী আমাদের যেন চিরকাল পতিসোহাগিনী হয়ে পরম সুখে দিনপাত করতে পারে।

বেলা। মা, আমরা সংসারজ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা ; কি ক'রে তোমার পূজা করতে হয়, তা তো জানি নে মা। তুমি কৃপাময়ী, তুমি ইচ্ছা করলে জগতে কি-না হতে পারে ? কৃপা ক'রে এই অবোধ বালিকাদের পূজা গ্রহণ কর।

সকলের প্রণাম

চতুর্থ দৃশ্য

সান্যালগড়—অবনীনাথের বহির্বাটী

কালিকানন্দ, গণেশ ও অবনীনাথ

কালিকা। বৎস গণেশ ও অবনীনাথ! শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হওয়ায় আজ আমি যে অপার আনন্দলাভ করলাম, সে আনন্দের কণা-মাত্র প্রকাশ করি এমন ভাষা নাই। আমাদের পিতৃগণ স্বর্গ হতে এ দৃশ্য দেখে আনন্দে কেবলই চোখের জল ফেলছেন। এখন আমার সম্মুখে তোমরা দু-জনে একবার গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হও, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

[গণেশ ও অবনীনাথ প্রথমে গুরুদেবের চরণধূলি লইলেন, পরে উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।]

[জোড়হস্তে আকাশের দিকে চাহিয়া] মাগো, তোর অপার করুণার কি অন্ত হয় মা ? আজ গণেশ ও অবনীনাথের মিলনদৃশ্য দেখিয়ে তোর এ অধম সন্তানকে কৃতার্থ করলি মা।

গণেশ। দেব! মহামায়ার কৃপা আর আপনার আশীর্ব্বাদ বলে এ অঘটন সংঘটন হল।

কালিকা। সমস্তই মহামায়ার ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয় বৎস?

গণেশ। গুরুদেব! আমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অনুগ্রহ ক'রে বুঝিয়ে দিন।

কালিকা। শোন বৎস, সমগ্র দেশবাসী এক্ষণে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। সেই নিদ্রা হতে জাগরিত ক'রে তাদের কর্ণে দেশাত্মবোধের মহামন্ত্র প্রেরণ কর। মুসলমান আজ ভারতে পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সামান্য আয়াসে এই দুর্দ্ধর্ষ মহাবিক্রমশালী জাতিকে বিজিত করা কখনই সম্ভবপর নয়। এ-জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজের সময় হতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি কেবল ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। তাদের মুক্ত কর। মনে রেখো বৎস, আগে ত্যাগ, তার পর ভোগ। যতদিন না ভারত ত্যাগের মহৎ আদর্শ সম্মুখে ধরবে, ততদিন কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারবে না। গৃহে গৃহে ত্যাগের মহামন্ত্র প্রচারিত হোক্। নারীর অঞ্চল ত্যাগ ক'রে সকলে ব্রহ্মচর্য্যের মহাবলে বলীয়ান হোক্। এ কথা ভুলো না বৎস, যে, ইন্দ্রজিতকে নিধন করবার জন্য লক্ষ্মণকে চৌদ্দবৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয়েছিল। কুমার ব্রহ্মচারী মহাবীর ভীষ্মের কাছে ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংসকারী ভগবান পরশুরামও পরাজিত হয়েছিলেন। যে দিন হতে ভারত এই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বিস্মৃত হয়েছে, সেই দিন হতে তার দুর্দ্দশার আরম্ভ। সর্ব্বপ্রথমে তোমরা ভারতের ঘরে ঘরে এই ব্রহ্মচর্য্যের মহামন্ত্র প্রচার কর। এইটিই মোহগ্রস্ত, অবসন্ন, পরাধীন ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র বীজমন্ত্র।

গণেশ। সত্য প্রভু, ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ভুলে গিয়েই আজ আমরা এমন দুরবস্থায় উপনীত। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে আমাদের

শাস্ত্রের অমূল্য আদেশগুলির প্রতি আর আমাদের শ্রদ্ধা নেই, তাই আজ আমরা এ ভীষণ দুর্দ্দশায় উপনীত। আজ এই যে ভারতের ঘরে ঘরে রোগের এত প্রাবল্য, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই এর একমাত্র কারণ। সেই মহাবীর্য্যশালী আর্য্যগণের বংশধর হয়ে আজ আমরা ভীরু, কাপুরুষ, পরপদানত। গোলামী আজ আমাদের অঙ্গের নিত্য-ভূষণ, সিংহশিশু আজ শৃগালকে দেখে ভয় পায়! এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় ব্রহ্মচর্য্য। আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। সর্ব্বাগ্রে এই ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্রেই বাংলার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করব। দেখি মূর্চ্ছাপন্ন, মোহগ্রস্ত বাঙালী জাতিকে জাগাতে পারি কি-না।

অবনী। বেয়াই মশায়, আসুন সর্ব্বপ্রথমে আমরা গুরুদেবের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করি। অবিলম্বে সপ্তদুর্গায় একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে এ কার্য্যের সূত্রপাত করি। তারপর গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে এই আদর্শ বিদ্যালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করব। যখন এইরূপে প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের বালকগণের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে, তখন আর রাজনীতি, সমাজনীতি কিছুরই আবশ্যক হবে না; অবিলম্বে দৃঢ়কায় কর্ম্মঠ, মহাবীর্য্যশালী যুবকগণ প্রত্যেক পরিবারে প্রাদুর্ভূত হয়ে হিন্দুজাতিকে পৃথিবীর মহাশৌর্য্যশালী জাতিতে পরিণত করবে। জাতি ত মানুষেরই সমষ্টি। মানুষ তৈয়ের করতে পারলে আপনা থেকেই জাতির সৃষ্টি হবে। আসুন, এই মহাউদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

কালিকা। বৎসগণ, তোমাদের কথায় আমি অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করলাম। মা আনন্দময়ীর চরণে ভক্তি রেখে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, অচিরেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—গণেশনারায়ণের শয়নকক্ষ

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় গণেশনারায়ণ, পদতলে

ত্রিপুরাসুন্দরী উপবিষ্টা

ত্রিপুরা। মহারাজ! তুমি ত বেশ স্বচ্ছন্দে নাওয়া-খাওয়া করছ?

গণেশ। কি করব ত্রিপুরা?

ত্রিপুরা। কেন, কিছুই কি করবার নেই? এই যে গৌড়েশ্বর ক্রমাগত আমাদের দেশের উচ্চবংশীয় যুবকদের মুসলমানী রাজকুমারী বিবাহ করতে বাধ্য করছে, এতে আর সামান্য কিছুদিন পরেই বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা একেবারেই লোপ পাবে। আর হিন্দু কি চিরকাল পরাধীনই থাকবে? আমাদের মাতৃভূমি কি চিরদিনই বিধর্ম্মীর পদাঘাত সহ্য করবে? আজ চারিদিকে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের উপর যে পাশবিক উৎপীড়ন চলছে, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি সে সব দেখেও নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে মহারাজ?

গণেশ। সে কথা সত্য ত্রিপুরা। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি কেবল অত্যাচারী বিধর্ম্মীদের পদাঘাতই সহ্য ক'রে আসছে। এই মোহান্ধ বিধর্ম্মীরা আমাদের ধর্ম্মের উপর যে সব অকথ্য অত্যাচার ক'রে আসছে, তা মনে করতেও হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার উপক্রম হয়। আহা, দুরাত্মা মামুদ গজনী সোমনাথ মন্দিরে কি পৈশাচিক অত্যাচারই না করেছে।

ত্রিপুরা। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখ মহারাজ, এমন হাজার হাজার মামুদ গজনী হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের উপর অকথ্য উৎপীড়ন ক'রে আপনাদের পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। এখনও চক্ষের উপর এমন শত শত নিষ্ঠুরতার অভিনয় নিরন্তর চলছে। এ সব দেখেও কি অন্ধ হয়ে বসে থাকতে চাও মহারাজ?

গণেশ। না—তা চাই নে। কিন্তু যুদ্ধ ভিন্ন কি এর প্রতিকার নেই? একবার হৃদয় দিয়েই ভালবেসে দেখ না অত্যাচারীর হৃদয় জয় করতে পার কি-না, আর না পারবেই বা কেন, যখন সকল ধর্ম্মই সত্য, সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই সেই ভগবানকে লাভ, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষ পৃথকই বা কিসে?

ত্রিপুরা। পৃথক যে নয়, তা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তবু ধর্ম্মের নামে নিত্য যত পৈশাচিক কাণ্ড হয়, এত আর বুঝি কিছুর জন্যই হয় না। যদি আশা থাকতো, তবে দেশের মুখ চেয়ে মিলনের জন্যই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু ফল যে কিছুই হবার নয় মহারাজ!

গণেশ। তুমি কি বলতে চাও ত্রিপুরা, বিধর্ম্মী হিন্দুর প্রতি যে অত্যাচার করে তা ধর্ম্মের জন্য নয়?

ত্রিপুরা। হাঁ মহারাজ, এরা ধর্ম্মের নামে নিজেদের স্বার্থসাধন করে।

গণেশ। কিন্তু উপায় কি ত্রিপুরা?

ত্রিপুরা। উপায় আছে মহারাজ। দেখ, লোকে আর সব অত্যাচার না হয় সহ্য করে, কিন্তু ধর্ম্মের উপর এতটা উৎপীড়ন দেখলে নিতান্ত যে অপদার্থ, তারও বুকের রক্ত গরম না হয়ে যায় না। গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে, তা দু-দিন আগে আর পরে, এই যা

তফাৎ। আমাকে রমণী ব'লে একেবারে অবহেলা ক'রো না মহারাজ ; আমি রমণী হ'লেও তোমারই মহিষী। আমি যা বলছি, তা একবার ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখ।

গণেশ। তোমার কথা আমি অস্বীকার করি নে ত্রিপুরা। মহারাজ গণেশনারায়ণের মহিষী কখনও সামান্যা নারী হতে পারে না। বেশ, তোমার পরামর্শই গ্রহণ করলাম। আর যদি আবশ্যক হয়, এর জন্য দেহপাত করতেও কাতর হব না।

ত্রিপুরা। তাই কর মহারাজ। তুচ্ছ এই সামান্য রাজ্যের লোভে স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের এত দুর্দ্দশা দেখেও নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকা কখনই মানুষের কাজ নয়।

গণেশ। এর জন্য বাংলার জমিদার-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত এবং সংঘবদ্ধ করতে হবে। যদি এই জমিদার-শক্তি কেন্দ্রীভূত এবং সংঘবদ্ধ হ'য়ে উপযুক্ত নেতার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয়, তবে মুহূর্ত্তে গৌড়েশ্বরের সিংহাসন কেঁপে উঠতে পারে। দূরদর্শী গুরুদেব এইজন্যই রাজা অবনীনাথের সঙ্গে বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। আজ এক গৌড়েশ্বর ভিন্ন অন্য কারুরই সাধ্য নেই যে, সপ্তদুর্গা এবং সান্যালগড়ের মিলিত বাহিনীর সাম্‌নে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াতে পারে।

ত্রিপুরা। তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর শুনলাম শ্রীভবানী-পুরে না-কি ব্রহ্মচর্য্যমঠ স্থাপিত হচ্ছে ?

গণেশ। হ্যাঁ, মঠের গৃহনির্ম্মাণ এখনও শেষ হয়নি বটে, কিন্তু শিক্ষাদানের কাজ এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের সর্ব্বত্যাগী দেবপ্রতিম গুরুদেব স্বেচ্ছায় মঠের অধ্যক্ষতা গ্রহণ ক'রে ছাত্রদের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়েছেন।

ত্রিপুরা। কি উদ্দেশ্যে যে তোমরা এই ব্রহ্মচর্য্যমঠ স্থাপন করলে

তা ত বুঝতে পারলুম না মহারাজ ? এই কর্ম্মের যুগে এভাবে সন্ন্যাসমন্ত্রের প্রচার আমার কাছে ত ভাল ব'লে বোধ হয় না !

গণেশ। আজ রাত্রি বড় বেশী হ'ল। একটু বিশ্রাম করি। সময়ান্তরে তোমাকে মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভবানীমন্দির-সংলগ্ন ব্রহ্মচর্য্যমঠ

কালিকানন্দ স্বামী ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত

স্বামী। বৎসগণ, সর্ব্বদা মনে রাখবে, ব্রহ্মচর্য্যেই জীবন। ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় মৃত্যু। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁর শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়। পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না। ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হবেন, তাঁর সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান এবং মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও কান্তিমান্ হবে।

১ম ছাত্র। আচ্ছা গুরুদেব, কি উপায়ে খুব সহজে কামের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ?

স্বামী। কামদমনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হচ্ছে নিজের বল ও সামর্থ্য চিন্তা ক'রে ভিতরে ব্রহ্মশক্তির উদ্দীপন এবং তেজের সঙ্গে পাপদমনে অগ্রসর হওন। আমরা সকলেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, তিনি আমাদের পরম সহায়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করলে নিতান্ত

নির্জীব মানুষেরও হৃদয় ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হবে। "আমি দুর্ভেদ্য ব্রহ্মকবচে আবৃত, সাধ্য কি কামের যে এই পবিত্র ব্রহ্মদুর্গ ভেদ করবে"—এই ভেবে যে আপনার ভিতরে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজের উদ্দীপন করতে পারে, কাম দমন করা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ !

২য় ছাত্র। আচ্ছা গুরুদেব, আপনি ত ব্রহ্মচর্য্যের এত প্রশংসা করলেন কিন্তু আমি কত কত সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি, তাদের কাউকেও একটুও হৃষ্ট পুষ্ট দেখলেম না। শরীর একেবারে শুষ্ক, সামর্থ্যের লেশমাত্রও নেই। সুতরাং আপনার কথায় এখনও যথেষ্ট সন্দেহ রইল।

স্বামী। তুমি যে সব সাধু সন্ন্যাসী দেখেছ, তারা কখনই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেনি। নিশ্চয়ই এরা প্রথম জীবনে অত্যধিক ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ ক'রে পরজীবনে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছে। নতুবা যারা প্রকৃত ব্রহ্মচারী তারা কখনই ওরূপ হতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য পালনের যে কত উপকার, তা ব'লে কখনও শেষ করা যায় না। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীরবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাদের জীবন পবিত্র তাদের শরীরে এই পদার্থ মিশে গিয়ে রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, এবং অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত হয়। তারই প্রভাবে মানুষ দৃঢ়কায়, সাহসী উদ্যমশীল এবং বীর্য্যশালী হয়। আবার এই বস্তুরই ব্যয় মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং চঞ্চলমতি করে। তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয় ; রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয় এবং স্নায়বীয় শক্তি নিতান্ত হীন হয়ে পড়ে। মূর্চ্ছা, উন্মাদ এবং মৃত্যু এর অনুবর্ত্তী হয়ে থাকে। এককথায় বলতে গেলে ব্রহ্মচর্য্যেই জীবন এবং তার অভাবেই মৃত্যু।

১ম ছাত্র। বড় ভয়ানক কথা গুরুদেব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি প্রভু, কামক্রোধের তরঙ্গ না আছে কোন্ হৃদয়ে? যোগীশ্বর মহাদেবের পর্য্যন্ত যখন সমাধির মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল, তখন সামান্য মানুষ কি উপায় অবলম্বনে কামের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে?

স্বামী। সত্য বটে, কিন্তু বীরের ন্যায় সম্মুখীন হ'য়ে কামকে পরাজিত কর্ত্তে হবে। যখন কাম মহাবীর শাক্যসিংহের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিচলিত করবার উদ্যোগ করল, তখন সেই ধর্ম্মবীর বজ্র গম্ভীরস্বরে বললেন,—বরং মেরু স্থানভ্রষ্ট হবে, আকাশ হতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূমিতে খসে পড়বে, মহাসাগর শুকিয়ে যাবে, তথাপি সাধ্য নাই কারো যে আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে। তাঁর সেই দুর্দ্দমনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিহত শক্তি চালনা, সেই অনন্য-সাধারণ মানসিক বল দেখে দুরাত্মা কাম আর তাঁর পাশ দিয়ে ঘেঁষতেও সাহস করলে না। ফলতঃ, যিনি পূর্ণ মানসিক বলে বলীয়ান, কামের সাধ্য নাই যে তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

২য় ছাত্র। কিন্তু প্রভু, গৃহস্থ যদি ব্রহ্মচারী হয়, তাহ'লে সংসারই বা কিরূপে চলবে, আর ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহই বা কেমন ক'রে বজায় থাকবে?

স্বামী। বৎস, জিতেন্দ্রিয় হওয়াই গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য। আর এর প্রয়োজনও যথেষ্টই আছে। আর্য্যঋষিগণ জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে তবে বিবাহ করবার বিধি দিয়েছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়, তারপর গৃহস্থাশ্রম। বিষয়বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ ক'রে তবে বিষয়ভোগ। আর এতে ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় থাকবে না এ একটা মস্ত বুঝবার ভুল। ব্রহ্মচারী বা জিতেন্দ্রিয়ের অর্থ 'যে ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে।'

এর মানে ইন্দ্রিয়ের নিরোধ বা বিলোপ নয়; ইন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখা, ইন্দ্রিয়ের অধীনে না থেকে নিজে ইন্দ্রিয়কে অধীন করা।

ছাত্র। দেব, আপনার কথা এইবার সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়েছে। আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার উপদেশ পালন করব।

স্বামী। আচ্ছা, এখন তোমরা সম্মিলিত হ'য়ে বাংলা মায়ের সেই গৌরবগাথাটি গাও।

ছাত্রগণ। যে-আজ্ঞা দেব।

গীত

তোমারে দেখেছি বকুলের তলে উষার আলোকে জননী।
দেখেছি তোমারে মহিমময়ী গো রৌদ্র-কনক বরণী॥
তোমারে দেখেছি স্নেহকল্যাণী মমতাফুল্ল মল্লী।
শ্যামলা স্নিগ্ধা সুজলা সুফলা, হে মোর বঙ্গ-পল্লী॥
সফল জীবন চিরআরাধিতা চিরসুধাময়ী জননী;
লভিয়া জনম তোমার অঙ্কে চরণকমলে প্রণমি॥

দেখেছি তোমারে শ্যামল শস্যে স্নেহ ঢল-ঢল তনিমা।
দেখেছি তোমারে তটিনী তড়াগে উছলিত তব গরিমা॥
বৈশাখী রোদে দাউ দাউ দ্যুতি বিতর শক্তি দীপ্তি।
শারদ নিশায় জোছনা জ্যোতিতে বিহসিত তব তৃপ্তি॥
সফল জীবন চিরআরাধিতা চিরসুধাময়ী জননী;
লভিয়া জনম তোমার অঙ্কে চরণকমলে প্রণমি॥

কত পুণ্যের উৎস তুমি মা কত কীর্ত্তির ক্ষেত্র।
দিয়াছে জগতে জ্ঞানালোক কত তোমার অরুণ নেত্র॥
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে রয়েছে কত না শক্তি।
অযুত ভক্ত তোমার ধুলায় ঢেলে গেছে কত ভক্তি॥

সফল জীবন চিরআরাধিতা চিরসুধাময়ী জননী ;
লভিয়া জনম তোমার অঙ্কে চরণ কমলে প্রণমি ॥

তোমারি ললাটে গরিমার টীকা দিয়াছে আঁকিয়া বিজয় বীর।
বিশ্বজুড়িয়া লভিলা শান্তি পাইয়া তোমার প্রেমের নীর ॥
তোমারি বুকের অমৃত পিয়ে কপিল হইল সিদ্ধ।
তুমি মা স্বর্গ, তুমি মা ইষ্ট, বাঙালী জাতির তীর্থ ॥
সফল জীবন চিরআরাধিতা চিরসুধাময়ী জননী ;
লভিয়া জনম তোমার অঙ্কে চরণকমলে প্রণমি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—চলনহ্রদের বাঁধাঘাট

সোপানে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ

দীননাথ। বলি ওহে ভায়া, নূতন খবর সব শুনেছ ত ?

প্রাণনাথ। তুমিই সব বল না দাদা। তোমার মুখে যে কথাই শোনা যায়, তাই পরম মিষ্টি বলে বোধ হয়। যেন পশ্চিমদেশী আমের চাট্‌নী।

দীননাথ। পশ্চিমের চাট্‌নীর খুব নাম শুনেছি বটে, কিন্তু ভায়া আস্বাদন করা ত এ পর্য্যন্ত ঘটে উঠল না। তোমার কথা শুনে ত বোধ হচ্ছে, তুমি খুব সম্প্রতি সেই পরম রমণীয় জিনিষের দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করেছ। আহা, বলতেই জিভেয় জল আসছে। ভায়া, তোমার ঘরে যদি থাকে তবে আমায় অবিশ্যি অবিশ্যি কিঞ্চিৎ পাঠিয়ে দেবে।

প্রাণনাথ। যদি ঘরে এখনও থাকে, তবে যে নিশ্চয়ই পাঠাব, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে গিন্নীমাগী যে-রকম টক খেতে মজবুত, তাতে ঘরে যে আর আছে, তা ত বোধ হয় না। সম্প্রতি মা পশ্চিমে তীর্থ করতে গিয়ে কাশী থেকে আম, লেবু, লঙ্কা প্রভৃতির অতি উপাদেয় আচার কিনে এনেছিলেন। কিন্তু যেই বাড়ীতে আনা, অমনি একদিনেই প্রায় সমস্ত সাবাড়। গিন্নীমাগীর দেখাদেখি ছেলে-গুলো শুদ্ধ টক্ খাবার কুমীর হয়ে উঠেছে। পাড়ার কারুর গাছে আর ওলন্দাজী লেবু থাকবার জো নেই। যেমন ওদের চোখ পড়েছে, অমনি গাছ থেকে অন্তর্দ্ধান। আমি প্রথমে অনেক গালাগালি করি বটে, কিন্তু গিন্নীমাগী যখন নুনলঙ্কা মেখে একগাল হাস্‌তে হাস্‌তে পাথরবাটী ক'রে নিয়ে এসে সম্মুখে ধরে, তখন রাগটাগ সমস্ত একেবারে জল। কি বিপদ, বলতে বলতেই দেখ, জিব দিয়ে জল আসছে।

কেদারনাথ। তুমি কিন্তু দাদা ভারি পেটুক। বুড়ো হয়ে গেলে, শ বছরের কাছাকাছি বয়স হল; যমে এসে মাথার চুল ধরে টানছে; কিন্তু চ্যাঙড়াদের মত টক খাওয়া গেল না। সে এককাল ছিল বটে, যখন আমিও টক্ খাবার যম ছিলুম বললেই হয়। এমন দিন যেত না, যেদিন সরকারদের বাগান থেকে আমড়া চুরি না করতুম। আর বৈশাখ মাস এলে ত একেবারে জয়জয়কার। বারুণীর মেলায় চাকু কিনবার পর সে চাকু আর যতদিন গাছে আম থাকত, ততদিন ট্যাঁকছাড়া হত না। দিন নাই, রাত্রি নাই, দুপুর নাই, সন্ধ্যা নাই, অহরহ কেবল টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াতুম, আর রাশীকৃত আমকড়ালির শ্রাদ্ধ করতুম। তারপর অক্ষয়তৃতীয়া হয়ে গেলে মা জেঠীমারা যখন ফুলকাসুন, ঝালকাসুন প্রভৃতি নানা রকমের কাসুন তৈয়ের কর্ত্তেন, তখন আম খাবার মজা দেখে কে? রোজ বিকেলে রাশীকৃত কাঁচা

আম এনে পাথর ভরে মাখা হত, তার পর সেই আম খেতে খেতে ছেলেদের নৃত্য দেখে কে? সে এক কালই গিয়েছে। আজকাল ছেলেরা টকের নাম শুনলেই ভয় পায়। যাঁহা একটু অম্বল ছুঁয়েছে, অমনি সাতপ্রস্ত লেপমুড়ি দেওয়া; অমনি বদ্যি ডাক্, বদ্যি ডাক্ বলে চেঁচামেচি। এদের দিয়ে দুনিয়ার কোন্ কাজটাই হতে পারে?

প্রাণনাথ। যা বলেছ দাদা, একালের ছেলেগুলো আবার মানুষ? আমার ঠাকুরদাদা নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তিন পঁশুরী সন্দেশ অনায়াসে উদরস্থ করতেন। পৌষসংক্রান্তির সময় শুধু খেঁসারীর শাক দিয়েই তিন-চার পণ সাদা পিঠে অম্লান বদনে খেয়ে ফেলতেন। একালের লোক তেমনি খাক দেখি? কিন্তু দাদা, আসল কথাটা তো আমরা ভুলেই গেছি। কি খবর যে বলতে যাচ্ছিলে, বল না?

দীননাথ। হুঁ, এখনও তোমরা এসব শোননি। আশ্চর্য্য বটে! এ সব কথা শুনতে কারই বা বাকী আছে?

কেদারনাথ। তা বল না ছাই কথাটা কি?

দীননাথ। রাজধানীর ডাঙায় ডহরে ছেলেবুড়ো পর্য্যন্ত এ সব বিষয় নিয়ে কানাঘুষো করছে, আর তোমরা কি তা নাই শুনেছ?

প্রাণনাথ। তুমি বল ত ব্যাপারখানা কি; তাহ'লে বুঝতে পারি শুনেছি কি-না। না বললে আমরা কি ক'রে জানব?

দীননাথ। একথা আর কেই বা না শুনেছে? শহরশুদ্ধ একেবারে টি-টি পড়ে গেছে। যেখানে দু-জন মানুষ একজায়গায় হচ্ছে, সেইখানেই এই কথা ছাড়া আর মানুষের মুখে অন্য কথাই নাই। বুঝেছ ত ব্যাপারখানা কি?

প্রাণনাথ। তোমার সঙ্গে আমি পেরে উঠলাম না দাদা। যাক্ ওকথা আর আমি শুনতে চাই নে।

দীননাথ। তবে এই শোন। গৌড়ের বাদশা না-কি আমাদের মহারাজের কাছে পত্র দিয়েছেন যে, বাদশাহ্‌জাদীর সঙ্গে আমাদের মহারাজকুমার যত্নারায়ণের বিয়ে দিতে হবে। এক হপ্তার মধ্যে মহারাজকুমারকে গৌড়ে পৌঁছে না দিয়ে এলে বাদশা সপ্তদুর্গার চিহ্নমাত্র রাখবেন না। রাজপরিবারের সকলকে বজরায় পুরে কুড়ুল মেরে মাঝ পদ্মায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবেন। আর সপ্তদুর্গার যত অধিবাসী আছে, সকলকেই পেঁয়াজের গন্ধ শুঁকিয়ে মুসলমান ক'রে দেবেন। খবর শুনবামাত্র মহারাণী-মা অন্নজল ত্যাগ ক'রে শয্যা গ্রহণ করেছেন। আর মহারাজের কথা বলব কি, তিনি একেবারে উন্মাদের মত হ'য়ে গেছেন। দাস-দাসী, আমলা-পরিজন, কেউ আর তাঁর কাছে যেতে সাহস করছে না। সেনাপতি দুর্গাচরণ ডাকাত ধরতে কলম গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য লোক গিয়েছে। সেনাপতি না এলে আর কারো সাধ্য নেই যে মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করে।

প্রাণনাথ। অ্যাঁ, সত্যি না-কি! কি ভয়ানক! তা হ'লে আমাদেরও ত রক্ষা নেই। সকলকেই পেঁয়াজের গন্ধ শুঁকিয়ে দেবে? কি সর্ব্বনাশ! জাতভিত সব তাহ'লে যে গেল! অ্যাঁ—তাই তো; এ যে ভয়ানক কথা, তাহ'লে কি করা যাবে?

দীননাথ। অত ভয় খেও না ভায়া! এর যা উপায় করতে হয়, তা মহারাজই করবেন। আমাদের আর ওসব কথা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাদের মহারাজকে কি তুমি তেমনি লোক পেলে যে, এর কোন বিহিত না ক'রেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকবেন? তা কখনই নয়। দেখই না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কেদারনাথ। আমি বলি বাদশার সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া ক'রে কাজ নেই। মহারাজকুমারকে গৌড়ে পৌঁছে দিয়ে এলেই ত সব গোল চুকে

যায়। এতে আর মন্দই বা কি? তিনি বাদশার জামাই হয়ে ত আদরে গোবরেই থাকবেন। সোনার খাটে পা দিয়ে রূপোর খাটে ঘুমোবেন। কত দাসদাসী চাকরচাকরাণী দিনরাত্রি সাম্‌নে হাতজোড়-ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। কত কত রাজভোগ খাবেন। মোছলমানদের পোলাও, কোর্ম্মা, কাবাব, আরও কত রকমের সুরসাল খাদ্য দিনরাত রসনার তৃপ্তি সাধান করবে। এমন সুখ হাতে পেলে কি আর ছাড়া উচিত? আমার যে বয়সটা কিছু বেশী হয়ে গেছে। চুলটা যদি না পাকত, আর দাঁতগুলো যদি না পড়ত, আর গায়ের চামড়াগুলো যদি ঝুলে না পড়ত—তা—এখনই কি কুৎসিত হয়েছি? এ বয়সেও ত গিন্নী-মাগী এই রূপ দেখে পাগল;—হুঁ, যদি আর একটু জোয়ান হতুম, তাহ'লে আমিই সাগ্রহে বাদশাজাদীকে বিয়ে ক'রে দুনিয়ার মজাটা লুটে নিতুম। মহারাজকে বলতুম যে আমাকেই মহারাজকুমার সাজিয়ে গৌড়ে পাঠিয়ে দিন। তাহ'লে আসল মহারাজকুমারেরও জাত যাবে না, আর আমারও বাদশাজাদীকে বিয়ে করা হবে।

দীননাথ। যা বলেছ ভায়া। বয়সটা বেশী হয়েই সব গোল পাকিয়ে দিয়েছে, নইলে কিছুমাত্র ল্যাঠা ছিল না। যাক্ এর আর উপায় নেই, এখন তামাকটা ঢেলে বেশ ভাল ক'রে আর এক ছিলিম সাজ ত দেখি, তারপর ওসব কথা বিবেচনা করা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

সপ্তদুর্গা। গণেশনারায়ণের মন্ত্রণাকক্ষ

গণেশ ও দুর্গাচরণ

দুর্গাচরণ। বেশ করেছেন মহারাজ, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে; তরবারির মুখেই গৌড়-সম্রাট তাঁর পত্রের উত্তর পাবেন। আপনি তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে অতি উত্তম কাজই করেছেন।

গণেশ। দুর্গাচরণ! আমি পাঠানের স্পর্দ্ধা দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেই ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাপূর্ণ পত্র পাঠ ক'রে অবধি আমি অনুক্ষণ সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করছি। যতক্ষণ পাঠানকে এর উপযুক্ত প্রতিফল দিতে না পারব, ততক্ষণ এ যন্ত্রণার কণামাত্র নিবৃত্তি হবে না। বল দুর্গাচরণ, এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

দুর্গাচরণ। আদেশ করুন মহারাজ, এই মুহূর্ত্তেই আমরা পাঠান রাজ্য আক্রমণ করি। সপ্তদুর্গা এবং সান্যালগড়ের মিলিত বাহিনী নিয়ে ভীমবেগে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হই। মূর্খ গৌড়-সম্রাট দেখুক, মহারাজ গণেশনারায়ণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন না।

জীবনচন্দ্রের প্রবেশ

জীবন। মহারাজের জয় হোক।

গণেশ। জীবন, সংবাদ কি?

জীবন। আজ্ঞে সংবাদ খুব শুভ মহারাজ; শাহ্‌জাদা আজিম অনুমান পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সপ্তদুর্গা আক্রমণ করতে আসছেন।

গত কাল সন্ধ্যার সময় তাঁর বাহিনী চারঘাটের কাছে এসে শিবির সন্নিবেশ করেছে। আমাদের গুপ্তচর রাতরাতি সে-সংবাদ নিয়ে দ্রুতগামী ছিপে পদ্মাবেয়ে সপ্তদুর্গায় এসেছে।

গণেশ। উত্তম, এর জন্য আমরা সর্ব্বাংশেই প্রস্তুত। আমরা এমন সুন্দর আতিথ্য সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি যে, শাহজাদাকে জীবনে তার আস্বাদ কখন ভুল্‌তে হবে না।

দুর্গা। আদেশ করুন মহারাজ, আমরা এখনই এগিয়ে গিয়ে পাঠানকে আক্রমণ করি; বাঙ্গালীর বাহুতে কত বল, তা তাদের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করাই। আমি নিশ্চয় বলছি মহারাজ, আজিমকে আমরা অতি শোচনীয় ভাবে পরাস্ত ক'রে সসৈন্যে বন্দী ক'রে আন্‌ব।

গণেশ। আমি কিন্তু অন্য রকম বিবেচনা করি দুর্গাচরণ। আমাদের অজেয় বাহিনীর সাম্‌নে পাঠান-সৈন্য যে পলমাত্রও দাঁড়াতে পারবে না, তা নিশ্চয়। কিন্তু সেভাবে সম্মুখযুদ্ধ করলে অসংখ্য সৈন্যের প্রাণনাশ অনিবার্য্য। তাই আমার ইচ্ছা, তারা আরও অগ্রসর হোক। বেশীদূর যাবার প্রয়োজন কি? তুমি চলন বিলের প্রবেশ-পথে সমস্ত সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে থাক, পরে হঠাৎ এমনভাবে আজিমকে আক্রমণ করবে যে সে যেন আত্মরক্ষা করবারও সময় না পায়।

জীবন। এ অতি উত্তম পরামর্শ মহারাজ, এতে একরকম বিনা রক্তপাতেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হবে।

দুর্গা। তা হবে বটে, কিন্তু—

জীবন। কিন্তু কি দুর্গাচরণ? অকারণে রক্তপাত ক'রে জাতিকে দুর্ব্বল করা যে কতবড় ভুল, তাকি তুমি বুঝ না?

দুর্গা। মাপ করবেন মন্ত্রীমশায়, এ আমার ধারণারও অতীত।

গণেশ। ভাল, তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব।

দুর্গা। মন্ত্রীমশায়! এ পাগলের প্রগলভতা মাপ করবেন। বিনা রক্তপাতে যে আমাদের জাতি কখনও মুক্তিলাভ করতে পারবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

জীবন। কিন্তু তাই বলে বিনা প্রয়োজনেও কি রক্ত দান করতে হবে?

দুর্গা। প্রয়োজন? প্রয়োজন যথেষ্ট আছে মন্ত্রীমশায়।

জীবন। দুর্গাচরণ! রক্তদান করতে করতে যে আমাদের রক্তের উৎসই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। দেবার মত রক্ত কি আর আছে আমাদের? উঃ! এ জাতির রক্তদান—মনে করলেও শরীর শিউরে ওঠে; সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরের কথা না হয় ছেড়েই দাও; এই কলিতেই তিরৌরী, থানেশ্বর, কলিঙ্গ এবং সিন্ধুনদতীরে যে রক্তপাত হয়েছে, তাতে শত শত রক্তগঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে। আরও রক্ত চাই? মা ধরিত্রী কি এতই পিপাসিতা যে লক্ষ লক্ষ সন্তানের রক্তপান করেও তাঁর পিপাসার শান্তি হয় নি? না দুর্গাচরণ, আর রক্ত দেবার অবস্থা আমাদের নেই।

দুর্গা। কিন্তু রক্ত ভিন্ন যে স্বাধীনতার অন্যমূল্য নেই মন্ত্রীমশায়!

জীবন। আমি স্বীকার করি দুর্গাচরণ, যে রক্ত স্বাধীনতার অন্যতম মূল্য বটে; তবে তাই যে একমাত্র মূল্য এ কথা আমি কিছুতেই মানতে প্রস্তুত নই।

জীবন। দুর্গাচরণ! এদেশে—এই আর্য্যঋষির দেশে তাঁদেরই সন্তান হয়ে তোমার এরকম কথা বলা কখনই শোভা পায় না। মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর অগণিত সৈন্য নিয়েও তপস্বী বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তের পরেও কি তুমি বলতে চাও যে পশুবল ভিন্ন মুক্তির অন্য পন্থা নেই?

দুর্গা। মন্ত্রীবর, আমি যুদ্ধব্যবসায়ী ; আপনাদের সঙ্গে তর্ক করবার শক্তি আমার নেই। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, রক্তের চাইতে কম মূল্যে স্বাধীনতা কেনা যায় না ; বরং রক্ত দিতে অস্বীকার করলে স্বাধীনতা থাকলেও তা রাখতে পারা যায় না।

জীবন। কিন্তু দেবার মত রক্ত আমাদের আছে কি-না সে কথাও ভাবতে হয় দুর্গাচরণ।

দুর্গা। মন্ত্রীবর! স্বীকার করি, ভারতবর্ষ যুগে যুগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে গিয়ে যে অপরিমেয় শোণিতরাশি দান করেচে, তা একত্র করলে শত শত রক্তগঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে তার রক্তের উৎস নিঃশেষ হয়েছে, এতবড় একটা অসত্য কথা বলতে গেলে তাকে তার গর্ব্বোন্নত মস্তক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ত্রিশ কোটী ভাই-ভগিনী বর্ত্তমান থাকতে আমাদের রক্তের উৎস নিঃশেষ হয়েছে, একথা বলতে গেলে যে জগতের লোক আমাদের বাতুল ব'লে উপহাস করবে।

জীবন। না দুর্গাচরণ, উপহাস করতে পারে না। আর প্রজাদের জীবন নিয়ে অযথা খেলা করবার অধিকারই বা আমাদের কি আছে? বড় বিষম দায়িত্ব আমাদের কাঁধে রয়েছে দুর্গাচরণ! প্রজার রক্ষক আমরা, সুতরাং যে কাজে লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণবলি অনিবার্য্য, বিশেষ সাবধান হয়েই তাতে হাত দিতে হবে।

দুর্গা। সে কথা লক্ষ বার স্বীকার করি মন্ত্রীবর। কিন্তু তাই ব'লে একথাও ভুললে চলবে না যে, রক্তদান না করলে এ জাতি কখনও স্বাধীনতারূপ অতুল ধনের অধিকারী হতে পারবে না। মন্ত্রীবর, এ একটি অতি বিরাট সমস্যা। এর সঙ্গে শুধু ক্ষুদ্র সপ্তদুর্গা নয়, সমস্ত ভারত-বর্ষের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভারতবর্ষ যদি রক্তদানে অসম্মত হয় তবে

চিরকালের তরে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল বহন করতেই হবে। এরূপ জীবনধারণে ফল কি মন্ত্রীমশায়? দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারীতে কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ দেওয়া ছাড়া সে জীবনে আর অন্য প্রয়োজন নেই।

জীবন। কিন্তু যদি বিনারক্তপাতেই স্বাধীনতা লাভ করা যায়?

দুর্গা। সে আশা নিশার স্বপনের মতই অসম্ভব।

জীবন। না দুর্গাচরণ, পৃথিবীতে অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই। অহিংসার বলে—প্রেমের বলে যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায়, একথা ভারতবর্ষই জগতের কাছে একদিন প্রতিপন্ন করবে।

দুর্গা। মন্ত্রীমশায়, আপনি আপনার অহিংসা নিয়ে থাকুন, আমার যখন হিংসা ছাড়া গতি নেই, তখন আমাকে বিদায় দিলেই ভাল হয়।

গণেশ। দুর্গাচরণ, তুমি না পাঠান-সৈন্য আক্রমণ করতে চাও!

দুর্গাচরণ। আমি কখন্ তাতে পিছপা হলাম মহারাজ!

গণেশ। বেশ, তুমিই এগিয়ে গিয়ে আজিমকে আক্রমণ কর।

দুর্গা। মহারাজ, আমায় মাপ করুন। হঠাৎ কি একটা উত্তেজনার বশে আমি আত্মহারা হয়ে উন্মাদের মত আপনাদের সঙ্গে এত তর্ক করেছি। মহারাজ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন।

(নতজানু হইয়া উপবেশন)

গণেশ। না দুর্গাচরণ, এতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ হয়নি; তোমার তর্ক করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এটা যথার্থ মিত্রের কাজ। আমি যদি কোন অন্যায় আদেশ করি, আর তুমি যদি তা অন্যায় জেনেও যথাশক্তি তার প্রতিবাদ না কর, তবে সে কাজ

একজন সামান্য কর্ম্মচারীর পদোচিত হতে পারে বটে, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর উপযুক্ত হয় না।

দুর্গা। কিন্তু আপনার কাছে আমি এখনও সামান্য বালক মাত্র। বালকের কথার কোন মূল্য নেই মহারাজ।

গণেশ। না দুর্গাচরণ, আমারই ভুল হয়েছিল। আমরাই এগিয়ে গিয়ে আজিমকে আক্রমণ করব।

দুর্গা। মহারাজ, আমার মনে হয়েছিল যে যুদ্ধের গোড়াতেই আমরা দুর্ব্বলতা দেখাব কেন? কেন আমরা শুধু আত্মরক্ষাই করব? আমরাই আক্রমণ করি, তারাই আত্মরক্ষা করুক না কেন!

গণেশ। তুমি ঠিক বুঝেছিলে দুর্গাচরণ। তোমার প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে গিয়ে আজিমকে আক্রমণ কর।

দুর্গা। যে আজ্ঞে মহারাজ!

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

চারঘাট—আজিম শাহের শিবির

আজিম ও বক্তার

আজিম। তুমি কি মনে কর বক্তার, যে, আমরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করব ?

বক্তার। তাতেও কি শাহজাদার কোন সন্দেহ আছে ? পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত শাহী-সৈন্য নিয়ে একটা তুচ্ছ ভুঁইয়াকে পরাস্ত করতে পারব না ? শাহজাদা, আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন ; গণেশনারায়ণ আমাদের এই বিরাট শাহী-সৈন্যের সম্মুখীন হতে কখনই সাহস করবে না। বিনা যুদ্ধেই আপনি তাকে বন্দী করতে পারবেন।

আজিম। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় বক্তার। আমরা ক্রমে সপ্তদুর্গার বুকের উপর এসে পড়লাম ; কিন্তু কৈ, গণেশনারায়ণের সেনার ত চিহ্নমাত্র দেখতে পাই নে। আমার মনে হয়, গণেশ হয় ত আমাদের ফাঁদে ফেলবার জন্য কি একটা বিষম গুপ্ত ষড়যন্ত্র করেছে। নইলে যার রাজ্য আক্রান্ত হতে বসেছে, তার পক্ষে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকা একটা গোলকধাঁধা বলেই মনে হয়।

বক্তার। না শাহজাদা, এতে ভাববার কথা কিছুই নেই। আপনি নিশ্চয় জানবেন, গণেশনারায়ণ ভয়ে তার রাজধানী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া তার আর কি উপায়ই বা আছে ? কি সাধ্য তার যে এতবড় শাহী-সৈন্যের সে সম্মুখীন হয়। মশা হয়ে হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? এ কখনই সম্ভব হতে পারে না।

আজিম। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে সে কোন্ সাহসে গৌড় বাদশাহকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে? তুমি যাই কেন বল না বক্তার, আমি কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে।

বক্তার। আপনার সন্দেহ ভিত্তিহীন শাহজাদা। আর যখন এখনও শক্রর কোন চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আর বৃথা আমরা তাড়াতাড়ি ক'রে মরি কেন? এইখানে দিন দু-তিন বিশ্রাম ক'রে, পরে বড়লের তীর ধ'রে সপ্তদুর্গার দিকে এগোনো যাবে। ক'দিনের পথশ্রান্তিতে সৈন্যেরা সকলেই বিশেষ পরিশ্রান্ত হয়েছে। খানিকটা বিশ্রাম না করলে তারা একেবারে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়বে।

আজিম। বেশ, এইখানেই সকলে বিশ্রাম করুক। কিন্তু আমাদের খুব সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। শিবিরের চারদিকে উপযুক্ত প্রহরী রাখবার ব্যবস্থা করবে।

বক্তার। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

[আস্‌মানের প্রবেশ]

আস্‌মান। বাবা!

আজিম। কি মা!

আস্‌মান। বাবা, তোমার মুখখানা প্রফুল্ল দেখছি না কেন? তুমি ত এমন হয়ে থাক না বাবা; কি হয়েছে বল না।

আজিম। কিছুই ত হয়নি মা।

আস্‌মান। না বাবা, গোপন করলে চলবে না। সত্যি ক'রে বল দেখি কি হয়েছে তোমার?

আজিম। পাগলী আমার, কিছুই হয়নি।

আস্‌মান। আমার কাছে মিছে কথা কেন বল বাবা? আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি দিনরাত যুদ্ধের কথা ভেবে এমন মন খারাপ করেছ।

আজিম। সত্যি তাই মা। তা এত বড় বাহিনীর সেনাপতি আমি, আমায় যুদ্ধের কথা যে ভাবতেই হবে মা, নইলে তোমার চাচার কাছে কৈফিয়ৎ দিব কি ব'লে?

আস্‌মান। ভাবনা করতে হয় তো সেজন্য বক্তার আছে। তুমি কেন অত ভাবতে যাবে?

আজিম। তা হয় না মা; আমি যখন সেনাপতি, তখন সব দায়িত্বই আমার। বক্তার এ যুদ্ধে আমার সহকারী মাত্র।

আস্‌মান। তাই ব'লে তুমি বুঝি দিনরাত ভাববে? তা হবে না বাবা। এখন একটু আমার গান শোন, তাহ'লে তোমার মনটা একটু হাল্কা হবে।

আজিম। বেশ, গা তবে।

আস্‌মান গাহিল— [গীত]

রাতের আঁধার তাই ব'লে কি
দিনের আলো ফুট্‌বে না?
লক্ষ্যহারা জীবনতরী
কূলে গিয়ে লাগবে না?
কাল কেটেছে সুখের ছায়ে
তাই ব'লে কি দুখের ঘায়ে,
লুইবে পরাণ ব্যাকুল হয়ে
ঊর্দ্ধপানে উঠবে না?

সেদিন গেছে ফুলের রথে
আজকে বাদল পিছল পথে
চলতে হবেই ব'লে কেন
চরণ দ্রুত ছুটবে না ?
জগৎ চলে যাঁর ইসারায়,
আমরা রব তাঁর ভরসায় ,
তাঁরই পায়ে লুট্‌বে মাথা
অপর পায়ে লুট্‌বে না।

আস্‌মান। (আজিমের কোলে বসিয়া তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কেমন লাগল বাবা ?

আজিম। বড় সুন্দর লাগল মা।

আস্‌মান। সত্যি বলছ ?

আজিম। হ্যাঁ মা।

আস্‌মান। বেশ, তাহ'লে আমার সঙ্গে একটু পাশা খেলতে হবে। দেখ, আজ তোমাকে কেমন হারিয়ে দিই।

আজিম। আচ্ছা, নিয়ে আয় তবে।

আস্‌মান। তুমি উঠো না বাবা, আমি চট্ ক'রে নিয়ে আসছি।

[**প্রস্থান**]

আজিম। (স্বগত) এই মাতৃহারা কন্যাটিকে বুকে ক'রে আমি জীবনের সব দুঃখতাপ, জ্বালাযন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলে যাই। বুঝি বিধাতা আমার হৃদয়ে শান্তিবারি সেচবার জন্যেই স্বহস্তে এই নিখুঁত প্রতিমাখানি গ'ড়ে ধরাতলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আস্‌মানকে বুকে করলে আমি এই বন্ধুর সংসারে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করি। ভগবান,

আমার এই ননীর পুতুলটি যেন জীবনে দুঃখ কাকে বলে তা জানতে না পারে, তোমার চরণে এই আমার কাতর মিনতি।

[জোড়হস্তে প্রণাম]

[পাশা লইয়া আস্‌মানের পুনঃ প্রবেশ]

আস্‌মান। এই যে বাবা, পাশা নিয়ে এসেছি। এস আমার সঙ্গে খেলবে এখন।

(আস্‌মান যেমন পাশার ঘর বিছাইতে যাইতেছেন, অমনি উপর্য্যুপরি কামানের শব্দ শুনা গেল; এবং জনৈক প্রহরী দৌড়িয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল)

প্রহরী। জাঁহাপনা, শত্রুপক্ষ শিবির আক্রমণ করেছে।

আজিম। অ্যাঁ! শত্রুর তোপ? দেখি।

[**উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান**]

আস্‌মান। এ কি করলে খোদা? দুশ্চিন্তা থেকে পিতার মনটা একটু মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলাম, অমনি আবার এক নূতন বিপদ এনে উপস্থিত করলে? পিতাকে আমার একটু শান্তি দাও দয়াময়। মা'র মৃত্যুতে যদিও কিছুই কষ্ট বোধ করিনি, কিন্তু সেই থেকে পিতা এতই শোকার্ত্ত হয়ে রয়েছেন যে, তাতে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই শেল বিদ্ধ হয়ে থাকে। আব্দার ক'রে পিতার কাছে বন্দুক চেয়ে নিয়েছিলুম, ইচ্ছা ছিল যে নিজে রীতিমত অস্ত্র শিক্ষা ক'রে আমাদের নারীজাতিকে সেই বিদ্যায় সুশিক্ষিত ক'রে তুলবো, ভারতের রমণী কুসুমাঙ্গী—এই দুর্নাম দূর করব; আর সেই বিদ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেবার জন্য নিজের অধ্যক্ষতায় নারীসৈন্যদল গঠন ক'রে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করব। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সঞ্চিত সব আশা-

আকাঙ্ক্ষা নিমিষের মধ্যে শুকিয়ে গেল। এখন পিতার মনে একটু শান্তি দেওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর অন্য কাজ নেই; তাই রাজধানী ছেড়ে শিবিরে শিবিরে তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখি তিনি এই বিপদের মধ্যে কোথায় গেলেন।

[**প্রস্থান**]

[বক্তার ও ইশাকের প্রবেশ]

ইশাক। জনাব, যুদ্ধের অবস্থা দেখে বোধ হচ্ছে, আজ আর আমাদের কল্যাণ নেই। তারা চার দিক থেকেই আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলেছে। দক্ষিণে ও পূবে তাদের যুদ্ধজাহাজ, আর উত্তর ও পশ্চিমে স্থলসৈন্য আমাদের উপর ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি করছে। শাহজাদা স্বয়ং নিজহাতে তোপ দেগে শত্রুর নৌসৈন্যের সঙ্গে লড়াই দিচ্ছেন। এখন আমরা যদি উত্তর ও পশ্চিম দিক রক্ষা করতে পারি তা হ'লেই আজ রক্ষা, নইলে আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে, তা একমাত্র খোদাই বলতে পারেন।

বক্তার। ইশাক খাঁ, তুমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না ক'রে পশ্চিম ভাগে শত্রুকে আক্রমণ কর। উত্তর দিকে তারা খুব প্রবল ব'লে বোধ হচ্ছে; সুতরাং আমি নিজে উত্তর দিক রক্ষা করব। যাও, শীঘ্র যাও।

ইশাক। যে আজ্ঞা। [**দ্রুতবেগে প্রস্থান**]

[আসমানের প্রবেশ]

আসমান। বক্তার খাঁ, পিতা কোথায়?

বক্তার। কেন পিয়ারী?

আসমান। এ কি, বক্তার খাঁ? তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? তোমার কথাবার্তা ত সম্ভ্রমসূচক নয়?

বক্তার। পিয়ারী, সম্ভ্রম করা ত ছার, তোমার জন্য এ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। বল তোমার কি আদেশ পালন কর্ত্তে হবে?

আস্‌মান। তোমাকে আমি সাবধান করছি বক্তার খাঁ, গোস্তাকি না ক'রে বল, আমার পিতা কোথায়?

বক্তার। তিনি যুদ্ধ করছেন।

আস্‌মান। আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

বক্তার। তুমি নারী, সে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারি নে।

আস্‌মান। অগ্নিবৃষ্টিকে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি নে। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।

বক্তার। এ ইচ্ছা ত্যাগ কর শাহজাদী। বিপদের মধ্যে তোমায় কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না।

আস্‌মান। শোন বক্তার খাঁ, আমি স্বয়ং পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। বন্দুক চালনায় আমার অভ্যাস আছে জান।

বক্তার। কিন্তু সৈনিকের যে কর্ত্তব্য তা তুমি কিছুই জান না। বিশেষ তুমি সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী; তোমার জীবনরক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই। তুমি মনে করলেই যা-ইচ্ছা তাই করতে পার না।

আস্‌মান। আমাকে পিতার কাছে যেতেই হবে, তোমার সাধ্য থাকে ত বন্ধ কর।

[প্রস্থানের উদ্যোগ]

বক্তার। কোথা যাও পিয়ারী, দাঁড়াও!

[দৃঢ়মুষ্টিতে আস্‌মানের হাত ধরিলেন]

আস্‌মান। বক্তার খাঁ! তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা? আমার গা ছুঁয়ে

অম্লান বদনে দাঁড়িয়ে আছ? জান, এর পরিণাম কি! পিতার আদেশে তুমি শূলে যাবে।

বক্তার। (উচ্চ হাস্য করিলেন)

আস্‌মান। তবে রে ঘৃণিত কুক্কুর, তোর কর্ম্মের ফলভোগ কর্। (আস্‌মান বাম হাতে স্বীয় পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বক্তারের ললাট লক্ষ্য করিলেন। বক্তার অমনি আস্‌মানের হাত ছাড়িয়া দিয়া এক লাফে পশ্চাতে হটিয়া গেলেন এবং নিজ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া আস্‌মানের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। আস্‌মান তখন বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া বক্তারের ডান হাতের কব্জীতে নিজ পিস্তলদ্বারা আঘাত করিলেন। অমনি বক্তারের হাত হইতে পিস্তল মাটিতে পড়িয়া গেল, এবং তাড়াতাড়ি আস্‌মান তাহা তুলিয়া লইয়া বক্তারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) এইবার কুকুর, দেখি তোকে কে রক্ষা করে!

বক্তার। শাহজাদী, তোমার হাতে মরেও সুখ আছে। তুমি আমাকে গুলি কর, আমি হাসতে হাসতে মরি।

আস্‌মান। বক্তার খাঁ, তুমি সম্রাটের একজন কার্য্যক্ষম সৈনিক। এই যুদ্ধের সময় তোমায় হত্যা করলে সেটা ঘোর আত্মদ্রোহের কাজ হবে। তাই সম্রাটের মঙ্গলের কাছে আমি আমার তুচ্ছ ব্যক্তিগত মঙ্গল বলি দিলাম। যাও বক্তার খাঁ, নারীর প্রতি পীড়ন ক'রে যে পাপের ভার মাথায় নিলে, সম্রাটের কাজে দেহ সমর্পণ ক'রে তার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত কর। যাও, শীঘ্র যাও, সম্রাটসৈন্য ধ্বংসমুখে পতিত, তাদের সাহায্য কর।

বক্তার। শাহজাদী, তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলে। তোমায় বার বার সেলাম ক'রে আমি সৈন্যদের মধ্যে চল্লুম।

[বেগে প্রস্থান]

আস্‌মান। তবে আমিই বা আর দেরী করি কেন? দেখি পিতা কোথায় যুদ্ধ করছেন, আমি নিজেই খুঁজে তাঁকে বার করব।

(বেগে প্রস্থান)

দুর্গাচরণ ও যদুনারায়ণের প্রবেশ

দুর্গা। কুমার, আপনার সংবাদ কি?

যদু। আজিম শাহ্ আজ অদ্ভুত বিক্রমে যুদ্ধ করছেন।

দুর্গা যুদ্ধ শেষ হয়েছে কুমার। আজিম শাহ্ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন ব'লে পত্র লিখেছেন। তাই এই মাত্র আমি যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিয়েছি।

যদু। তাহ'লে চলুন, আমরা আজিমের শিবিরে গিয়ে তাঁর সৈন্যদের নিরস্ত্র করি।

দুর্গা। হঁ; চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

আজিম শাহ ও আস্‌মানের প্রবেশ

আস্‌মান। বাবা, এ কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারছিনে। আপনার সৈন্যরা যে যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনি নিজে এতগুলো তোপের মধ্যে থেকেও যুদ্ধ করছেন না। এর কারণ কি, আমাকে শীঘ্র বলুন, আমি জান্‌বার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছি।

আজিম। মা, আমি সপ্তদুর্গার সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

আস্‌মান। না—না—বাবা, এ মিথ্যা কথা। আপনার মত বীর কখন আত্মসমর্পণ করেন না।

আজিম। মিথ্যা নয় আস্‌মান, সত্যই আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমার অদৃষ্টে এও ছিল। সিংহশিশু হয়ে আজ শৃগালকে দেখে ভয় পেলাম। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না আস্‌মান। সম্রাটের অর্দ্ধেক সৈন্য আজকার যুদ্ধে অন্তিম শয্যা রচনা করেছে। এই পর্ব্বতপ্রমাণ শবের মাঝে দাঁড়িয়ে বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হওয়ার চেয়ে, আত্মসমর্পণ করাই আমি সঙ্গত মনে করলাম।

আস্‌মান। ভাল করেননি বাবা। মহামান্য শাহ্‌জাদা আজিমের এ ভাবে আত্মহত্যা তাঁর কন্যার পক্ষে একান্ত অসহ্য। না বাবা, তা হতেই পারে না। আপনি আপনার পত্র ফিরে নিন, নিয়ে আবার যুদ্ধ করুন। আর আবশ্যক হয় ত জীবন দিন, কিন্তু এভাবে বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে দারুণ অপমানের ডালি মাথায় নেবেন না।

আজিম। তা আর হয় না আস্‌মান।

দুর্গাচরণ ও যদুনারায়ণের প্রবেশ

আসুন সেনাপতি, আমাদের অস্ত্র গ্রহণ করুন। (অস্ত্রত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে করিতে আস্‌মানকে বলিলেন)—মা, তুমিও তোমার অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

দুর্গা। না শাহ্‌জাদা, মহারাজ গণেশনারায়ণ এত ক্ষুদ্রচেতা নন যে, আপনার মত বীর বা আপনার কন্যার মত বীরাঙ্গনার অস্ত্র গ্রহণ করবেন। আজ হতে আপনারা সপ্তদুর্গার সম্মানিত অতিথি। আপনার সৈন্যরা অস্ত্রত্যাগ করেছে এই যথেষ্ট। আসুন আমাদের সঙ্গে, আমাদের শিবিরে আসুন।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌড় রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রমদোদ্যান

সম্রাট নসেরিৎ শাহ্ আসীন

নর্ত্তকীগণের গীত

সাজ্‌লো সই সাজ্‌লো যতনে ;
ধর্‌তে হবে মনোচোরা রসিক রতনে ।
পিয়ে নিতি ফুলের মধু,
পালিয়ে যায় ভোম্‌রা বঁধু
ছাড়্‌বো না আজ বাঁধবো তারে প্রেমের বাঁধনে ।
হৃদয়মাঝে লুকিয়ে রেখে প্রেমিকরতনে,
যখন খুশী দেখ্‌ব তখন ও চাঁদবদনে ;
তার মুখের সেই মিষ্টি হাসি,
আমরা বড় ভালবাসি ;
তাই ত জীবন বিকিয়ে দিছি মনোমোহনে ;
ছাড়্‌বো না আজ বাঁধব তারে প্রেমের বাঁধনে ।

নসেরিৎ । ওয়াহিয়াৎ, একদম্ ওয়াহিয়াৎ ।

১ম নর্ত্তকী । জাঁহাপনা, যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে গাইবার জন্ত আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছি । অন্ত কতদিন হুজরত এই গানেই

মোহিত হ'য়ে দু'হাতে আমাদের আশরফি বক্‌শিস্ দিয়েছেন। আজ আমাদের একান্ত মন্দ নসীব, তাই জাঁহাপনার মনোরঞ্জন করতে পারলুম না।

নসেরিৎ। আচ্ছা, এইবার খুব তোফা দেখে একটা গা—।

নর্ত্তকী। জো হুকুম।

মেহেরুন্নিসার প্রবেশ

২য় নর্ত্তকী। একি, হজরৎ বেগম সাহেবা এখানে!

(সকলে কুনিশ করিল)

মেহের। দূর হ তোরা এখান থেকে।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

(সম্রাটের প্রতি) সম্রাট! এ কি তোমার আচরণ?

নসেরিৎ। কি আচরণ মেহের?

মেহের। কি আচরণ? সপ্তদুর্গার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী পাঠালে, সে বাহিনী নির্ম্মমভাবে পরাজিত হয়ে শত্রুর হাতে বন্দী; শাহ্‌জাদা আজিম তাঁর কন্যার সঙ্গে কাফেরের ঘরে আবদ্ধ। এতে তোমার মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়েনি? এর পরেও তুমি সুন্দরীগণে বেষ্টিত হয়ে ভোগসুখে মেতে রয়েছ? ধিক্ তোমাকে! বৃথা তুমি গৌড়ের সিংহাসন কলঙ্কিত ক'রে রয়েছ সম্রাট। যদি তোমার মনুষ্যত্ব থাকে, সিংহাসন ত্যাগ ক'রে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও; পাঠান নামে আর এ ভাবে কলঙ্ক দিও না।

নসেরিৎ। মেহের, তুমি তোমার গৃহস্থালীতে মন দাও। সম্রাটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে বৃথা চেষ্টা করো না।

মেহের। সম্রাট্, তুমি কি প্রকৃতিস্থ?

নসেরিৎ। সম্পূর্ণ।

মেহের। মিথ্যাকথা সম্রাট। নইলে যাঁর একটা প্রকাণ্ড বাহিনী শত্রুর হাতে বন্দী, তিনি কখনও নর্ত্তকীগণে পরিবৃত হয়ে থাকৃতে পারেন না।

নসেরিৎ। ভাল, তুমি কি করতে বল?

মেহের। কি করতে বলি? দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে তুমি নিজে এবার সেই কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর; সপ্তদুর্গার অস্তিত্ব ধরাবক্ষ হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ক'রে দাও।

নসেরিৎ। এটা তোমাদের নারীজনোচিত রীতি হতে পারে বটে, কিন্তু রাজনীতি নয়।

মেহের। সম্রাট্, তুমি তোমার বেগমকে নারী ব'লে উপহাস করতে শিখেছ, এটা কি তোমার পক্ষে বড়ই গৌরবের কথা? বিনাশকালে মানুষের এমনি বিপরীত বুদ্ধিই হয়। জিজ্ঞাসা করি, যাঁর পেট থেকে এত রাজনীতি জ্ঞান নিয়ে জন্মেছ, তোমার সেই মা নারী ছিলেন, না পুরুষ?

নসেরিৎ। মেহের, আবার বলছি, তুমি তোমার আপনার জায়গায় গিয়ে নিজের কাজে মন দাও। বৃথা কেন এখানে আমার সময় নষ্ট করছ?

মেহের। সম্রাট্, আমি তোমার প্রধানা বেগম—পাটরাণী। তুমি যে তোমার পৈতৃক সিংহাসন কাফেরের হাতে সঁপে দেবে, আর আমি পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব, এমন কথা কখনই মনে স্থান দিও না। তোমার যাতে চৈতন্য হয়, তার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

নসেরিৎ। ভাল, তুমিই না হয় আমার স্থানাপন্ন হয়ে গৌড়দেশ শাসন কর।

মেহের। তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই তুমি লক্ষ সৈন্য নিয়ে সেই কাফেরের বিরুদ্ধে যাত্রা কর।

নসেরিৎ। কাফের—কে কাফের?

মেহের। কে কাফের? যে তোমার সমগ্র বাহিনী বন্দী ক'রে রেখেছে, সেই গণেশনারায়ণ।

নসেরিৎ। ভাল, সেই কাফেরের তুমি কি করতে চাও?

মেহের। তাকে সবংশে নিহত কর।

নসেরিৎ। ফল?

মেহের। অক্ষয়-স্বর্গ। বিশ্বাস না কর, কোরাণ শরিফ খুলে দেখ।

নসেরিৎ। কিন্তু ক'জনকে হত্যা করবে? এই বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কাফের আছে।

মেহের। যত পার, তত হত্যা কর।

নসেরিৎ। মেহের, আমার অনন্ত নরক হয় হোক, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে অক্ষম; কেন-না, আমি বিশ্বাস করি যে, এই হিন্দুর দেশে ভালবাসা দিয়ে হিন্দুর হৃদয় জয় না করলে, শুধু পৈশাচিক বলে মুসলমানের রাজশক্তি কখনও অক্ষুন্ন থাকতে পারে না। হিন্দু আর মুসলমান একই খোদার সৃষ্ট জীব। হিন্দুধর্ম্মই বল, আর মুসলমানধর্ম্মই বল, সকলেরই উদ্দেশ্য খোদাকে লাভ। উভয়ের পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গন্তব্যস্থান একই। এমন অবস্থায় শুধু কাফের ব'লে হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আর আত্মহত্যা করা, এ দুয়ের মধ্যে আমি কিছুমাত্র প্রভেদ দেখি নে।

মেহের। সম্রাট্, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তুমি পাঠানের অর্জ্জিত গৌড়ের শাসনদণ্ড অচিরে কাফেরের হাতে বিসর্জ্জন দেবে।

নসেরিৎ। মেহের, আমি হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভেদজ্ঞান করি নে। মুসলমানকে যেমন ভালবাসি, হিন্দুকেও তেমনি ভালবাসি। এ যদি উন্মত্ততার লক্ষণ হয়, তবে আমি ঘোর উন্মাদ। তুমি শুনতে চাও, কেন আমি পাঠানবাহিনীর পরাজয়ের পরও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, শোন তবে, আমি সপ্তদুর্গেশ্বর মহারাজ গণেশনারায়ণকে প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধতে চাই, তাই আমি তাঁর বন্ধুত্ব ভিক্ষা ক'রে তাঁর কাছে দ্রুতগামী দূত পাঠিয়েছি। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি মেহের বিন্দুমাত্র রক্তপাত না ক'রেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমার পত্র পাঠমাত্রই গণেশনারায়ণ আমার সমস্ত সৈন্যকে সসম্মানে মুক্ত ক'রে দেবেন। নিশ্চয় জেনো মেহের, যে হিন্দু বীরের জাতি; বীরত্বের তারা কখনই অমর্য্যাদা করবে না।

মেহের। তোমার কথা শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। সম্রাট্, তুমি পাঠানের উন্নত শির আজ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে।

নসেরিৎ। ভুল মেহের, সম্পূর্ণ ভুল। আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে যাচ্ছি, এতে পাঠানের সম্পূর্ণ মঙ্গলই হ'ব; আর আমার নিজের সিংহাসনও যে এতে নিরাপদ হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই হিন্দুর দেশে আপদে-বিপদে হিন্দু ছাড়া পাঠানকে আর কে সাহায্য করবে মেহের? তুমি নিশ্চয় জেনো, এই সিংহাসন নিয়ে একদিন আমারই আপনার জন আমার মাথায় কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হবে; তখন বীর গণেশনারায়ণ যে আমার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা সম্পূর্ণই রক্ষা করবে, একথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।

মেহের। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, আর উৎসন্ন যাবার রাস্তা তৈয়ার কর।

নসেরিৎ। ভগবানের রাজ্যে থেকে মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না। আমি হিন্দুকে ঠিক মুসলমানের মতই ভালবাসব। এতে যদি আমায় উৎসন্নই যেতে হয়, তবে আমি উৎসন্ন যেতেই রাজী। কিন্তু আবার তোমায় আমি বলছি মেহের, যে, হিন্দুর হৃদয় জয় করতে না পারলে ভারতে মুসলমানের কল্যাণ নেই। তুমি আমাকে উন্মাদই বল আর যাই বল, আমি যেন খোদার কাছ থেকে তাঁর দিব্য বাণী শুনতে পাচ্ছি যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনেই ভারতের জীবন, বিচ্ছেদে মৃত্যু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সপ্তদুর্গ—গণেশনারায়ণের শয়নকক্ষ

গণেশনারায়ণ ও ত্রিপুরেশ্বরী

ত্রিপুরা। মহারাজ, আজ সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তোমার দেখা পাইনি।

গণেশ। না পাবারই কথা ত্রিপুরা। আজ সমগ্র রাজধানী বিজয়োৎসবে মত্ত। রাজপথে পিপীলিকার মত সারি সারি লোক; সকলেই একবার তাদের মহারাজ এবং চারঘাটবিজয়ী বীরদের দেখবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। পূজা-অর্চ্চনা, বাদ্যভাণ্ড, শোভাযাত্রা, সর্ব্বোপরি

সৈনিকদের বিজয়যাত্রা যাতে সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছে।

ত্রিপুরা। আমিও সারাদিনের মধ্যে একতিল জিরুতে সময় পাইনি মহারাজ। মা ভবানীর মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজো হোম ভোগ এবং ব্রাহ্মণ সধবা কুমারী ও কাঙালী ভোজন করিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে আমি বাড়ীতে ফিরে এসেছি।

গণেশ। তা বেশ করেছ।

ত্রিপুরা। মহারাজ, একটা কথা শুনলুম?

গণেশ। কি ত্রিপুরা?

ত্রিপুরা। গৌড়সম্রাট নসেরিৎ শাহ্ না কি আমাদের বন্ধুত্ব ভিক্ষা ক'রে পত্র লিখেছেন।

গণেশ। হ্যাঁ। আমিও মনে করছি, তাঁর প্রসারিত হস্ত আমি সম্পূর্ণ প্রীতিভরেই গ্রহণ করব।

ত্রিপুরা। কিন্তু এখন তোমার বন্ধুপাতানোর সময় নয় মহারাজ। পরাজিত হ'য়ে অনেকেই অমন বন্ধুত্ব ভিক্ষা ক'রে থাকে। তুমি এখন বিজয়ী, সে বিজিত। এই বিজয়ী সেনা নিয়ে যদি অবিলম্বে গৌড় আক্রমণ কর, মুহূর্ত্তে রাজধানী তোমার পদানত হবে। শুভ মুহূর্ত্ত বয়ে যায় মহারাজ, আর বিলম্ব করো না, প্রভাতেই রাজধানী আক্রমণের ব্যবস্থা কর। নইলে যদি শুভ মুহূর্ত্ত অতীত হয়ে যায়, জন্ম জন্ম চেষ্টা করলেও হয়ত বাংলার দাসত্বশৃঙ্খল আর উন্মুক্ত হবে না।

গণেশ। সবই ত বুঝি ত্রিপুরা, কিন্তু পরাজিত বীরের সন্ধিভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা যে ক্ষাত্রধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ত্রিপুরা। মহারাজ, যাদের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনের জন্য এত ব্যস্ত

হয়েছ, তারা কি তোমাদের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করেছিল? জিজ্ঞাসা করি, মহম্মদ ঘোরীর দ্বারা পৃথ্বীরাজের পরাজয় কি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে হয়েছিল?

গণেশ। অতীতের বেদনাময় স্মৃতি নূতন ক'রে তুলে আর কোন লাভ নেই ত্রিপুরা। বিশেষ পাঠানেরা রাজ্য জয় করবার পর এই দেশেই বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের আর কোনই প্রভেদ নেই। এমন অবস্থায় শুধু পুরাতন অত্যাচারের প্রতিশোধ-কামনায় নূতন ক'রে কলহের বীজ বপন করা আমি মোটেই সঙ্গত বলে মনে করি নে।

ত্রিপুরা। তাই বুঝি তুমি পাঠান-শক্তিকে গৌড়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখতে সাহায্য করবে?

গণেশ। হ্যাঁ। যখন হিন্দু আর পাঠানের স্বার্থে কোন প্রভেদ নেই, তখন হিন্দুই হোক আর পাঠানই হোক, যে ন্যায় দণ্ডে দেশ শাসন করবে, প্রজামাত্রেরই তাকে সমর্থন করা কর্ত্তব্য। শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে বিপ্লবের সৃষ্টি করা দেশের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর।

ত্রিপুরা। উত্তম কথা। তাহ'লে পাঠানের হাতেই যে দেশের শাসনদণ্ড থাকতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই। যে রাজ্য শাসনের সবচেয়ে উপযুক্ত, সে-ই দেশের রাজা হবে।

গণেশ। এ অতি উত্তম যুক্তি বটে; কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ত্রিপুরা। কঠিন কিছুই নয় মহারাজ। প্রজাবৃন্দ স্বেচ্ছায় যার মাথায় মুকুট দেবে, সে-ই দেশের রাজা হবে।

গণেশ। কিন্তু বাহুবলে সিংহাসন জয় ক'রে কি পাঠান সম্পূর্ণ অধিকার প্রজাদের হাতে ছেড়ে দেবে? এমন ত আমার মনে হয় না।

ত্রিপুরা। তবে কেন আর বৃথা ন্যায়ের কথা তোল মহারাজ? যে বাহুবলে দখল করতে পারে সিংহাসন তারই হোক। আর ভারতের শাসনদণ্ডে হিন্দুরই বংশগত উত্তরাধিকার। পাঠানই বরং হিন্দুর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, হিন্দু পাঠানের কিছুই নেয় নি। এমন অবস্থায় হিন্দু যদি তার পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করতে চায়, তবে কে তাকে অন্যায় বলবে মহারাজ? বরং তা না ক'রে বসে থাকাটাই ঘোর কাপুরুষের কাজ বলে গণ্য হবে।

গণেশ। কিন্তু গৌড়-বাদশার বন্ধুত্ব কি উপেক্ষার জিনিষ?

ত্রিপুরা। তা না হতে পারে। কিন্তু আগে এই বন্ধুত্ব কোথায় ছিল? যখন গৌড়সম্রাট্ ভয় দেখিয়ে পত্র দিয়েছিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে কুমারকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য গৌড়ে পৌঁছে দিয়ে না এলে তিনি সপ্তদুর্গার চিহ্নই রাখবেন না; রাজপরিবারের সকলকে বজরায় পুরে পদ্মায় ডুবিয়ে দেবেন; তখন সে-সব কি বন্ধুত্বের পরিচয় ব'লে মনে করেছিলে? মহারাজ, এত অপমানেও তোমাদের লজ্জা হয় না? কেন হঠাৎ আজ তুমি বন্ধুত্বের জন্য লুব্ধ হ'লে?

গণেশ। অনবরত যুদ্ধে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি সবই নষ্ট হয় ত্রিপুরা।

ত্রিপুরা। মহারাজ, আজ কিসের জন্য শান্তির প্রতি তোমার এত আগ্রহ? একটা যুদ্ধেই তোমরা এত অবসাদগ্রস্ত হ'লে যে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের প্রাণে আর উত্তেজনার সৃষ্টি করে না? এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

গণেশ। উত্তেজনা হ'লেই তারপর অবসাদ অনিবার্য্য ত্রিপুরা। একটা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি ক'রে কোনই লাভ নেই, তা মানুষের জীবনেই হোক আর জাতির জীবনেই হোক।

ত্রিপুরা। কিন্তু শান্তির প্রতি এই অযথা আগ্রহ, এই ভীরুতা, এই কাপুরুষতা, এই অপদার্থতা তোমার পক্ষে ঘোর লজ্জার কথা। সিংহ হয়ে আজ শৃগালকে দেখে ভয় পাচ্ছ। শান্তি? এত শান্তিতেও তোমাদের তৃপ্তি হয় নি? শান্তির বিনিময়ে একটা জাতির ইহ-পরকাল পাঠানের পায়ে বলিদান! বিনা রক্তপাতে দেশের সিংহাসন বিদেশীর হাতে সমর্পণ! তারপর এই পুরুষানুক্রমিক দাসত্ব, অত্যাচার, অবিচার—এ সবই ত শান্তির বিনিময়ে লাভ করেছ। খুব শান্তি ভোগ কর মহারাজ!

গণেশ। এর জন্য শুধু আমাকে দোষ দিলে কি হবে ত্রিপুরা? এ সমস্তই আমাদের জাতির মহাপাপের ফল।

ত্রিপুরা। বেশ, তোমরা সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

গণেশ। প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করব, তবে শান্তিপূর্ণভাবে।

ত্রিপুরা। অর্থাৎ খুব লম্বা লম্বা দরখাস্ত লিখে, না?

গণেশ। দরখাস্ত না লিখেও অনেক বড় বড় কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা যায়।

ত্রিপুরা। হাঁ, তা যায় বই কি; বাদশার সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রে, অর্থাৎ ভগ্নী-কন্যা-মা-মাসী প্রভৃতিকে উপঢৌকন দিয়ে। ছিঃ মহারাজ! তোমাদের কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না? এই যে একটা বিরাট মিথ্যার কাছে এমন ক'রে আত্মবলিদান করছ, এতে তোমাদের ধমনীর রক্তরাশি কি তপ্ত তেলের মত ফুটে উঠবে না? মহারাজ! এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয় যে, যা ইচ্ছা তাই করবে। একটা জাতির ইহ-পরকাল এরই উপর নির্ভর করে।

গণেশ। সবই ত বুঝি ত্রিপুরা; তবু কি জানি কেন মনে হয়, ভারতের মুক্তি হিংসায় নয়, অহিংসায়; পশুবলে নয়, প্রেমের বলে।

মনে হয়, ভারতের প্রিয় বস্তু পশুবলার্জ্জিত তুচ্ছ জড় পদার্থের সিংহাসন নয়, বিশ্বমানবের হৃদয়রাজ্যের সিংহাসন। আমি সম্পূর্ণ আত্মহারা ত্রিপুরা, আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—অতিথিভবন-প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্পোদ্যান

আস্‌মানতারা একখানা বেঞ্চের উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন

আস্‌মান। (স্বগত) আজ এক পক্ষ অতীত হ'ল, আমরা সপ্তদুর্গায় মহারাজ গণেশনারায়ণের বন্দী। কৈ, এত দিনের মধ্যেও ত কাকা আমাদের উদ্ধারের জন্য সৈন্যদল পাঠালেন না? পিতা আমার দিনরাত এতই ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন যে, তাঁকে দেখে দুঃখে আমার অন্তঃকরণ ফেটে যাবার উপক্রম হয়। সর্ব্বক্ষণই তিনি কত কি ভাবেন। মা'র মৃত্যুর পর হতেই তাঁর মনোকষ্টের সীমা নেই; তারপর এই পরাজয় আর বন্দীত্বের অপমান পিতার কঠিন হৃদয়ও ভেঙে একেবারে চূরমার ক'রে দিয়েছে। মহারাজ গণেশনারায়ণ আমাদের সোনার পিঞ্জরে রেখেছেন; তাঁর সুবৃহৎ অতিথিভবন আমাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু যে বন্দী, তার পক্ষে সোনার পিঞ্জর আর লোহার পিঞ্জরে প্রভেদ কি? পিতা আমার মনের দুঃখে সকালে বিকালে একটু হাওয়া খাবার জন্যও ঘরের বার হতে চান না। আজ কত ক'রে বলে তবে তাঁকে হ্রদের ধারে একটু বেড়াবার জন্যে পাঠিয়েছি। তাঁর ফিরতে দেরী দেখে মন যেন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। একাকী ব'সে ব'সে আর কিছুই ভাল লাগছে না। দেখি একটা গান গাই।

আস্‌মানের গীত

আমার প্রাণে-মনে জড়িয়ে থাক
(তোমার)　গানের মাঝে অচিন ক'রে
　　সদা মোরে লুকিয়ে রাখ।
আজি এই রঙীন সাঁঝে
আমার এ হিয়া মাঝে
স্বপনেরি সোহাগ ছানি
　　ও রূপের মাধুরী আঁক।
কেন ঐ গোপনপুরে
আছ গো দূরে দূরে
হরষের আভাস হানি
　　নিতি নিতি কাঁদিয়ো নাক।

(উদ্যানের একপার্শ্বে নীরবে যদুনারায়ণের প্রবেশ)

যদু। (স্বগত) আ মরি মরি কি সুন্দর রূপ, আর কত সুন্দর ঐ স্বরলহরী। জানি না এ অপার্থিব রূপরাশি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ আলোকিত করবে। যবনের গৃহে এমন রূপ হয়, তা তো কখনও জানতাম না। আজ আমার চক্ষু সার্থক যে, এই স্বর্গীয় সুষমারাশি দেখতে পেয়ে ধন্য হলাম, কর্ণ সার্থক যে, এই অপ্সরোবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠের স্বরলহরী শুনে প্রাণমন পুলকিত করলাম। কিন্তু এ ভাবে দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না, বড় দূর, আরও ভাল ক'রে দেখি। (অগ্রসর হইয়া) হাঁ, এইবার মুখখানি আরও ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে। কি লাবণ্য, কি জ্যোতিঃ, কি সৌন্দর্য্য, কি কমনীয়তা ঐ মুখে বিরাজ করছে। যেন একটি পদ্মফুল ফুটে আছে;

গন্ধে তীব্রতা নাই; বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই প্রীতিকর; দেখলেই প্রাণমন বিমোহিত হয়। ভগবানের কি অবিচার; এমন অনাঘ্রাত বন্য কুসুমটি বনেই ফুটে রইল, বুঝি বনেই এম্‌নিভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে শেষে অকালেই ঝরে পড়বে। না, আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। (নিকটে গিয়া) শাহ্‌জাদী! এ ভাবে একাকিনী আপনার উদ্যান-ভ্রমণ নিরাপদ নয়। আপনার পিতা কোথায়? তাঁর সঙ্গেই কেন আপনি বেড়াতে বার হন নি?

আস্‌মান। কে আপনি?

যদু। আমি সপ্তদুর্গার যুবরাজ—যদুনারায়ণ।

আস্‌মান। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান? তিনি হ্রদের ধারে বেড়াতে গিয়েছেন; সময়ান্তরে এলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

যদু। না, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আমার প্রয়োজন নেই।

আস্‌মান। তবে হুকুম করুন, আপনার কি আজ্ঞা অধিনী পালন করতে পারে?

যদু। শাহ্‌জাদী, আপনি কেন এত সঙ্কুচিত ভাবে কথা বলছেন? আপনারা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিশেষ কোন কাজে আমি আসিনি। তবে দেখলাম আপনি একাকিনী উদ্যান-ভ্রমণ করছেন, তাই আপনাকে একটু সাবধান করবার জন্য আমি হঠাৎ এস্থানে এসে পড়েছি।

আস্‌মান। এ আপনার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

যদু। না শাহ্‌জাদী, এতে মহত্ত্বের কথা কিছুই নেই। যাক, আপনি এখন ঘরে যান, আমিও ফিরে যাই।

আস্‌মান। আবার কখনও আসবেন কি?

যদু। জানি না। বিশেষ তোমরা আমাদের রক্ষণীয়া। এ ভাবে

তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তা ছাড়া তোমার পিতাই বা এরূপ সাক্ষাতে অনুমতি দেবেন কেন?

আস্‌মান। অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না; কারণ আমি এখন বয়স্থা; আমার মনের উপর পিতা চিরকাল প্রভুত্ব করতে পারবেন না। আব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেই বা কে জিততে পারে কুমার?

যদু। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না শাহ্‌জাদী। যাক, তোমার বাবা বোধ হয় এখন বাসায় ফিরবেন, আমি এখন বিদায় হই।

(প্রস্থান)

আস্‌মান। (স্বগত) একি, আশ্চর্য্য মনোভাবের পরিবর্ত্তন! এই ক্ষণেকের জন্য দেখা, এরই মধ্যে শরীর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সত্যই কি আমি আমার মনের উপর প্রভুত্ব হারালাম?

(আজিমের প্রবেশ)

আজিম। আস্‌মান!

আস্‌মান। কি বাবা?

আজিম। তুমি ত কখনও এখানে একাকিনী আসতে না; আজ কি প্রয়োজনে এসেছিলে মা?

আস্‌মান। একাকিনী ঘরের ভিতরে থেকে আমার ফাঁপর ঠেকে আসছিল বাবা। তাই একটু খোলা বাতাস পাবার জন্য বাগানের মধ্যে গিয়ে বেঞ্চখানার উপর একটু বসেছিলাম।

আজিম। উদ্যানের প্রবেশপথে একটি যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। কে সে মা?

আস্‌মান। উনি রাজকুমার যদুনারায়ণ, আমাকে একাকিনী উদ্যান-ভ্রমণ করতে দেখে সাবধান করতে এসেছিলেন।

আজিম। আর কখনও এ ভাবে একাকিনী এস না মা। যদি তোমার বেড়াবার ইচ্ছা হয়, আমাকে বললেই আমি তোমার সঙ্গে আসব।

আস্‌মান। তাই করব বাবা। চল এখন ঘরে যাই, তোমার জলখাবার তৈরি ক'রে দিই গে।

আজিম। তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি।

আস্‌মান। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

আজিম। (স্বগত) ভগবান আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিয়ে গেলেন। আমার কন্যা বয়স্থা, অথচ আজও আমি তার বিবাহের আয়োজন করি নি। সুতরাং কন্যার মনে যদি কোনপ্রকার ভাবান্তর এসে থাকে, তবে তার জন্য তার অপেক্ষা আমার নিজের দায়িত্বই অনেক বেশী। মা আমার ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করেছে, অথচ তাকে কোন রকম সংযমশিক্ষা না দিয়েই অবিবাহিত অবস্থায় ফেলে রেখেছি। দোষ সম্পূর্ণই আমার নিজের। যদি সন্তানকে কঠোর সংযমে অভ্যস্ত না করা যায়, তবে বিবাহ দিতে দেরী করা আর পাপের প্রশ্রয় দেওয়া যে একই কথা তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাই হোক, এইবার আর বিবাহের দেরী করলে চলবে না। এই রাজকুমার যদুনারায়ণ যদি আস্‌মানকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তবে এ একটা সুবর্ণ সুযোগ বলতে হবে। বাংলায় পাঠান রাজবংশের কন্যার বিবাহ একটা বিষম সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে পাওয়া বড়ই দুষ্কর, অথচ রাজগৃহের চরম সুখের মধ্যে কন্যা লালিতপালিত হচ্ছে; সংযম কাকে বলে জীবনে তা মোটেই জানে না; দেখি যদি এই সুযোগে কার্য্যসিদ্ধি হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—চলনহ্রদের বাঁধা ঘাট

সোপানে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ

দীননাথ। বলি ওহে ভায়া! যা বলেছিলাম তাই হ'ল কি-না? আমার কথা কি আর মিথ্যা হবার জো আছে? অমন আমরা ঢের ঢের দেখেছি। বলি কত জলের কত মাছ তা কি আর আমাদের কাছে ছাপাতে পার? যতই ডুবে ডুবে জল খাও না কেন বাবা, এ দীনু চক্রবর্ত্তীর চোখ কিছুতেই এড়াবার জো নেই।

প্রাণনাথ। বলিহারী দাদা! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আর আমিও কিন্তু বরাবর ওই কথাই বলে আসছি। এখন বাবা ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় নেই; মুখ খুলেই বলছি। বলি কুমার বাহাদুর যা মজাটা লুটছেন, তাতে সত্যি বলতে কি দাদা, এই আমাদের মত বুড়োরও হিংসে হয়। বলি মোছলমান বাদশাজাদীর সঙ্গে পীরিত করা কি আর যা-তা? কুমার বাহাদুরের ভাগ্যের জোরটা বড় সাধারণ নয়।

কেদারনাথ। দাদার কথাগুলি যেন খাঁটি হীরেমাণিক। দাদা! একবার কুমার বাহাদুরের কাছে তদবির ক'রে দেখলে হয়, যদি একটা দিনের জন্যও ওঁর জায়গায় আমাকে একটিনি করতে দেন, তাহ'লে মোছলমানী রাজকুমারীর লাল ঠোঁট দুখানাতে ভাই একলাক-একটা চুমো না দিয়ে জলটুকু পর্য্যন্ত খাই না।

দীননাথ। বলি উচ্ছিষ্ট যে হে।

প্রাণনাথ। রেখে দাও দাদা তোমার ও-সব শাস্তর। ও-সব

মান্‌তে হয় পোড়াকপালী বিধবারা মানুক গে। দেখতে পাও না বিধবারা একাদশী ক'রে মরে, আর সধবাদের জন্তে সেদিন মাছ ভাতের ব্যবস্থা। তার পর এই ধর, যদি কারও কপাল পুড়িয়ে সোয়ামীটি ম'রে যান, অমনি সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে দেহপাত কর। আর পুরুষের যদি নিরানব্বই বছরেও স্ত্রী মরে অমনি আট বছরের একটি গৌরী এসে আঁধার ঘর আলো করে। তাই বলি শাস্ত্র, ওটা হচ্ছে ওই বিধবাদের জন্ম।

কেদারনাথ। তুমি দাদা বিধবাদের হয়ে অত ওকালতী করো না। বলি, অত গলাবাজী ত কচ্চ, তারপর এই ধর, বিধবারা যদি আমাদের দেখাদেখি ষোল বছরের কাত্তিকের সঙ্গে পীরিত আরম্ভ ক'রে দেয়, তাহ'লে মুখ বদলাবে কি ক'রে? সব পালপার্ব্বন আর ব্রতনিয়মের কথা তাহ'লে কি আর শুনতে পাবে? বাড়ীতে দুবেলা গিন্নী মাগীর পুঁইচচ্চড়ী ছাড়া আর কপালে অন্ম কিছু জুটে উঠবে না।

দীননাথ। সে কি ভায়া? বলি তোমার গৃহিণী কি একাদশী করা আরম্ভ করেছেন না কি? এই চলনবিলের মধ্যে বাড়ী; আসল কই আর চিংড়ী মাছের জায়গা। এখানে যদি বেচারীর কপালে মাছ না জোটে, তাহ'লে ভায়া তুমি বেঁচে থাক্‌তেই তাঁর কঠোর বৈধব্য দশা চলছে। আহা বেচারীর জন্ম একটু আপশোষ না ক'রে থাকা যায় না।

প্রাণনাথ। লাখ কথার এককথা বলেছ দাদা। তা হবে বই কি। ভায়া আমার মোছলমানীর অধরমধু পান করবার জন্যে যে রকম পাগল হয়ে উঠেছে তাতে কি আর ওর চল্লিশ বছরের গৃহিণী দেখে মন ওঠে? কাজেই সে বেচারী ও বেঁচে থাকতেই একাদশী করতে আরম্ভ করেছে।

কেদারনাথ। সত্যি কথা বলতে গেলে এক রকম তাই বলতে হয়

বটে। দাদা তোমরা জান, আমি কখনও মিথ্যার ধার দিয়েও যাই না। বলব কি দাদা, এই সন্ধ্যার সময়েই যদি কোন দিন ইচ্ছা করে একটু বেড়াতে বার হই, তা হ'লে গিন্নী মাগী রেগে একেবারে টর হয়ে থাকে। বাড়ীতে গিয়ে দেখি মুখখানা একেবারে হাঁড়ীর মত। অর্দ্ধেক রাত সাধ্যসাধনাতেই কেটে যায়। সাধে কি আর আট বছরের জন্যে আকুল হই।

দীননাথ। তা হ'লে এস সবাই মিলে এক কাজ করা যাক। আমরা সকলেই একটি ক'রে আট বছরের গৌরী জুটিয়ে নি।

কেদারনাথ। তা হ'লে কিন্তু দাদা ওরা আমাদের কুশপুত্তলিকা দাহ না ক'রে ছাড়বে না।

দীননাথ। আমি বলি, আমরা একদিকে গৌরী নিয়ে পড়ে থাকি, আর ওরা আর একদিকে কার্ত্তিক নিয়ে পড়ে থাকুক। কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া নেই, কি বল ভায়া?

প্রাণনাথ। ঠিক বলেছ দাদা। তা আপত্তিই বা কি? স্বয়ং যুবরাজই যখন রাস্তা দেখাচ্ছেন, তখন আমরা করলেই বা দোষ হবে কেন?

কেদারনাথ। দোষ হয় কি-না দেখা যাবে। মহারাজকে তোমরা না মর্দ্দ মনে কর না। ব্যভিচার দেখলে উনি কখখনো সহ্য করবেন না। তা যুবরাজই হন, আর ক্ষুদ্র প্রজাই হন।

দীননাথ। মহারাজের কথা বলতে গেলে ভায়া তুমি যা বলছ তা অবিশ্যি বলতে হয়। এমন রাজা বড় একটা হয় না। মহারাজের প্রতাপে বাঘ-ছাগলে একঘাটে জল খাচ্ছে।

প্রাণনাথ। আর দুর্গাচরণকেই তুমি কম মনে কর না কি? চারঘাটের যুদ্ধটা এক তুবড়ীতে জিতে ফেললে। বাদশার অত সৈন্য-

সামন্ত সব এক ডুব্‌ড়ীতে ফুস্‌। এখন আজিম শা আর তার কন্যা সপ্তদুর্গায় বন্দী।

কেদারনাথ। বলি তা না হ'লে কি আর যুবরাজের ভাগ্যে মাখন-মিশ্রী জুট্‌ত?

দীননাথ। তা জুটেছে বটে, কিন্তু ভায়া ও-শুধু মাখন-মিশ্রী নয়, সঙ্গে কোর্ম্মা-কাবাবও আছে। হজম হবে ব'লে বিশ্বাস হয় না, শেষে রাজযক্ষ্মা না হয়।

প্রাণনাথ। আমারও তাই মনে হয় দাদা। বলি মোছলমানী হজম করা কি-আর সহজ কথা? ও আলোচাল-খাওয়া বাম্‌নে ধাতের কর্ম্ম নয়; রীতিমত মুর্গীর ধাত হওয়া চাই।

কেদারনাথ। তা আশ্চর্য্যও নয়। মহারাজ যে রকম পাগলা গুরুর পাল্লায় পড়েছেন, তাতে ছোকরাদের ত কথাই নাই, আমাদের মত বুড়োরও ঢের ভয়ের কারণ আছে। আমি ত ভেবেই মরি, কখন আমাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে ওঁর ব্রহ্মচর্য্য মঠে ভর্ত্তি ক'রে দেন। তা হলেই ভাই গিয়েছি আর কি। এই বুড়ো বয়েসে একটি বেলা মাছের ঝোল না পেলে দুনিয়া অন্ধকার দেখি, এখন যদি আমাদের আলোচাল আর কাঁচকলা খেতে হয়, তাহ'লে ভাই দুদিনেই শুকিয়ে একেবারে মারা যাব।

প্রাণনাথ। অমন অলক্ষণে কথা ব'ল না দাদা। একেই ত গিন্নীর মানভঙ্গ করতে করতে জ্বালাতন,তাতে যদি আবার আমাদের মঠে যাবার কথা শোনে, তাহ'লে গালের চোটে একেবারে ভূতছাড়া ক'রে দেবে।

কেদারনাথ। শুধু গাল দিয়ে গেলে ত সাত পুরুষের ভাগ্যি ব'লে মনে করতাম। আমার গিন্নী কি আর তাহ'লে ঝাঁটাপেটা না ক'রে ছাড়বে; চুন হলুদ গায়ে মেখে তবে বাড়ী ঢুকতে হবে।

দীননাথ। এ দিকে যে খিদের জ্বালায় পেট তাঁ-তাঁ করছে। এখন কি আর গালগল্প ভাল লাগে; এস, আজকের মত আসর ভেঙে দেওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—গণেশনারায়ণের দরবারগৃহ

মহারাজ গণেশনারায়ণ সিংহাসনোপরি এবং পাত্রমিত্রগণ
চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট; সম্মুখে রাজকুমার যদুনারায়ণ
নতমস্তকে দণ্ডায়মান

গণেশ। যদুনারায়ণ!

যদু। পিতা!

গণেশ। এখন আমার সঙ্গে তোমার পিতাপুত্র সম্বন্ধ নয় যদুনারায়ণ। আমি রাজ্যের বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর তুমি আমার নিকট অভিযুক্তরূপে দণ্ডায়মান। সুতরাং তুমি আমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন করতে পার, কিন্তু পিতা ব'লে নয়।

যদু। মহারাজ!

গণেশ। তুমি কি কোন নারীর অমর্য্যাদা করেছ?

যদু। কোন্ নারীর মহারাজ?

গণেশ। কোন নারীর?

যদু। না মহারাজ।

গণেশ। তবে তুমি অতিথিভবন প্রাসাদের উদ্যানে কি উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিলে ?

যদু। আমি রাজপথ অতিক্রম করবার সময় দেখতে পেলাম যে, আজিম শা'র কন্যা শাহ্‌জাদী আস্‌মান একাকিনী উদ্যানভ্রমণ করছেন। এ কাজ তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয় মনে ক'রে আমি তাঁকে সাবধান করবার জন্য সেই উদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম।

গণেশ। এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু এ ব্যতীত তোমার মনে কি কোন কুঅভিপ্রায়ের উদয় হয়েছিল ?

যদু। (নীরব রহিলেন)

গণেশ। (কঠোর স্বরে) যদুনারায়ণ !

যদু। মহারাজ !

গণেশ। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

যদু। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না মহারাজ।

গণেশ। রাজমহিষী স্বয়ং এর অনুসন্ধানের জন্য আস্‌মানতারার নিকট গিয়েছিলেন, তা তুমি জান ?

যদু। না মহারাজ।

গণেশ। আস্‌মান মহিষীর নিকট কি সাক্ষ্য দিয়েছে জান ?

যদু। না মহারাজ।

গণেশ। শোন তবে। আস্‌মান বলেছে যে, তুমি তার রূপমুগ্ধ হয়ে উদ্যানে প্রবেশ করেছিলে।

যদু। (নীরব রহিলেন)

গণেশ। নীরব রইলে যে যদুনারায়ণ ? এর কি উত্তর দিতে চাও ?

যদু। আমি এর উত্তর দিতে অক্ষম মহারাজ।

গণেশ। অর্থাৎ তুমি অপরাধ স্বীকার করছ ?

যদু। (নীরব রহিলেন)।

গণেশ। প্রশ্নের উত্তর দাও যদুনারায়ণ; নইলে সিংহাসন-অমর্য্যাদার অপরাধে আমি তোমাকে কঠিন দণ্ড দেব।

যদু। মহারাজ, আমি সে উদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম এবং শাহ্জাদীর সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, তবে আমাকে যে দণ্ড ইচ্ছা দিন।

গণেশ। অবশ্য তোমাকে দণ্ড দিব; সামান্য দণ্ড নয়, খুব কঠিন দণ্ড দিব।

যদু। মহারাজ, ন্যায়ের অবতার—

গণেশ। সে-কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, যদু। আমার নিজের কর্ত্তব্য পালন কি ক'রে করতে হয় তা আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি; নইলে তোমার পিতা হয়ে আজ তোমাকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত করতাম না। তোমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। স্বয়ং আজিম শাহ্ এ কথা আমার কর্ণগোচর করেছেন; তারপর রাজমহিষী স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। আর তোমার নিজের কথাবার্ত্তায় তুমি যে দোষী, তা বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। সুতরাং রাজ-ধর্ম্মানুসারে আমি তোমাকে দণ্ড দিতে বাধ্য। রাজ্যের যুবরাজ হয়ে তুমি রক্ষণীয়া নারীর অমর্য্যাদা করেছ; সুতরাং তোমার অপরাধের গুরুত্ব দ্বিগুণ বেশী হয়েছে।

জীবন। মহারাজ, রাজকুমারকে অভিযুক্ত করবার সংবাদ শুনে অবধি রাজপুত্রবধূ অন্নজল ত্যাগ ক'রে দিনরাত্রি কেবল কান্নাকাটি করছেন।

গণেশ। জীবন, রাজপুত্রবধূকে সংবাদ দাও, তিনি অশুভ সংবাদের

জন্য প্রস্তুত হ'ন। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মে তাঁর স্বামী যবনীতে আসক্ত। ছিঃ! এর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা উচিত কি-না, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করছি।

জীবন। মহারাজ, আপনি ন্যায়ের অবতার; লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিবেন না।

গণেশ। জীবন, একে তুমি লঘু পাপ বলে মনে কর? তারা আমাদের বন্দী, সুতরাং তাদের জীবন ও মানসম্ভ্রম রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্বই আমাদের। এ অবস্থায় যে সেই বন্দীর অমর্য্যাদা করে তাকে আমি রাজদ্রোহী ব'লে মনে করি।

(বেগে নবকুমারীর প্রবেশ)

নবকুমারী। পিতা, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—

(সিংহাসনতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

গণেশ। জীবন, শীঘ্র পরিচারিকাদের ডেকে আন; তারা সত্বর এসে রাজপুত্রবধূকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাক্।

জীবন। যে আজ্ঞা মহারাজ। **(প্রস্থান)**

দুর্গাচরণ। মহারাজ, কুমারকে দণ্ডিত করলে রাজপুত্রবধূর জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে।

গণেশ। দুর্গাচরণ, আমি নিজের পারিবারিক স্বার্থের জন্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারি নে। যে-দেশে মহারাজ রামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গলার্থে তাঁর সতীসাধ্বী রাণী সীতাদেবীকে পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন; সেই দেশে জন্মে আমি ব্যক্তিগত কারণে রাজ্যের মঙ্গল কখনই বলি দিতে পারব না।

(পরিচারিকাগণসহ জীবনচন্দ্রের প্রবেশ ও তাহাদের দ্বারা নবকুমারীকে লইয়া প্রস্থান)

দুর্গাচরণ। যতদূর সম্ভব লঘু দণ্ড দানেই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় মহারাজ।

গণেশ। তাই বটে; কিন্তু এ কথাও সত্য দুর্গাচরণ, যে, নারীর অপমান অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। যে-ব্যক্তি মাতৃজাতির অপমান করতে পারে, তাকে মানুষের মধ্যে গণ্য না ক'রে হিংস্র পশুর মধ্যে গণ্য করা উচিত। তাকে মানবের সংস্পর্শ থেকে অতি সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দুর্গা। মহারাজ, রাজকুমার অপরাধী হ'লেও সামান্য লোক নন। তিনি আপনার বংশধর—এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তাঁর প্রতি এমন দণ্ড বিধান করুন যাতে ন্যায়ের এবং রাজবংশের মর্য্যাদা উভয়ই রক্ষিত হয়।

গণেশ। যদুনারায়ণ, তোমার অপরাধ যেরূপ গুরুতর তাতে তোমাকে শূলে দিলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হত। কিন্তু তোমাকে অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই অতিশয় লঘু দণ্ড দিলাম। তুমি শ্রীভবানীপুরে পাঁচ বৎসর কাল মা-ভবানীর মন্দিরে তপস্যারত হয়ে থাকবে। রাজগুরু শ্রীশ্রীকালিকানন্দস্বামী তোমার জন্য সমুদয় আবশ্যক ব্যবস্থা করবেন। তুমি ভক্তিযুক্ত হয়ে অনুক্ষণ তাঁর আদেশ পালন করবে। আর মুহূর্ত্তকাল তুমি রাজধানীতে থেক না। (দুর্গাচরণের প্রতি) দুর্গাচরণ, একে এই মুহূর্ত্তেই রাজগুরুর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—রাজ-অন্তঃপুর

নবকুমারী ও মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরী

ত্রিপুরা। বউমা, এমন ক'রে দিনরাত কাঁদলে শরীরই বা কেমন ক'রে টিকবে, আর সংসারই বা কি ক'রে চলবে? তোমার কি আর এমন অধীরা হ'লে চলে? ও-সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে নিজের শরীরের দিকে মন দাও, সময়মত নাও খাও, যাতে শরীরটা শীগগীর শুধ্‌রে যায়।

নব। এ অবস্থায় কি নাওয়া-খাওয়া যায় মা? রাজ্যের যুবরাজ হয়েও উনি সাধারণ কয়েদীর মত প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত হলেন আর বাবা নিজে ওঁকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। স্বামী ছাড়া হয়ে থেকে নারীর সংসারে কি সুখ আছে মা? আজ আমি রাজপুত্রবধূ হয়েও একজন সামান্যা ভিখারিণীর চেয়ে অধম। কোন্ প্রাণে নিজের শরীর নিয়ে থাকব মা!

ত্রিপুরা। বউমা, তুমি বীরকন্যা এবং বীরপুত্রবধূ; তোমার মুখে এ কথা শুনব, এমন আশা কখনই করিনি। যদু যে-অপরাধে অপরাধী তাতে এ বংশের সঙ্গে তার আর কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়। অপরাধের তুলনায় তার দণ্ড অতি সামান্যই হয়েছে। একবার ভেবে দেখ দেখি, যে ব্রাহ্মণ হয়ে যবনীতে আসক্ত হয় এবং কারারুদ্ধা রাজনন্দিনীর অমর্য্যাদা করে, সে বংশের এবং রাজ্যের ঘোর শত্রু কি-না? তাকে কি আপনার জন ব'লে পরিচয় দেওয়া যায়? মা-ভবানীর ইচ্ছায় তুমি পুত্রের মা হয়েছ। এই রাজপুত্রের বিবাহ দেবার বেলায়

যদি লোকে অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে বলে যে, এই কুমারের পিতা যবনীতে আসক্ত হয়েছিল, তখন ও-সব জেনে-শুনে কে তোমার ঘরে কন্যা পাঠাবে মা!

নব। কিন্তু স্বামী বিনা যে নারীর জীবন একেবারেই বৃথা মা! এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল আমি কোন্ সুখে, কি নিয়ে এই সংসারে আবদ্ধ থাকব? আমাকেও শ্রীভবানীপুরে মা'র মন্দিরে পাঠিয়ে দাও মা। সেখানে থেকে দিনরাত প্রভুর সেবা করলে হয় ত তাঁর কষ্টের একটু লাঘব হতে পারে। হাজার হ'লেও তিনি রাজপুত্র—তোমারই গর্ভে জন্মেছেন। এই রাজরক্ত শরীরে নিয়ে কি তিনি বন্দিজীবনের কঠোরতা সহ্য করতে পারবেন? মা, একসঙ্গে দুটো প্রাণ নষ্ট হতে দিও না। অনুপের জন্য আমি মোটেই ভাবি না—তার জন্য তুমি রয়েছ। কিন্তু প্রভুর জন্য ত আর কেউই নেই মা? তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে মন্দিরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ত্রিপুরা। বউমা, বড়ই লজ্জার কথা যে, তুমি সামান্যা রমণীর মত বৃথা কেঁদে সংসারটা নষ্ট করতে বসেছ। যদু রাজদণ্ডে দণ্ডিত; সেটা তাকে ভোগ করতেই হবে। বিশেষ পাঁচ বৎসরকাল তপস্যারত হয়ে আত্মশুদ্ধি ক'রে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এর জন্য ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হয়ে ভবানীর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হতে হবে। তুমি সেখানে গিয়ে কেন তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবে মা? একটু বুঝতে শেখ। তুমি ত সামান্য ঘরের পুত্রবধূ নও। তোমাকে ধরিত্রীর মত সহনশীলা হতে হবে। তুমি এই সামান্য কষ্টকে কি কষ্ট ব'লে গণ্য কর?

নব। এর চেয়ে বেশী কষ্ট স্ত্রীলোকের আর কি হবে মা?

ত্রিপুরা। বীরজায়াদের এর অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট সইতে হয়। রাজস্থানের ইতিহাস পড়ে দেখ মা। সেখানে নারী দেশের জন্য কি

কঠোর, কি অপূর্ব্ব, কি মহৎ আত্মত্যাগই না করেছে। কত শত নারী তাদের পতিপুত্রকে অগ্নিময়ী বাণীতে প্রোৎসাহিত ক'রে দেশের জন্য মরণের কোলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছে। কত শত বীরনারীর পতিপুত্রের শোণিতে ধরিত্রীর বুকে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছে; কিন্তু কখনও তাঁদের চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও দেখা দেয় নি।

নব। আমি তা মিথ্যে বলছি নে মা, কিন্তু নারী চিরকালই নারী—। নারীজন্ম নিয়ে যদি কেউ স্বামীবিরহ সইতে অপারগই হয়, তবে তাকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত মা?

ত্রিপুরা। কিন্তু অপারগই বা কেন হবে মা? ভেবে দেখ দেখি, কি মহৎ বংশে তোমার জন্ম; কি মহৎ বংশের তুমি পুত্রবধূ। বিরহের হা-হুতাশ তোমার আদৌ শোভা পায় না মা। অনুপের শিক্ষার ভার তোমার উপর; তোমার ত অধীর হ'লে চলবে না।

নব। তবে রোজ ভবানীপুর থেকে তাঁর চরণামৃত এনে দেবার ব্যবস্থা কর মা। তাঁর চরণামৃত পান ক'রে আমি এই পাঁচ বৎসরকাল কোনরূপে জীবনধারণ করব। কিন্তু মা, অনুপের শিক্ষার ভার আমার উপর দিও না। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে; এ ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে আর রাজকুমারের শিক্ষার ভার নেওয়া চলে না। অনুপকে তুমিই শিক্ষা দিও।

ত্রিপুরা। না বউমা, তা হতে পারে না। তোমাকে যদুর একজোড়া খড়ম মাত্র দিব; তাই নিয়েই তোমাকে থাকতে হবে। আর তোমার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, একথাও মনে করলে চলবে না। আমি যে এত বোঝালাম, তাতেও কি তোমার একটু জ্ঞান হওয়া উচিত নয়? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি যদুর চরিত্রের সংশোধন নাই-ই হয়, তবে তুমি কি মনে কর যে, পাঁচ বৎসর অতীত হ'লেই তাকে আবার আমরা গ্রহণ

করব? তা হবে না মা। তার মনের বিষ যদি দূর না হয়, তবে নিশ্চিত জেন বউমা, তাকে সাপে-কাটা আঙুলের মতই বিনা বিচারে আমরা ত্যাগ করব। না হয় তুমি বৈধব্যের আচরণই করলে—তাতে এত দোষই বা কি হয়েছে? আর অনুপের শিক্ষার ভার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তুমিই নিতে বাধ্য। মা'র কাছেই সন্তানের প্রথম শিক্ষা হতে হবে। ঠাকুরমার উপর যদি এই ভার দেওয়া হয়, তা হ'লে সন্তানের ভাল শিক্ষা হওয়া ত দূরের কথা, আদুরে-গোপাল হবার সম্ভাবনাটাই খুব বেশী।

নব। কিন্তু মা, জোর ক'রে আমার দ্বারা যাই করিয়ে নাও না কেন, যতদিন প্রভু ফিরে না আস্‌বেন, ততদিন সংসারে আমার কিছুতেই মন বসবে না। ভগবান দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের জন্য আমার এক রকম বৈধব্যের বিধানই করলেন। বিধবার নিকট আর সংসার কি প্রত্যাশা করে মা! তার জীবন ত একেবারেই বৃথা।

ত্রিপুরা। না বউমা, বিধবা হলেই যে তার জীবন একেবারে বৃথা হয়ে গেল, আর সংসারে তার সব কাজই ফুরিয়ে গেল, এ কথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। যে মহৎ কার্য্য করবার সুযোগ বিধবার আছে, অধিকাংশ সধবারই তা নেই। সধবারা ত নিজের নিয়েই ব্যস্ত, নিজের স্বামী, নিজের পুত্রকন্যা—এ ছাড়া অন্যের কথা ভাববার সময় বা প্রবৃত্তি তার নেই; কিন্তু বিধবার পক্ষে মোটেই তা নয়। সমগ্র বিশ্বমানবই তার কুটুম্ব। পরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সুযোগ বিধবারই সবচেয়ে বেশী। তার প্রাণ যে অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি মহৎ। এমন জীবসেবার সুযোগ কি আর হয় মা? বিধবা যদি ইচ্ছা করে, তবে এই সুযোগে সে আত্মমুক্তির পথও প্রশস্ত ক'রে নিতে পারে, সর্ব্বজীবের সেবা ক'রে,

সর্ব্বজীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ ক'রে সে ধন্য হতে পারে। তা ছাড়া, সংসারে যে এদের কত দরকার, তা কি আর ব'লে শেষ করা যায়? এরা না থাকলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে যাবে। এই দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, অহংলেশবর্জ্জিতা পরগতপ্রাণা সেবিকারাই ভারতের গৌরব। এঁদের প্রাণ কখন নিষ্ফল নয় বউমা।

নব। মা, তোমার কথা শুনে আমার আগেকার ভুল বিশ্বাস এখন সম্পূর্ণরূপে দূর হ'য়ে গেল। ওই যে বাবা আস্‌ছেন, আমি এখন অনুপের কাছে যাই।

(প্রস্থান)

[গণেশনারায়ণের প্রবেশ]

গণেশ। বউমা কি এখনও তেমনি কাঁদাকাটা করছে?

ত্রিপুরা। করছে বই কি। আমি কত ক'রে বুঝিয়ে তবে একটু ঠাণ্ডা করেছি।

গণেশ। তুমি কি মনে কর, আমি যদুকে দণ্ড দিয়ে অন্যায় কাজ করেছি?

ত্রিপুরা। অন্যায় কিছুই করনি। দণ্ড না দিলেই অন্যায় হোত।

গণেশ। যদুর এই চরিত্র দেখে গুরুদেব কি বলেছেন জান?

ত্রিপুরা। তাঁর সঙ্গে কি এ সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছিল?

গণেশ। হ্যাঁ, তিনি বললেন যে, যদুর যে চরিত্র গড়ে উঠেছে, তার ষোল আনা দায়িত্বই আমার।

ত্রিপুরা। কেন এতে তোমার কি দোষ উনি দেখতে পেলেন?

গণেশ। উনি বললেন যে, আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্ম এবং

নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত শিক্ষা দেওয়া হয়, এ ব্যাপার তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

ত্রিপুরা। এ কথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলো রীতিমত ছেলেদের মাথা খেয়ে তবে ছেড়ে দেয়।

গণেশ। তাই আমি সঙ্কল্প করেছি, সব ভেঙেচূরে আবার নূতন ক'রে গড়ব। বর্ত্তমানের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের স্থানে একটি ক'রে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় গড়ে তুলব। প্রকৃত মানুষ তৈয়ের করতে না পারলে এ জা'তের মুক্তি কিছুতেই নেই ত্রিপুরা।

ত্রিপুরা। তাই কর, এ অতি উত্তম পরামর্শ মহারাজ।

গণেশ। আর শুনেছ, আমি আজিম শার সঙ্গে উষ্ণীষ বিনিময় করেছি এবং সমস্ত বাদশাহী সৈন্য সসম্মানে মুক্ত ক'রে দিয়েছি।

ত্রিপুরা। অর্থাৎ গৌড় বাদশার সঙ্গে মিতেলি পাকিয়েছ, এই ত? এইবার তোমাদের ফলাহারের সঙ্গে কোর্ম্মা কাবাব, পোলাও মিলবে ভাল। তা হলে আর দেরী ক'রে লাভ কি? যুবরাজকে শীগ্‌গীর গৌড়ে পাঠিয়ে দাও, শুভ কর্ম্মটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক্। এইবার তোমার ভারি উঁচুপায়া হ'ল। গৌড়-বাদশা তোমার বেয়াই হ'ল কি-না? তা, এর পরে আমার সঙ্গে কথা-টথা বলবে ত?

গণেশ। এ নিয়ে তুমি আমাকে তামাসা করবে এ-কথা আমি কখন ভাবিনি ত্রিপুরা। তোমার কাছে কি আমি তামাসা শোনবার জন্য এলাম? এ কথা একজন সামান্যা নারী বললে শোভা পায় বটে, কিন্তু সপ্তদুর্গার রাজমহিষীর মুখে কখনই শোভা পায় না। যার কাছে আমি কত কত গুরুতর ও জটিল বিষয়েরও সমাধান পেয়েছি, তারই মুখে এত বড় একটা হাল্কা কথা শুনে আমার প্রাণের মধ্যে

যে কতদূর নিরাশার সঞ্চার হ'ল, তা আর আমি বুঝিয়ে বলতে পারিনে।

ত্রিপুরা। হাল্কা কথা ছাড়া ভাল কথা আর শোন কই মহারাজ? তোমাকে ত আমি পাঠানরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা রেখেছ কি? এখন আর বৃথা কেন আমাকে দোষ দাও। যাক, যা করেছ তা করেছ। ও নিয়ে আর ভেবেচিন্তে কাজ নেই। এখন ভবানীর যা ইচ্ছা হয়, তাই হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রেমতলী—বৈষ্ণব মহোৎসব।

অদূরে পদ্মাবক্ষে আজিম শাহের যুদ্ধজাহাজসমূহ ভাসমান।

[বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন]

নিখিল শরণ হরি হে ;
তুমি অমিয় সাগর স্নেহনির্ঝর
ও রাঙা চরণ ধরি হে।
অগতির গতি পাতকিতারণ ভকত বাঞ্ছা প্রভু হে ,
তুমি দ্বারে দ্বারে ফের পীরিতি বিতরি কাতর কাঙাল জানি হে।
যে জন জানে না প্রেমের মহিমা—
চাহে না তোমার কৃপা ;
তুমি তাহারো নিঠুর পরাণ গলায়ে
প্রেমসুধা দাও ভরি হে।
ওহে অমিয় সাগর স্নেহনির্ঝর
ও রাঙা চরণ ধরি হে।

(সকলের প্রস্থান এবং অন্য দিক দিয়া
আজিম শাহের প্রবেশ)

আজিম। (স্বগত) আজ সপ্তাহকাল হ'ল এই প্রেমতলীতে শিবিরসন্নিবেশ ক'রে রয়েছি; সৈন্যগণ সকলেই রাজধানীতে ফিরবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। সম্রাটের জন্মতিথিরও সপ্তাহমাত্র বিলম্ব, শীঘ্র ফিরে যাবার জন্য রাজধানী হতে ঘন ঘন তাগিদপত্র আস্‌ছে। আমার কিন্তু এ স্থান ত্যাগ ক'রে যেতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছে না। চারঘাটের সেই নির্ম্মম পরাজয়ের পর হতে আমার মনটা যেন একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে; জীবন দুর্ব্বহ বলে মনে হচ্ছে। কি সুখ এই সৈনিক জীবনে? একটা মিথ্যার আড়ালে আত্মগোপন ক'রে এই যে হিংসার ব্যবসাদারী, এতে আর প্রাণে কণামাত্রও শান্তি আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কত সুখী এই বৈষ্ণবের দল। কেমন খোদার প্রেমে বিভোর হ'য়ে তাঁতেই সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছা হয়, সংসারের কোলাহল ত্যাগ ক'রে এসে নির্জ্জনে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করি, আর দিবা-রাত্রি দুনিয়ার কাছে খোদার নামসুধা বিতরণ করি। কিন্তু যখন আস্‌মানের কথা মনে হয়, তখন আর এ সঙ্কল্প ঠিক রাখতে পারি নে। তাকে যে গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে হবে। কেমন ক'রে আস্‌মানকে সিংহাসন দিই, সেটা একটা মস্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছি বিদ্রোহ না করলে আর চলবে না। জানি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, কিন্তু আমি যে অন্যায়রূপে সিংহাসন হতে বঞ্চিত হয়েছি। হলুম আমি ছোটবেগমের গর্ভজাত, তবু আমি জ্যেষ্ঠ; আর নসেরিৎ শাহ্‌ বড়বেগমের ছেলে হ'লেও সে কনিষ্ঠ। তবে কেন আমি সিংহাসন হতে বঞ্চিত হলুম? যাই

হোক, আস্‌মানকে আমার গৌড়েশ্বরী করতেই হবে, আর এতে যদি আমায় বিদ্রোহ করতেও হয়, তবে তাতেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।

(আস্‌মানের প্রবেশ)

আস্‌মান। বাবা, তুমি যে আমাকে আজ না ডেকেই একলাটি চলে এসেছ ? আমি থাকলে বুঝি তোমার সারাদিন যা-তা ভাববার সুবিধা হয় না ?

আজিম। না মা, তা নয়।

আস্‌মান। আচ্ছা বল দেখি, এই মাত্র তুমি কি ভাবছিলে ?

আজিম। ভাবছিলাম যে তোকে কেমন ক'রে গৌড়ের রাণী করব।

আস্‌মান। মিছে কথা।

আজিম। মিছে নয় আস্‌মান, সত্যি আমি তাই ভাবছিলাম।

আস্‌মান। (গম্ভীর স্বরে) বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল ?

আজিম। কেন মা ?

আস্‌মান। কেন ? তুমি এ-সব আকাশকুসুম চিন্তা কেন কর বল দেখি ?

আজিম। আকাশকুসুম ? না মা, আকাশকুসুম কিছুই নয়। কেন তোমার পক্ষে গৌড়েশ্বরী হওয়াটা কি এতই অসম্ভব যে, একে আকাশকুসুম ব'লে মনে কর ?

আস্‌মান। হ্যাঁ বাবা, অসম্ভব বই কি। আর গৌড়েশ্বরী হ'তে আমার মোটেই সাধ হয় না।

আজিম। কিন্তু আমার যে হয় মা!

আস্‌মান। কেন এমন সাধ হয় বাবা ?

আজিম। তাহ'লে তুমি সুখী হবে।

আস্‌মান। না বাবা, ওতে আমার বিন্দুমাত্র সুখ হবে না।

আজিম। তবে কিসে তোমার সুখ হবে মা ?

আস্‌মান। তোমার সেবা করলে। আমি তোমার কাজ নিয়ে বড় সুখে আছি বাবা; আমায় তুমি এমনি থাকৃতে দাও।

আজিম। তা হয় না মা; ধর, আজ যদি আমার দেহান্ত হয়, তখন তুমি কি নিয়ে থাকবে ?

আস্‌মান। খোদার কাজ করব বাবা। ইসলামের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করব।

আজিম। ইসলামের প্রচার খুব মহৎ ব্রত, তাতে সন্দেহ নেই মা। কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, কাজ করা তত সহজ নয়। বিশেষ যৌবন মানুষের পরম শত্রু; সেই যৌবন তোমার এসে গিয়েছে। তুমি আমার কন্যা হ'লেও এ কথা বলা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য যে, যৌবন কালে মানুষের প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত বলবতী হয়ে থাকে। এই জন্য এই কালে খুব সাবধানে চলতে হয়। এই যৌবনরূপ মহাসাগর পার হবার জন্য একজন সুদক্ষ কর্ণধারের প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই এই কর্ণধার; তাই তোমার জন্য একটি কর্ণধার এনে দিতে হবে মা, যে তোমাকে সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে সাবধানে রক্ষা করতে পারে। আর তুমি যদি সংসারেই থাকলে, তবে আর সামান্যা নারীর মত থাকবে কেন? গৌড়ের সিংহাসনে তোমার বংশগত অধিকার আছে, সেই অধিকারের বলে তুমি গৌড়েশ্বরী হবে।

আস্‌মান। এ হতভাগিনীর জন্য বৃথা কেন অশান্তির সৃষ্টি করবে বাবা? গৌড়ের সিংহাসনে আমার কোনই দরকার নেই।

আজিম। কেন, এই যে তুমি বললে যে, ইসলামের প্রচার করতে চাও?

আস্‌মান। হ্যাঁ, তা চাই বই কি।

আজিম। তবে গৌড়েশ্বরীর পক্ষে এ কাজ সহজ, না একজন সামান্যা নারীর পক্ষে?

আস্‌মান। কেন গৌড়েশ্বরী হ'লেই আমার একটা লেজ বেরুবে না কি?

আজিম। তুমি বালিকা মা, এ-সব বিষয় বুঝবার সময় এখনও তোমার হয়নি; ক্রমে সবই শিখবে। চল আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে বৈষ্ণবদের সেই প্রাণমাতান কীর্ত্তনগান শ্রবণ করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড়—নসেরিৎ শাহের মন্ত্রণাকক্ষ

নশেরিৎ শাহ ও বক্তার

নসেরিৎ। বক্তার খাঁ, দেবীকোটের হিন্দু প্রজাদের পক্ষ হতে এক প্রতিনিধিমণ্ডল এসে আজ প্রাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তারা তাদের যে-সব অভাব-অভিযোগের কথা আমাকে জানিয়েছে, তাতে দেশের রাজা আমি—আমার আর এক তিলও বিলম্ব করা উচিত নয়।

বক্তার। তারা কি বললে সম্রাট?

নসেরিৎ। যা বলেছে তা বড় ভয়ানক। সেখানে হিন্দু আর মুসলমান প্রজা এতকাল ধ'রে খুব সুখ-শান্তিতে এক সঙ্গে বাস ক'রে এসেছে। সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চল থেকে কয়জন দুষ্ট লোক এসে আমার সেই শান্তিপ্রিয় প্রজাদের মধ্যে ভীষণ বিবাদের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। মুসলমানেরা বলছে যে, হিন্দুমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে তাদের উপাসনার ব্যাঘাত হচ্ছে; হিন্দুরাও বলছে যে, মুসলমানদের আজানের শব্দে তাদের ধ্যানধারণার বিঘ্ন হচ্ছে। এই নিয়ে দুই দলে খুব ভয়ানক রকমের কলহ, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি চলছে। দুই পক্ষই ক্রোধান্ধ হয়ে এতদূর বর্ব্বরতা আরম্ভ করেছে যে, এই মুহূর্ত্তেই তাদের বাধা দেওয়া দরকার।

বক্তার। কেন, ফৌজদার কি এই অশান্তিটুকু নিবারণ করতে পারলেন না? তাঁর কাছে ত যথেষ্ট সৈন্য আছে।

নসেরিৎ। দুঃখের কথা আর কি বলব বক্তার? ফৌজদার ন্যায়-অন্যায় বিচার না ক'রে মুসলমানদেরই পক্ষ সমর্থন করেছে।

বক্তার। এইসব সাম্প্রদায়িক বিবাদে এম্‌নি হয় সম্রাট। সকলেই ন্যায়-অন্যায় বিচার না ক'রে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করে।

নসেরিৎ। কিন্তু আমার ত তা করলে চলে না; আমার কাছে যে হিন্দু আর মুসলমান প্রজা দুই-ই সমান। দুয়েরই রক্ষা আমাকে করতে হবে।

বক্তার। তা হ'লে হজরতের এখন কি ইচ্ছা?

নসেরিৎ। কোন দক্ষ সেনাপতির অধীনে অবিলম্বে একদল সৈন্য সেখানে পাঠান কর্ত্তব্য।

বক্তার। হজরৎ কার উপর এই গুরুভার ন্যস্ত করতে চান?

নসেরিৎ। তোমারই উপর। তোমাকেই আমি এ কার্য্যের যোগ্য ব'লে মনে করি।

বক্তার। কিন্তু হজরতের কাছে আমি মিথ্যা বলতে চাই নে। আমি আমার স্বধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে কস্মিন্‌কালেও অস্ত্র ধরতে পারব না। এমন অবস্থায় সেখানে আমাকে না পাঠানই সঙ্গত। আর যদিই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে পাঠান, তাতে আপনার হিন্দু প্রজাদেরই বেশী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

নসেরিৎ। বক্তার, তুমিও কি সাধারণ মানুষের চে'য়ে উপরে উঠতে পারলে না? মুসলমান প্রজা যদি অন্যায় করে, তা হ'লেও কি তারই পক্ষ সমর্থন করতে হবে?

বক্তার। আসল মুসলমানের পক্ষে তাই করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নসেরিৎ। না বক্তার, ইসলামের উদার ধর্ম্ম কখন সে শিক্ষা দেয় না।

বক্তার। হজরতের সঙ্গে আমি তর্কে পেরে উঠব না।

নসেরিৎ। যাক, তা হলে এ কাজে তুমি যেতে ইচ্ছুক নও?

বক্তার। আজ্ঞা না।

নসেরিৎ। তা হ'লে শাহ্‌জাদাকে অবিলম্বেই সেখানে পাঠাতে হয়।

বক্তার। হাঁ, তাঁকেই পাঠান; তিনিই এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি।

নসেরিৎ। ভাল, তুমি এখনই গিয়ে শাহ্‌জাদাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।

বক্তার। যে আজ্ঞা—

(প্রস্থান)

নসেরিৎ। খোদা কি আমাকে সংসারের সমস্ত লোকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করলেন? এই যে আমি আমার হিন্দু প্রজাকে মুসলমান প্রজার সঙ্গে সমান রূপেই ভালবাসি, এটা কি আমার এত

বড় অপরাধ যে, এর জন্য সকলেই আমাকে একে একে ত্যাগ করছে ? কিন্তু যাই হোক, আমি যেন দৈববাণী শুনতে পাচ্ছি, এতে ভারতের অশেষ কল্যাণই হবে ; সুতরাং এ কাজ হতে আমি কিছুতেই নিবৃত্ত হব না। না হয় আমি সিংহাসনচ্যুতই হলাম, তাই ব'লে দেশের যাতে মঙ্গল হবে সে-কাজ ত্যাগ করব ? না, তা কিছুতেই হতে পারে না ; যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি হিন্দুমুসলমানকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করব ।

(আজিমের সহিত বক্তারের পুনঃপ্রবেশ)

আজিম। (কুর্নিশ করিয়া) হজরৎ কি আমায় স্মরণ করেছেন ?

নসেরিৎ। হাঁ, বোধ হয় তুমি শুনেছ, দেবীকোটে হিন্দু ও মুসলমান প্রজায় ভীষণ বিবাদ-বিসম্বাদ চলছে। দেশের রাজা হিসাবে এই বিবাদ-নিবারণের ষোল আনা দায়িত্বই আমার। তাই তোমাকে সসৈন্যে সেখানে পাঠাবার আমার একান্ত ইচ্ছা।

আজিম। হজরতের আদেশ অমান্য না ক'রে আমি এই বলতে চাই যে, সম্প্রতি আমার মানসিক অবস্থা সেনাপতির গুরুদায়িত্ব গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

নসেরিৎ। এর কারণ আজিম ?

আজিম। চারঘাটের পরাজয়ের পর হতে আমার মনের বল একেবারে নষ্ট হয়েছে। বিশেষ আস্‌মানকে ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা নেই ; আর তাকে সঙ্গে নিয়েও যেতে পারি নে ; কেন-না, সঙ্গে নেওয়ার যে কুফল, তা আমি গেলবারে ভালরূপেই লক্ষ্য করেছি।

নসেরিৎ। তাহ'লে কি তোমরা বল যে, আমি নিজে না গেলে আর এ কাজের জন্য লোক পাওয়া যাবে না ?

আজিম। না, তা কেন বলব ?

নসেরিৎ। তবে কে এ কাজে যাবে ? বক্তার যেতে অস্বীকৃত, তুমিও তাই।

আজিম। (নীরব রইলেন)

নসেরিৎ। আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করব না আজিম ; তোমার প্রতি আমি রাজাদেশ দিচ্ছি। তোমাকেই এ কাজে যেতে হবে। কাল প্রভাতেই তুমি সসৈন্যে যাত্রা কর।

আজিম। বেশ, তা হ'লে রাজাজ্ঞা পালন করব। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি করব সে-কথাটা ভাল ক'রে শুনে নি।

নসেরিৎ। দুই সম্প্রদায় যাতে বিবাদ না করে তাই করবে।

আজিম। হজরতের কথা ভালরূপ বুঝতে পারলাম না।

নসেরিৎ। ধর, মুসলমানেরা অন্যায় ক'রে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে, তুমি তাদের বারণ করবে, না শুন্‌লে সৈন্যের সাহায্যে অত্যাচার বন্ধ করবে।

আজিম। ন্যায়-অন্যায় কে বিচার করবে ?

নসেরিৎ। সে বিচার অবশ্য তুমিই করবে।

আজিম। বেশ, তা হলে আমি এখন বিদায় হতে পারি ?

নসেরিৎ। শোন আজিম, এই হিন্দুমুসলমানের মিলন বা বিচ্ছেদের উপর হিন্দুস্থানের ভাল-মন্দ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে। পাঠানেরা রাজ্য জয় ক'রে এই দেশেই বসবাস করছে ; আর হিন্দুর ত এটা দেশই বটে ; সুতরাং হিন্দু বা মুসলমান কেউই ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। এমন অবস্থায় এই

দুই সম্প্রদায়কে যে প্রেমের শৃঙ্খলে বেঁধে এক ক'রে যেতে পারবে, তার মত হিতৈষী বন্ধু ভারতের আর কেউ হবে না। তোমার পক্ষে এক মহাসুযোগ উপস্থিত। যদি তুমি বিবাদ-পরায়ণ এই সম্প্রদায় দুটিকে এক ক'রে যেতে পার, তবে তুমি যে সামান্য বীজ বপন করবে, কালে তাই ফলফুলসমন্বিত বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয়ে তার স্নিগ্ধ ছায়ায় ভারতের শান্তি আনয়ন করবে। এই মিলন আজ তুচ্ছ ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু এ কথা স্থির জেন যে, পরিণামে এর ফলে ভারতে এমন এক দুর্দ্ধর্ষ মহাজাতির উত্থান হবে, যারা সমগ্র বিশ্বমানবকে পদানত করতে সক্ষম হবে। এ মাহেন্দ্র যোগ ত্যাগ কোরো না। আজিম, খোদার অনন্ত আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় বর্ষিত হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—গণেশনারায়ণের মন্ত্রণাকক্ষ

গণেশনারায়ণ ও দুর্গাচরণ

দুর্গাচরণ। মহারাজ, আপনার অধীনে আমার কাজ করা শেষ হয়েছে। এখন দয়া ক'রে আমায় বিদায় দিন।

গণেশ। দুর্গাচরণ, তোমার মুখে ত কখনও এমন কথা শুনিনি, আর শুনতে যে হবে এমন আশাও ত কখনও করিনি।

দুর্গাচরণ। উপায় নেই মহারাজ, ক্রমাগত আলস্যে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আজ পাঁচ বৎসর হ'ল আপনি গৌড়-

সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন ; সেই হতে আপনার সৈনিকেরা কখনও একটিবারের জন্যও অস্ত্রস্পর্শ করেনি। এই যে অস্ত্রহীন বিরাট বাহিনী, এরই সেনাপতি আমি। শুধু বসে বসে দুবেলা মাছ-ভাতের শ্রাদ্ধ করছি। জীবনটা আর এ ভাবে নষ্ট ক'রে ফল কি মহারাজ ?

(অবনীনাথের প্রবেশ)

অবনী। আমি বলি, মহারাজ, সমস্ত সৈন্যদের বিদায় দিয়ে রাজধানীতে বৈষ্ণব মহোৎসব আরম্ভ করুন, আর আমরা কোথাও মুসলমানের অধীনে চাকরীর জোগাড় দেখিগে। না-হয় কালাপাহাড়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ধলাপাহাড় বা এই রকম একটা-কিছু হয়ে ভারতে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করব, আর মা-ভবানীর মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে বীরশূন্য বাংলা দেশে আসল বীরত্বের নিশান উড়িয়ে দেব।

গণেশ। বেয়াইও দেখছি দুর্গাচরণের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

অবনী। তা না দিয়ে আর উপায় কি মহারাজ ? আপনি যে রকম পাকা বৈরাগী হয়ে পড়েছেন, তাতে ভয় হয় যে, সৈন্যরা পর্য্যন্ত শেষকালে কাছা খুলতে আরম্ভ না করে।

গণেশ। গৌড়ের সঙ্গে সন্ধি ক'রে দেখছি আমি স্বজনবন্ধু সকলেরই অপ্রীতিভাজন হয়েছি। যাক, তোমরা যদি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতেই চাও, তবে তা-ই বা কঠিন কি ? ইচ্ছা করলেই যখন-তখন পত্র লিখে সন্ধি-ভঙ্গ করা যেতে পারে।

দুর্গাচরণ। মহারাজ, আপনি পিতৃতুল্য পরম ভক্তিভাজন, আপনার কাছে আমি কখন মুখ তুলে কথা কই নে। কিন্তু জীবন যখন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠল, তখন আর আপনাকে না ব'লে কাকে বলি ? হৃদয়ে জলন্ত তুষের আগুন আর বাইরে শীতল চন্দন প্রলেপ—

কতক্ষণ টিকতে পারে মহারাজ! দুর্দ্দমনীয় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে আপনার অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলাম। আশা ছিল যে, আপনি আপনার অতুল্য প্রতিভাবলে এমন এক মহাশক্তিশালী পরাক্রান্ত জাতির সৃষ্টি করবেন, যাদের অসির ঝঞ্ঝনায় ভারতমাতার শিকলের বাঁধন খুলে যাবে। কিন্তু মহারাজ, আমাদের সে আশায় ছাই পড়েছে। কুক্ষণে আপনি গৌড়ের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। এর পরিণাম এই হয়েছে যে, আপনার সৈন্যগণ যুদ্ধবিগ্রহের অভাবে একটা প্রকাণ্ড ক্লীব বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

গণেশ। ব্যস্ত হয়ো না দুর্গাচরণ, খুব অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের যুদ্ধের সাধ পূর্ণ হবে।

দুর্গাচরণ। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু জানতে পারি কি মহারাজ, কখন এটা হবে?

গণেশ। গুরুদেব বলেছেন যে, গৌড়রাজের কোন আত্মীয় এই বৎসরের মধ্যেই বিদ্রোহী হবে, সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য আমাদের সৈন্যদের সাহায্য করতে হবে।

অবনী। আর কিছু বলেছেন?

গণেশ। না, তবে আমাদের যে যুদ্ধে যেতে হবে এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

দুর্গাচরণ। কিন্তু মহারাজ, এই আলস্যপরায়ণ সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে কি ফল হবে? অস্ত্র কি ক'রে ধরতে হয় ওরা তাও বোধ হয় ভুলে গিয়েছে। এর পর যখন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আর কামানের গুড়ম্-গুম্ শব্দ ওদের কানের মধ্যে ঢুকবে; তখন ওরা উত্তর গোগৃহে বৃহন্নলার গাণ্ডীব-নির্ঘোষে মূর্চ্ছিত উত্তরের মত সংজ্ঞাহীন হবে কি-না, তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গণেশ। বেশ, তবে এক কাজ কর। চিরন্তন প্রথানুসারে আগামী রামনবমীতে শ্রীভবানীপুরে মা'র সিংহাসনতলে এক মহামেলার আয়োজন হবে। সেই মহামেলায় সপ্তদুর্গা আর সান্যালগড়ের সমস্ত সৈন্য একত্র ক'রে পাঠিয়ে দাও। সেখানে পনর দিন ধ'রে সৈনিকদের সব রকমের কৃত্রিম যুদ্ধ দেখান হোক। একটা নকল পার্ব্বত্য দুর্গ সেখানে তৈয়ার কর; সৈন্যদের দ্বারা সেই দুর্গ আক্রমণ এবং রক্ষার ব্যবস্থা কর। এ'তে তারা তাদের লুপ্ত উৎসাহ নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। তারপর সময় হলে তাদের সত্যকার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে।

অবনী। এ অতি সুন্দর ব্যবস্থা মহারাজ, এতে সৈন্যদের মধ্যে আবার ক্ষাত্রশক্তি ফিরে আসবে। আপনার এই সৈন্যদল বীরত্ব ও সাহসে ভারতের মস্তকস্বরূপ; ঠিকমত পরিচালিত হ'লে এরা পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করবে; এদের ধ্বংস হতে দেবেন না মহারাজ।

গণেশ। বেশ, মা-ভবানী করুন যেন আপনাদের যুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

দুর্গাচরণ। মহারাজ, দৈববলে বলীয়ান না হ'লে জগতে কোন মহৎ কাজই করা যায় না। আমরা সেজন্য এতদিন কোন চেষ্টাই করিনি, তাই সিদ্ধি এখনও আমাদের নিকট থেকে বহুদূরে। আসুন আমরা সকলে মিলে ভবানীর বর লাভের জন্য এক মহাতপস্যায় নিযুক্ত হই। সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধের পর আমরা এক মাস কাল ধ'রে এক মহা হোম এবং মহাপূজার আয়োজন করি। লক্ষ নরনারী একত্র হয়ে লক্ষ রক্ত-জবার অর্ঘ্য মা'র রাতুল চরণে উৎসর্গ করি; লক্ষ নরনারী সম্মিলিত হয়ে জননীর সিংহাসনতলে ব'সে শ্রীশ্রীচণ্ডী আবৃত্তি করি; লক্ষ নরনারীর দু'লক্ষ নেত্রে ভক্তির গঙ্গা বহিয়ে তাঁর মন্দিরতল প্রক্ষালন করি।

সিদ্ধিশৌর্য্যরূপিণী মা আমাদের পরম দয়াময়ী ; তিনি সন্তানের প্রার্থনা অবশ্য পূর্ণ করবেন। তিনি হৃদয়ে বল দিবেন, বাহুতে শক্তি দিবেন, মনে পূর্ণবিশ্বাস দিবেন, যাতে সিদ্ধি অচিরে আমাদের করতলগত হয়।

গণেশ। তাই হোক দুর্গাচরণ, আমি এখনই জীবনকে ডেকে আবশ্যক রাজাজ্ঞা দেবার ব্যবস্থা করছি।

চতুর্থ দৃশ্য

দেবীকোট—আজিম শাহের শিবির

আস্‌মানতারা

আস্‌মান। কি করি, কিছুই ত ভাল লাগে না। মৌলবী সাহেব পড়াতে এলেন, পড়তে মোটেই মন গেল না ; শরীর ভাল নেই ব'লে তাঁকে বিদেয় ক'রে দিলাম। বন্দুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে চেষ্টা করলাম,—ভাল লাগল না ; বন্দুক বাক্সে পুরে রেখে দিলাম। বাঁদী এসে বললে, চল শাহ্‌জাদী মাথা ঘসে স্নান করিয়ে দি, তাকেও বললাম, 'তুই যা, আমি স্নান করব না।' কিন্তু বাবা এসে যখন রুক্ষ চুল আর শুকনো শরীর দেখবেন, তখন তাঁর কাছে যে কি ব'লে জবাব দেব, তা ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। ব্যাপারটা এতদিন তাঁর কাছে লুকিয়েই রেখেছিলাম, কিন্তু আজ যে রকম বাড়াবাড়ি হয়ে গেল তাতে এসব কথা গোপন থাকবে না নিশ্চয়। এখন তিনি হকিম

ডেকে না বসেন, সেই এক মস্ত ভয় দেখছি। যাক্, কোন রকমে মনটা একটু ভাল কর্‌তেই হবে। দেখি একটা গান গাই।

গীত

আমার ছিন্ন আজিকে বীণার তারটি
　　　　ছিন্ন কুসুম হার,
আর উঠে না'ক তাতে মধুর রাগিণী,
　　　　মধুময় ঝঙ্কার।

আমার হিয়ামাঝে শুধু গভীর আঁধার
নিবিড় আমার তিমির পাথার
অধরে হাসিটি ফুটায়ে তুলিতে পারি না কিছুতে আর।
মানস মুকুল অকালে শুকাল—
　　　　অভিশাপে বুঝি কার।

না, গান গাইতেও ভাল লাগে না; শুধু এক জনের কথা দিনরাত ভাবতে ইচ্ছা করে। একটি বার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁকে দেখেছি; কিন্তু সেই থেকে আমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁরই পায়ে বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি একথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পেরেছেন? কেমন ক'রে জান্‌বেন? আমি ত কই কাউকে এ কথা বলি নি। বাবা আমার বিবাহ দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু যে পরের কাছে বিক্রীত, তার কি বিবাহ করা সঙ্গত? কেন বৃথা স্বৈরিণী হতে যাব? এর চেয়ে বরং আজীবন কুমারী হয়েই কাটিয়ে দেব।

(আজিমের প্রবেশ)

আজিম। মা, তুমি কি গান গাচ্ছিলে ?

আস্‌মান। কখন বাবা ?

আজিম। এই এখনই।

আস্‌মান। হ্যাঁ বাবা।

আজিম। কাকে শোনাচ্ছিলে মা ?

আস্‌মান। কাউকে নয় বাবা। মনটা বড়ই খারাপ বোধ হচ্ছিল, তাই একটু গান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

আজিম। বেশ করছিলে।

আস্‌মান। তোমার যুদ্ধের খবর কি বাবা ?

আজিম। যুদ্ধের খবর কিছু দেবার মত নেই মা। আমি এসে পৌছাবার আগেই এখানকার হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

আস্‌মান। বড় আনন্দের কথা বাবা। পৃথিবী আর অকারণে রুধিররঞ্জিত হবে না।

আজিম। তবে আমি এক কাজ করেছি মা। আজ সকালে দেবীকোট দুর্গে গোলা ছুঁড়ে দুর্গের মাথার বাদশাহী নিশান ছিঁড়ে দিয়েছি।

আস্‌মান। কি বললে বাবা ? সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ ?

আজিম। হ্যাঁ।

আস্‌মান। কিসের জন্য ?

আজিম। তোমাকে গৌড়েশ্বরী করব ব'লে।

আস্‌মান। তুমি কি সত্যি উন্মাদ হলে বাবা ?

আজিম। না।

আস্‌মান। তবে আমিও তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলুম।

আজিম। সে কি মা?

আসমান। আমি তোমার গৌড়েশ্বরী হতে চাই নে।

আজিম। হতে চাও বা না-চাও, আমার আর ফিরবার উপায় নেই।

আসমান। উপায় যথেষ্ট আছে বাবা, আমি নিজে গিয়ে কাকার কাছে তোমার জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাইব।

আজিম। না মা, তা হবে না। আমি যুদ্ধব্যবসায়ী; আমার কৃত-কার্য্যের ফলস্বরূপ দণ্ড আমি মাথা পেতে নিতে পারি, কিন্তু এ জীবনে কারো কাছে ক্ষমাভিক্ষা করতে রাজী নই।

আসমান। কেন ভাইয়ের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলে কি ইজ্জত নষ্ট হবে?

আজিম। তা হবে বই কি।

আসমান। কিন্তু ভাইয়ের বুক লক্ষ্য ক'রে যখন অস্ত্র তুলবে তখন কি তোমার ইজ্জত খুব বেড়ে যাবে?

আজিম। তুমি বালিকা মা, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

আসমান। তবে আর কার সঙ্গে তর্ক করবে? আর জিজ্ঞাসা করি, তোমার সংসারে ক'জন বুড়বুড়ী আছে, যাদের পরামর্শ নিয়ে এই কাজ করেছ?

আজিম। পরামর্শ কারো নিইনি মা।

আসমান। তবে দেখতে পাবে যেমন ক'রে হোক আমি তোমাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেব।

আজিম। পাগলামী করিসনে মা, আমাকে একটু সুখী হতে দে।

আসমান। কিন্তু আমাকে দুঃখী করলে কি তোমার সুখ হবে?

আজিম। তা নিশ্চয়ই হবে না।

আস্‌মান। তবে তুমি এ কাজে ক্ষান্ত হও।

আজিম। মরবার আগে যে তোর বিবাহ দিয়ে আমি তোকে গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে চাই মা।

আস্‌মান। বিয়ে তো আমি করব না বাবা।

আজিম। কেন মা?

আস্‌মান। তা তো তোমায় আগেই বলেছি।

আজিম। আমিও তার উত্তর দিয়েছি মা, তুমি যাতে সুখী হও, তারই ব্যবস্থা আমি করব। শোন মা, সপ্তদুর্গার কুমার যদুনারায়ণের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। কিন্তু তার পিতার সঙ্গে সম্রাট সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ, তাই আমি স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; কেন-না, বিদ্রোহ না করলে যদুনারায়ণকে হস্তগত করা অসম্ভব। আজই এই দেবীকোট দুর্গ আমার হস্তগত হবে। এই জায়গায় বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থান ক'রে আমি আমার সমস্ত সৈন্য সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজধানীর দিকে চালিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস আছে, অতি সামান্য যুদ্ধ করলেই রাজধানী আমার দখলে এসে যাবে।

আস্‌মান। আচ্ছা, মনে কর রাজধানী তোমার দখল হয়ে গেল, তারপর?

আজিম। তারপর? তারপর তুমি গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা হবে, আর কুমার যদুনারায়ণকে তোমার সঙ্গে বিবাহ করতে বাধ্য কর হবে।

আস্‌মান। বলপূর্ব্বক?

আজিম। হ্যাঁ।

আস্‌মান। আর একবার ত তাঁকে বাধ্য করতে গিয়েছিলে, পেরেছিলে কি?

আজিম। একবার বিফল হ'লেই যে দ্বিতীয়বার তাতে সাফল্য লাভ করা যায় না এ মনে করা একেবারে ভুল। দুনিয়ায় চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নেই।

আস্‌মান। কিন্তু যার উপর বল প্রয়োগ করবে, তার শরীরকে তুমি বাধ্য করতে পার বটে, কিন্তু মন চিরকালের জন্য বিদ্রোহী হয়ে থাকবে; অন্ততঃ এই মানুষের স্বভাব।

আজিম। তা হোক, তাতে আর লোকসানই বা কি?

আস্‌মান। সেই বিদ্রোহীকে তুমি জামাই করবে?

আজিম। ক্রমে বিদ্রোহ শান্তভাব ধারণ করবে।

আস্‌মান। কিন্তু তোমার মেয়ে বিদ্রোহীর হাত ছুঁতে ঘৃণা করে বাবা!

আজিম। অত বিচার করিসনে মা; বিচার ক'রে কোন লাভও হবে না। খোদার উপর নির্ভর কর্, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।

আস্‌মান। খোদার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকতে হবে?

আজিম। হ্যাঁ, তাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না; সুতরাং মানুষের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

আস্‌মান। তবে তুমিই বা বিদ্রোহী হতে গেলে কেন? চুপ ক'রে বসে থাকলেই ত পারতে, তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই হ'তো।

আজিম। একেবারে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। কাজ ক'রে যেতে হবে, তবে ফল দেবার কর্ত্তা সেই খোদা।

আস্‌মান। বাবা, তুমি হিন্দুদের ভগবদ্‌গীতা পড়েছ?

আজিম। না, কিন্তু কেন মা?

আস্‌মান। এই কথাগুলো গীতার বাণীর মতই শোনাচ্ছে না?

আজিম। তা জানি নে মা।

আস্‌মান। যাক্‌, এইবার তুমি হার মেনেছ বাবা। তুমি স্বীকার করেছ যে, মানুষের ব'সে থাকা চলে না; তাকে আজীবন কাজ ক'রে যেতেই হবে।

আজিম। হাঁ।

আস্‌মান। তবে আমার বেলাতেই সে-কথা খাটবে না কেন?

আজিম। আচ্ছা, আমি স্বীকার করলুম তোমার বেলাতেও সে কথা খাটবে।

আস্‌মান। তা হ'লে বল, বিদ্রোহীর কলঙ্কিত হাত স্পর্শ করতে অস্বীকার করবার অধিকার তোমার মেয়ের আছে কি-না?

আজিম। আস্‌মান, আজ থেকে তোর পিতা আর তোকে কোন অনুরোধ করবে না। তুই বড় হয়ে স্বাধীনা হয়েছিস, তোর যা-ইচ্ছা তাই করতে পারিস। আমার কিন্তু আর ফেরবার উপায় নেই। সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ আমি করবই। এ যুদ্ধে যদি আমার অন্তিম শয্যা রচিত হয়—উত্তম। আর তা না হয়ে যদি আমি জয়যুক্ত হই, তা হ'লেও আমি সিংহাসন ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় ফকিরী গ্রহণ করব, আর সারা দুনিয়া ঘুরে লোকের কাছে এই ব'লে বেড়াব যে, পৃথিবীতে কেউ যেন কখন সন্তানকামনা না করে।

(প্রস্থান)

আস্‌মান। পিতা আমার ব্যবহারে মর্মান্তিক দুঃখিত হয়ে অভিমানে চলে গেলেন। আমি কেন তাঁর এত অবাধ্য হলুম? এতকাল পিতৃসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছিলুম; আজ স্বার্থের জন্য কেন আমার সেই দেবতুল্য পিতার মনে এত কষ্ট দিলুম? কুক্ষণে আমি কুমার যদুনারায়ণকে দেখেছিলুম, তা না হ'লে সেই হতে আমার

এত দুর্দ্দশা হবে কেন? যদুনারায়ণ, তোমার জন্ম আমি আজ খোদার কাছে কলঙ্কিনী, পিতৃচরণে অপরাধিনী। আমাকে এমনভাবে মজিয়ে কি তুমি খোদার কাছে নিস্তার পাবে? কক্ষণো না। হিন্দু তুমি, একদিন এই যবনীর রূপতরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। পিতা, মাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলের কাছেই তোমায় অপরাধী হতে হবে। তোমার স্বজাতিরা তোমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবে, অবোধ বালিকাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করা যত সহজ, ভগবানের ন্যায়বিচার থেকে নিস্তার পাওয়া তত সহজ নয়। তা যদি না হত, দুনিয়াটা এতদিন মরুভূমি হয়ে যেত।

পঞ্চম দৃশ্য

গৌড়—নসেরিৎ শাহের মন্ত্রণাকক্ষ

নসেরিৎ ও বক্তার

বক্তার। সম্রাট, আপনাকে অত্যন্ত অশুভ বার্ত্তা দিতে এসেছি।

নসেরিৎ। অশুভ! তা তোমার অসময়ে সাক্ষাৎ করাতেই বুঝতে পেরেছি। কি অশুভ সংবাদ তা তুমি শীঘ্র প্রকাশ কর, আমি সব দিক দিয়েই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।

বক্তার। দুর্ভাগ্যের পার নাই সম্রাট, শাহ্‌জাদা আজিম বিদ্রোহী হয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

নসেরিৎ। আজিম বিদ্রোহী হয়েছে, বেশ হয়েছে; আর ইশাক খাঁ?

বক্তার। তিনিও শাহ্‌জাদার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

নসেরিৎ। উত্তম হয়েছে বক্তার, এরা আমার লবণের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করেছে।

বক্তার। শাহ্‌জাদা যে বিদ্রোহী হবেন, একথা কখন স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়নি সম্রাট। এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই।

নসেরিৎ। দুঃখ কিছু নেই বক্তার। শাহ্‌জাদা যদি তার ভাইয়ের বুকে ছুরি চালিয়ে স্বস্তি বোধ করে, তবে তোমার আমার তাতে আপত্তি করবার কি কারণ থাকতে পারে?

বক্তার। এই গৃহবিবাদের পরিণাম কি জানি না। খোদার যে কি ইচ্ছা তা কে বলতে পারে?

নসেরিৎ। গৃহবিবাদের পরিণাম কখন শুভ হয় না বক্তার। এর ফল আমাদের উভয়ের পক্ষেই সম্পূর্ণ মারাত্মক।

বক্তার। তা হ'লে উপায় কি সম্রাট?

নসেরিৎ। বিদ্রোহীর দণ্ড দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

বক্তার। তাহ'লে আজ্ঞা করুন, আমি এগিয়ে গিয়ে শাহ্‌জাদাকে আক্রমণ করি।

নসেরিৎ। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, সিংহাসন বিপন্ন, বুঝতে পারছ ত? তুমি প্রস্তুত হও, আমি নিজেই এবার সৈন্যদল পরিচালন করব।

বক্তার। আপনি নিজে যদি সৈন্য পরিচালন করেন, তবে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

নসেরিৎ। কিন্তু সাবধানের বিনাশ নেই। আমি সপ্তদুর্গেশ্বর মহারাজ গণেশনারায়ণকে এ যুদ্ধে আমায় সাহায্য করবার জন্য আমন্ত্রণ করব। আমি তাঁকে পত্র লিখে দিচ্ছি। তুমি এই মুহূর্ত্তে খুব দ্রুতগামী ছিপে এই পত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

বক্তার। যে আজ্ঞা।

নসেরিৎ। (দোয়াত কলম লইয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং তাহা বক্তারের হাতে দিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন) তা হ'লে আর দেরী করো না, পত্রখানা এই মুহূর্ত্তেই সপ্তদুর্গায় পাঠিয়ে দাও এবং সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদের কাওয়াজ করবার হুকুম দাও। রাত্রি এক প্রহরের পরই আমরা রাজধানী ত্যাগ করব।

বক্তার। বহুৎ আচ্ছা।

(প্রস্থান)

নসেরিৎ। (স্বগত) এইবার ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, একটা দেখবার মত জিনিষ বটে। ভাই ভাইয়ের বুক লক্ষ্য ক'রে খড়্গ তুলছে, আনন্দে খিল খিল ক'রে হেসে উঠছে, প্রাণভরে ভাইয়ের বুকের রক্ত পান করছে। এস কে কোথায় আছ, এ দৃশ্য দেখে যাও; এর পরে আমাদের দেখাদেখি তোমরাও এমনি ক'রে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ কোরো, তা হ'লে ইহকালে অনন্ত সুখ আর পরকালে অনন্ত স্বর্গ লাভ করবে। (করুণ স্বরে) হতভাগ্য দেশ আমার! তোমার অদৃষ্টে খোদা যে অনন্ত দুঃখ বিধান করেছেন, কার সাধ্য তা রোধ করতে পারে? এ হিন্দুস্থানের মাটির দোষ। যখন এ দেশে মুসলমান ছিল না তখনও হিন্দুরা ভ্রাতৃবিবাদে ক্ষান্ত হয়নি। এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারত বীরশূন্য হয়েছিল। তারপর পাঠানেরাও হিন্দুস্থানে এসেই এ দেশের জলমাটির গুণ পূর্ণ মাত্রায় পেয়ে গিয়েছে। হিন্দুর সঙ্গে ত ঝগড়া আছেই, নিজেরাও দিনরাত মারামারি কাটাকাটি করতে ক্ষান্ত হচ্ছে না। খুব ঝগড়া কর ভাই সব। তোমরা যতজন ভাইয়ের গলা কাটবে, ততটা ক'রে পরী রথে চড়ে স্বর্গ থেকে নেমে আসবে।—কোই হ্যায়?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (কুর্ণিশ করিয়া) খোদাবন্দ্!

নসেরিৎ। বক্তার খাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।

প্রহরী। জো হুকুম।

(প্রস্থান)

নসেরিৎ। (স্বগত) হতভাগ্য হিন্দুস্থান! সাবধান, এখনও গৃহছিদ্র বন্ধ কর। নইলে সে-ছিদ্র দিয়ে এমন সব বলবান দস্যু তোমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে, যাদের কস্মিন্‌কালেও তুমি ঘর থেকে বার করতে পারবে না। তোমার নিজের ঘর পরের হবে, নিজ বাসভূমে তুমি পরবাসী হবে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক ঘৃণায় তোমার দিকে মুখ তুলেও চাইবে না। তুমি দুনিয়ার যেখানে যাবে, সেইখানেই অত্যাচার, অপমান, পদাঘাত তোমার অঙ্গের ভূষণ হবে। তুমি পৃথিবীতে পরগাছার মত হয়ে থাকবে। তোমার সোনার দেশে এসে সারা দুনিয়ার লোক দু-হাতে সোনা কুড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি একমুষ্টি অন্নের জন্য সারা পৃথিবীতে ঘুরলেও ক্ষুধানল নিবাতে পারবে না। তুমি রাজরাজ্যেশ্বর হয়েও দীনাতিদীন হবে। তোমার অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে মহামারীর প্রেতলীলা নিরন্তর চলতে থাকবে, আর যদি কেউ সেই মহামারীর সঙ্গে লড়াই ক'রে কোন প্রকারে বেঁচে থাকে, তবে বর্ব্বর নরপশুদের পদাঘাতে তার দাসলীলার অবসান হবে।

(কুর্ণিশ করিতে করিতে বক্তারের প্রবেশ)

নসেরিৎ। আমার সঙ্গে এস বক্তার, এখনই আমি সৈন্যদল পরিদর্শন করব।

বক্তার। জো হুকুম। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভবানীপুর—ভবানী মন্দির

কালিকানন্দ ও যদুনারায়ণ কর্তৃক ভবানীর স্তবপাঠ।

জয় জয় জয় মাগো দুর্গতিনাশিনী ;
অসুর দলনী ওগো, সন্তানপালিনী।
চরণে অশুভ নাশ, করেতে অভয় দাও ;
চাও ওগো হররমা সন্তানে ফিরে চাও।
একদিন প্রপীড়িত দেবতার ক্রন্দনে,
আলুলায়িতকুন্তলা অবতরি মহারণে ;
করিলে অসুর বধ দেবতার উদ্ধার,
আর বার এস মাগো হর গো ধরার ভার।
দনুজ দলনী দেবী জয় মাগো ভবানী ;
ত্রিভুবনে কর ত্রাণ সন্তানপালিনী।

(উভয়ের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

কালিকা। বৎস, তোমার পিতা তোমার চিত্তশুদ্ধির মানসে পাঁচ বৎসরের জন্য আমার তত্ত্বাবধানে তোমাকে মা'র মন্দিরে রেখেছিলেন। আজ তোমার সেই পাঁচ বৎসর পূর্ণ হ'ল। ভবানীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এইবার তোমাকে আবার সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। সেখানকার পিচ্ছিল পথে একবার তোমার পদস্খলন হয়েছিল ; সুতরাং এবার অতি সাবধানে চলতে হবে। এই শুভ অবসরে তোমার ও তোমাদের বংশের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তোমাকে

দু-একটি উপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। আশা করি এ বৃদ্ধের কথাগুলি সতত মনে রেখে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবে।

যদু। দেব, আপনি পিতৃগুরু, সুতরাং আমার মহাগুরু। আপনার মত হিতৈষী সুহৃদ আমাদের বংশের আর নাই। আপনার উপদেশ যে আমার পক্ষে বেদবাক্যের মত, তাতে আর সন্দেহ কি? আদেশ করুন দেব; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ সে আদেশ অমান্য করব না।

কালিকা। শোন বৎস তবে। তুমি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছ—পৃথিবীতে তোমার যথেষ্ট কাজ আছে। তুমি বিধাতার কৃপায় অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছ। শতসহস্র ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত সহ্য ক'রে ব্রাহ্মণেরা আজও এদেশে জ্ঞানের বাতি জ্বেলে রেখেছে। তাদেরই বংশধর তুমি—সুতরাং অতি সাবধানে তোমাকে চলতে হবে। তোমার আচরণে তোমার সেই চিরপূজ্য পূর্ব্বপুরুষদের নামে যাতে কলঙ্ক স্পর্শ না করে, তা তোমাকে দেখে চলতে হবে। তোমার কাছে তোমার সমাজ ও দেশ অনেক আশা ক'রে থাকে; তাদের সে-আশায় বঞ্চিত করো না।

যদু। আমার এই তুচ্ছ জীবন যদি দেশের সামান্য মাত্র কাজেও লাগে, তবে তার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে দেব

কালিকা। বৎস, সমগ্র দেশ এখন ভীষণ আত্মকলহে জর্জ্জরিত। এই আত্মকলহের ফলে দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। একটা বিরাট মোহঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে কেউই এ আত্মকলহের কুফল দেখতে পাচ্ছে না। সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এই কলহানলে ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়ে একে চিরপ্রজ্জলিত করে রেখেছে। তোমাকে এই

সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ও স্বার্থের অতীত হ'য়ে থাকতে হবে। দেশবাসীর পরীক্ষার সময় আগতপ্রায়। একটা মহা আহ্বান অতি শীঘ্র তোমাদের কানে এসে পৌঁছাবে; সে আহ্বানে পূর্ণরূপে সাড়া দেবে। নারীর ধ্যান ক'রে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করেছ। এইবার খুব সতর্ক হয়ে দেশের ও দশের কাজে প্রাণ-মন সমর্পণ করবে।

যদু। দেব, আপনার কাছে কোন কথা বলতে সঙ্কোচ করা আমি উচিত মনে করি নে। আমি ইচ্ছা ক'রে কখন কোন নারীর ধ্যান করি নি। কি জানি কি একটা স্বভাবের আকর্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই আমি নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এই আকর্ষণ সৃষ্টিরই একটা নিয়ম; মানুষ ইচ্ছা করলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না।

কালিকা। বৎস, স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণ স্বভাবের নিয়ম হ'লেও তাকে সংযত করবার বিধি যথেষ্টই আছে। মানুষ যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, তবে এই আকর্ষণ থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা করতে পারে। যোগীরা যোগবলে আর সাধারণ গৃহস্থেরা রমণীকে জননীতে পরিণত ক'রে এই বিপদ হতে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে।

যদু। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কায়মনে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করি, যেন এই আদেশ পালনের যোগ্যতা লাভ করতে পারি; যেন এবার পিতামাতা ও বংশের যোগ্য সন্তান ব'লে পরিচয় দেবার সৌভাগ্য লাভ করি; যেন দেশের ও দশের সেবায় এ তুচ্ছ জীবন সমর্পণ করতে পারি।

কালিকা। বৎস, দেশের এক্ষণে মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত। এই মহাসঙ্কটে শিবরাত্রির সলিতাতুল্য গণেশনারায়ণের একমাত্র পুত্র তুমি—তুমি দেশসেবায় যোগ্যতা লাভ কর, ভ..নীর কাছে

কায়মনোবাক্যে এই ভিক্ষাই করি। বৎস, আমি যখনই ধ্যানে বসি, তখনই আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়; যেন আমি দেশমাতৃকার কাতর আহ্বান শুনতে পাই,—“কে কোথায় আমার সন্তান আছ এস—আমাকে রক্ষা কর। গৃহে দস্যু প্রবেশ ক'রে অস্ত্রাঘাতে আমাকে জর্জ্জরিত করছে; আমার যথাসর্ব্বস্ব তারা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।” দেশমাতৃকার এই কাতর আহ্বান শুনে কিছুতেই আর ধ্যানে নিবিষ্ট চিত্ত হতে পারি নে। স্বয়ং বৃদ্ধ হয়েছি; আর অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা নেই; নইলে এই কৌপীন কমণ্ডলু ত্যাগ ক'রে এই মুহূর্ত্তে অসি হাতে রণাঙ্গনে ঝাঁপ দিতুম। বড় আক্ষেপ যে, মনের ইচ্ছা তৃপ্ত করবার উপায় নেই। এখন তোমরাই একমাত্র ভরসা। যুবক তোমরা, জননীর কাতর আহ্বান শুনে যেন তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে যাও, বৃদ্ধের এই একমাত্র বাসনা।

যদু। দেব, আপনি বৃদ্ধ হলেও শক্তিতে যুবকতুল্য। আপনার এই জ্বালাময়ী বাণীতে অনেক ক্লীবের শরীরেও মহাবীর্য্যের আবির্ভাব হবে। ব্রাহ্মণের জীবন চিরদিনই দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কেবল অস্ত্র ধরলেই দেশের কাজ হয় না। পিতামহ দধীচি দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁর অস্থি দান করেছিলেন। আপনার কাছেও দীনের এই প্রার্থনা, আপনি সমস্ত দেশের লোককে এমনি ভাবে দেশের কাজে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলুন। দু-একজন গণেশ বা দুর্গাচরণের দ্বারা দেশের শৃঙ্খলভার অপনীত হবে না। যখন দেশে শত শত গণেশ ও দুর্গাচরণের সৃষ্টি হবে, তখনই মা'র এ বন্ধনদশা ঘুচে যাবে।

কালিকা। ভবানী করুন, যেন তা-ই হয় বৎস!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—গণেশনারায়ণের মন্ত্রণাকক্ষ

গণেশনারায়ণ, যদুনারায়ণ, দুর্গাচরণ, জীবনচন্দ্র ও অবনীনাথ উপবিষ্ট

গণেশ। বন্ধুগণ, গৌড়সম্রাটের ভাই আজিম শাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তা দমন করবার জন্য সম্রাট আমাদের সাহায্যভিক্ষা করেছেন। আমার মনে হয় সম্রাটের এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তোমাদের এ সম্বন্ধে কার কি মত, তা নির্ভয়ে আমার কাছে প্রকাশ কর।

জীবন। মহারাজ, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিপন্নের সাহায্য দান অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, আমাদের সেই ধর্ম্মপালন করবার অতি মহৎ সুযোগ উপস্থিত; এ সুযোগ কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়।

গণেশ। তোমাদের সকলেরই কি এই মত?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, সকলেরই।

গণেশ। তাহ'লে আগামী কালই আমাদের যুদ্ধযাত্রা করা উচিত।

জীবন। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ। আপনি আজ্ঞা দিন, কালই দুর্গাচরণ সসৈন্যে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হোক।

গণেশ। না জীবন, এ যুদ্ধ একটা যে-সে যুদ্ধ নয়; গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ। একদিকে সম্রাট নসেরিৎ শাহ, অন্য দিকে তাঁর ভাই আজিম শাহ্। এঁদের দুই বিরাট বাহিনীর মধ্যে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং এ সময়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারব না; স্বয়ং এ যুদ্ধে সেনাপতির পদ গ্রহণ করব।

দুর্গাচরণ। মহারাজ, নিজেই সেনাপতি হবেন ?

গণেশ। হ্যাঁ, অবশ্য নৌবিভাগে তুমি আর স্থলবিভাগে বেয়াইমশায় আমাকে সাহায্য করবেন। এই উভয় সৈন্য একযোগে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হ'য়ে সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হবে।

অবনী। বেয়াই, আমরা এত লোক থাকতে আপনি নিজে কেন যুদ্ধে যাবেন ? দুর্গাচরণকেই প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করুন; তাহ'লে সব কাজ সুশৃঙ্খলে এবং অনায়াসে সাধিত হবে।

গণেশ। তা হয় না বেয়াই। এ যুদ্ধকে আপনারা নিতান্ত তুচ্ছ ব'লে মনে করবেন না। এর ফলে দেশের মধ্যে একটা বিরাট ওলট-পালট অনিবার্য্য। এতে কার যে ভাগ্যোদয় আর কার ভাগ্যাস্ত হবে তা এখন বলা খুবই শক্ত। আমি একে একটা মাহেন্দ্রযোগ ব'লে মনে করি। এ মাহেন্দ্রযোগ কিছুতেই ত্যাগ করব না; আমি নিজেই এবার সেনাপতিত্ব করব।

দুর্গা। কত সৈন্য আমাদের সঙ্গে যাবে মহারাজ ?

গণেশ। রাজধানী রক্ষার জন্য পাঁচশ' সৈন্য রেখে অবশিষ্ট সকলকেই যুদ্ধে নিয়ে চল।

দুর্গা। আর এদের সেনাপতি ?

গণেশ। এই পাঁচশ' সৈন্যের সাহায্যে মহারাণী অনায়াসে রাজধানী রক্ষা করতে পারবেন।

দুর্গা। মহারাণীমা রাজধানী রক্ষা করতে পারবেন ?

গণেশ। কেন পারবেন না ?

দুর্গা। তা হ'লে রাজধানীর জন্য আর আমাদের ভাবনা-চিন্তা রইল না ?

গণেশ। সে জন্য কিছুমাত্র ভাবনা নেই। আমার একমাত্র চিন্তা

এই যে, আমাদের জল ও স্থল সৈন্য একই অথবা ভিন্ন পথে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হবে।

দুর্গা। এ বিষয়ে সাঁতোরাধিপতির প্রস্তাব আমি সমীচীন ব'লে মনে করি। জলসৈন্য পদ্মা বেয়ে আর স্থলসৈন্য দিনাজপুরের পথে অগ্রসর হোক। যে দল আগে গৌড়ে পৌঁছাবে, তারা অন্য দলের জন্য অপেক্ষা করবে। দু-দল একত্র না হয়ে কখন যুদ্ধে অগ্রসর হবে না।

জীবন। মহারাজ, আজিম শাহ্ দেবীকোটের দিক থেকে গৌড় আক্রমণ করতে আসছেন। এ অবস্থায় নৌযুদ্ধের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। আর গৌড়ের নৌসৈন্যও এখন পর্য্যন্ত সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করে নি।

গণেশ। তা হ'লেও নৌসৈন্য সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাদের লোকসান কিছুই হবে না। তোমরা ত জান জীবন, আমাদের নৌসৈন্য ভারতের সর্ব্বত্র অজেয়। আজ সপ্তদুর্গার এই নৌসৈন্যের নাম শুনলে ভারতের সকলেই ভয়ে কম্পিতকলেবর হয়। এই মহাবীরদের যশ অর্জ্জনে কেন বাধা দেব জীবন? অন্যান্য সৈন্যদলের সঙ্গে এরাও বিজয়মুকুট মাথায় প'রে আসুক।

জীবন। আচ্ছা মহারাজ, ধরুন, যদি নসেরিৎ শাহ্ এ যুদ্ধে পরাজিত হয়?

গণেশ। তাঁর পরাজয়ে আমাদেরও পরাজয়। আমি একথা কখন কল্পনাতেও আনতে পারি নে। সপ্তদুর্গার দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী কখনও পরাজয় স্বীকার করেনি।

দুর্গা। আপনি কেন বৃথা আশঙ্কা করছেন মন্ত্রীমশায়? এবার আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক। আমাদের আশা

আছে, এই যুদ্ধের ফলে গৌড়ের সিংহাসন আমাদের হাতের ক্রীড়াকন্দুকরূপে পরিণত হবে।

গণেশ। আমিও সেই আশাই করি দুর্গাচরণ। নইলে ভ্রাতৃবিবাদের আগুনে ইন্ধন জোগাবার জন্য আমি আমার প্রাণাধিক সৈন্যদের জীবন বলি দিতে অগ্রসর হতাম না। যদি গৌড়ের সিংহাসন দখল হবার কোন আশাই না থাকত, তাহ'লে গণেশনারায়ণ পাঠানের বন্ধুত্ব লাভের চেয়ে ভবানীমন্দিরে তপস্যারত হয়ে থাকা বেশী পৌরুষ ব'লে মনে করত।

অবনী। সত্যই এটা আমাদের পক্ষে মাহেন্দ্রযোগ। আজ থেকে সান্যালগড়ের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব রইল না ; সমস্ত সান্যালগড়-বাহিনীকে আজ আমি সপ্তদুর্গার অঙ্গে মিলিয়ে দিলুম। আমাদের এই সম্মিলিত সৈন্যের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এই পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যদি আমরা মাতৃভূমির কাজে অগ্রসর হই, মা-ভবানী অবশ্যই আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

গণেশ। বেয়াইমশায়, আপনার দেশভক্তি অতুলনীয়। এই শুভ অবসরে সান্যালগড়বাহিনীকে সপ্তদুর্গার অঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আপনি যে দেশের কত বড় উপকার করলেন, তা কখনও ব'লে শেষ করা যায় না।

দুর্গা। তা হ'লে আর বৃথা সময় নষ্ট করার দরকার কি ? আগামী কালই মাহেন্দ্রযোগে আমাদের যাত্রার সময় স্থির হোক।

গণেশ। তাই হোক দুর্গাচরণ। তুমি সৈন্যদলকে প্রস্তুত হবার জন্য আদেশ প্রচার কর।

যদু। বাবা, আপনারা সকলেই আমার চেয়ে বয়স ও বুদ্ধিতে বড়। আপনাদের সামনে কথা বলা আমার পক্ষে ছেলেমানুষী বই

আর কিছুই নয়। তবু একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছা হয়। যদি আজ্ঞা দেন, তা হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

গণেশ। তুমি অনায়াসে তোমার বক্তব্য বলতে পার যদু। রাজ্যের প্রত্যেক প্রজারই রাজাকে পরামর্শ দেবার অধিকার আছে।

যদু। আমার মনে হয়, আমাদের জল- ও স্থল- সৈন্য ভিন্ন পথে না গিয়ে যতদূর সম্ভব পরস্পরের কাছে থেকে গৌড়ের দিকে যাওয়া উচিত।

অবনী। তাতে ফল ?

যদু। ফল ভালই হবে। এতে একের বিপদে অন্যের সাহায্য পাবার বিস্তর সুবিধা। নইলে সৈন্যরা যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে পথের মাঝে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লে রক্ষা পাবার কোন উপায়ই থাকবে না।

অবনী। এ ভয় তোমার অমূলক যদু। সপ্তদুর্গার সঙ্গে শত্রুতা করে সমস্ত বাংলা দেশে এখন আর এমন কেউই নেই। গৌড়সম্রাট ত নিজেই বিদ্রোহের জন্য ব্যতিব্যস্ত।

যদু। আজ্ঞে তা সত্য বটে, কিন্তু যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করায় লাভ কিছুই নেই। বিদেশে সৈন্যদের কখন যে কোন্ অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটে, তা কিছুই বলা যায় না। বিশেষ দেশে এখন বিদ্রোহ চলছে ; এ অবস্থায় সাবধানে অগ্রসর না হ'লে বিপন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

দুর্গা। মহারাজ, আমি আগে যা বলেছি তার চেয়ে কুমারের মতই বেশী যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয়। আমাদের জল- ও স্থল- সৈন্যের ভিন্ন পথে গিয়ে কোন লাভ নেই।

গণেশ। বেশ, তাহ'লে সমস্ত সৈন্যই পদ্মার পথে যাত্রা করুক।

দুর্গা। তাই ভাল মহারাজ।

গণেশ। আজ রাতের মধ্যে কতগুলো যুদ্ধজাহাজ যাবার জন্ত প্রস্তুত হবে দুর্গাচরণ?

দুর্গা। সপ্তদুর্গার পোতাশ্রয়ে আজ দেড় শ' জাহাজ উপস্থিত আছে মহারাজ। আর যমুনা ও বড়ল প্রত্যেকের মোহানায় আরও পঁচিশ-খানা ক'রে পাহারার কাজে নিযুক্ত আছে।

গণেশ। প্রহরী-জাহাজগুলো সরানো কোনরকমেই সঙ্গত নয় দুর্গাচরণ। রাজধানীতে যে দেড় শ' জাহাজ রয়েছে সেগুলো শুধু যাত্রা করুক।

দুর্গা। যে আজ্ঞা, আর তোপ কতগুলো সঙ্গে নেওয়া হবে মহারাজ?

গণেশ। আমাদের মোট পৌণে তিন শ' তোপ আছে। তার মধ্যে পঁচিশটা রাজধানীরক্ষার জন্ত রেখে বাকী আড়াই শ' সঙ্গে নাও।

দুর্গা। যে আজ্ঞা। আর রসদ সম্বন্ধে?

গণেশ। পঞ্চাশ হাজার লোকের ছয়মাসের যোগ্য রসদসামগ্রী সঙ্গে ক'রে নাও। এই রসদের কথাটি যুদ্ধের একটা খুবই বড় ব্যাপার। সৈন্যদের দীর্ঘকাল ধ'রে যুদ্ধ করা আর না-করা রসদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেখ, রসদের জন্য যেন কখন আমাদের পরের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

দুর্গা। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। পঁচিশখানা নৌকাপূর্ণ খাদ্যসামগ্রী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

গণেশ। উত্তম। গোলন্দাজ সৈন্য তোমার কত আছে দুর্গাচরণ?

দুর্গা। প্রায় আড়াই হাজার হবে মহারাজ।

গণেশ। চরসৈন্য?

দুর্গা। প্রায় পাঁচ শ'।

গণেশ। তাহ'লে আমরা সব দিক দিয়েই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। আজ রাত্রি এক প্রহরের পরে চল আমরা সকলে মা-ভবানীর চরণের কাছে একত্র হয়ে যুদ্ধজয়ের জন্য তাঁর আশীর্ব্বাদভিক্ষা করি। পঞ্চাশ-খানা বজরা এখনই তৈয়ার করবার জন্য আদেশ দাও। দাঁড়ি-মাঝি-দের জানিয়ে দাও, যদি তারা আধপ্রহরের মধ্যে আমাদের সকলকে মা'র মন্দিরে পৌঁছে দিতে পারে, তাহ'লে তাদের প্রত্যেককে আমি এক-একটি মোহর পুরস্কার দিব।

দুর্গা। তার অনেক আগেই আমরা পৌঁছে যাব মহারাজ। সপ্তদুর্গার মাঝিমাল্লা সকলেই নৌকা চালাতে সিদ্ধহস্ত। আমার মনে হয় একদণ্ডের মধ্যেই তারা চলন ছেড়ে করতোয়ায় প্রবেশ করবে এবং আর এক দণ্ডের মধ্যে মন্দিরের কাছে আমাদের পৌঁছে দেবে।

গণেশ। তাহ'লে আর দেরী ক'রে দরকার নেই। তুমি এখনই গিয়ে বজরার ব্যবস্থা কর, আমিও অন্দরে গিয়ে মহারাণীকে প্রস্তুত হতে বলি।

(অগ্রে গণেশনারায়ণ ও পরে অন্যান্য সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সপ্তদুর্গা—নবকুমারীর শয়নকক্ষ

নবকুমারী ও যদুনারায়ণ

নব। এ হতভাগিনীর পোড়াকপালে বিধাতা সুখ লেখেনি।

যদু। কেন প্রিয়ে?

নব। কেন তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? রাজকন্যা এবং রাজপুত্রবধূ আমি; কিন্তু আমার চোখ কি কখন তুমি জল ছাড়া দেখেছ? কাঁদতে কাঁদতেই ত আমার জীবনটা কেটে গেল।

যদু। কিন্তু আমার ত কোন দোষ নেই লক্ষ্মী; আমি ত ইচ্ছা ক'রে একদিনের জন্যও তোমাকে অসুখী করিনি।

নব। তোমার দোষ কেন হতে যাবে? দোষ আমার এই পোড়াকপালের।

যদু। মানুষের দিন কখনও সমান যায় না নব। দুঃখের পর সুখ আস্‌বেই আসবে। বিধাতা যখন যে-অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতে সুখী হ'লে আর দুঃখ পেতে হয় না।

নব। আমরা নারীজাতি, চিরকাল সংসারটাকে যেভাবে দেখে এসেছি, সেই ভাবেই দেখব। হাজার হাজার দর্শন বা বেদান্তের কথা শুনিয়েও আমাদের সে চিন্তাস্রোতের ধারা কেউ কোনদিন ফেরাতে পারবে না।

যদু। তা হ'লে বল নব, যাতে তোমাকে সুখী করতে পারা যায়, আমি তা-ই করতে প্রস্তুত।

নব। তা যে হবার নয় প্রাণাধিক। আমার যাতে সুখ বিধাতা

তা হতে দেবেন কেন? শ্বশুরবাড়ীতে এসে প্রথমতঃ তোমাকে চিনতেই শিখিনি। তারপর যখন তুমি কি জিনিষ তা জানতে পারলুম, যখন পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সামনেই জলের পাত্র দেখে পানের ইচ্ছায় সাগ্রহে পাত্রের দিকে চেয়ে রয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিধাতা সেই জলের পাত্র নিমিষের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ফেললেন। যা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি তেমনি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পাঁচ বৎসরের জন্যে তুমি দূরে সরে গেলে। অভাগিনীর কোমল হৃদয়ে সে সময়ে বাণের মত যে ভীষণ আঘাত লেগেছিল, আমার কপালে অনন্ত দুঃখ আছে ব'লেই তার পরও আমি বেঁচে রইলুম।

যদু। তাতে ত আমার কোনই হাত ছিল না নব। আর সে দুঃখ আমার বুকেও বড় কম বাজেনি, তা ত তুমি জান।

নব। জানি কি কষ্টে যে এই পাঁচ বছর কেটেছে, তা সবার সাক্ষী একমাত্র অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন। দিনরাত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'তে বসেছিলুম। মা কত বোঝাতেন, ঠাকুর নিজে এসে কত প্রবোধ দিতেন, কিন্তু তাতে যেন আমার শোকের বাঁধ একেবারে চুরমার হয়ে যেত। কতদিন ঠাকুরের সামনেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতুম। মাঝে মাঝে বাবাও এসে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু তিনি আমাকে কি প্রবোধ দেবেন, আমার কান্না দেখে নিজেই কেঁদে আকুল হতেন। আর অভাগিনীর এমনি পোড়া কপাল যে, দুঃখের রাত কেটে প্রভাত হতে-না-হতেই আবার এক মস্ত বড় ভীষণ আঁধার রাত এসে উপস্থিত। এবার দুঃখিনীর কপালে যে কি আছে তা কে জানে?

যদু। কি করব নব, আমি চিরকাল কেবল তোমার দুঃখের কারণই হলুম। রাজপুত্রবধূ হয়েও তুমি দীনদুঃখীর চেয়ে অধম।

এই হতভাগাই তোমার যত দুঃখের মূল। আমি কি তোমাকে কেবল দুঃখ দেবার জন্যেই জন্মেছিলাম? নব! লক্ষীটি, আমায় মাপ কর! আর আমি তোমাকে দুঃখ দেব না। আজ থেকে তোমার মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আমার জীবনের আর অন্য ব্রত রইল না। আজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। আমার সব যায় যাক; শুধু তুমি যদি সুখী হও, তা হ'লেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।

নব। তোমার কথার মর্ম্ম আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারলুম না। যুদ্ধে যাবার জন্য তুমি রাজাজ্ঞা পেয়েছ; সে-আজ্ঞা ত নিশ্চয়ই তুমি পালন করবে?

যদু। না নব, সে আজ্ঞা আমি পালন করতে পারব না। আমার ধর্ম্মকর্ম্ম ইহকাল পরকাল সবই এখন তুমি।

নব। ছিঃ, এটা কি তোমার মত অত বড় বীরের কথা হ'ল? যে-মহৎ বংশে তোমার জন্ম, যে-প্রাতঃস্মরণীয় পিতার পুত্র তুমি, তাতে এমন কথা কি তোমার মুখ দিয়ে বের হওয়া সঙ্গত? না-না, তোমাকে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হতে দেব না। আমার জন্য তুমি বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবে, আর আমি বেঁচে থেকে তাই দেখব, আমার প্রাণ থাকতে এ কোনদিন হতে পারবে না।

যদু। না প্রিয়ে, আর আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করো না। আজ হ'তে তোমাকে ত্যাগ ক'রে আর আমি এক পাও কোথাও নড়ব না, এটা আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ না হয় নব। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, দেখ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে যেন আমাকে লিপ্ত হতে না হয়।

নব। আমার যে ভিতর বার দু-দিকেই দুই ভীষণ দাবানল।

একদিকে তুমি বীরধর্ম্ম ত্যাগ করলেও যেমন আমার দায়িত্ব, অন্যদিকে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'লেও আমার তেমনি দায়িত্ব। এই দুই আগুনের একটা না মাড়িয়ে আর আমার উপায় নেই। তাই যে-আগুনটার জ্বালা একটু কম, তাইতেই আমি ঝাঁপ দেব। তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গই হ'ক; এতে যদি কিছু পাপ থাকে তবে সে-সমস্তই আমি মাথা পেতে নিয়ে নেব; কিন্তু তোমাকে আমি বীরধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করতে দেব না।

যদু। কিন্তু তোমার চোখের জল যে আর সহ্য হয় না নব?

নব। হাজার হ'ক আমি নারী। কাঁন্নাকেই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিদ্যা বলে আয়ত্ত করেছি। কিন্তু তাই ব'লে তুমি পুরুষ, তুমি কেন সেদিকে দৃকপাত করবে?

যদু। পুরুষেরও হৃদয় আছে নব। আমরা ত আর পাষাণ দিয়ে গঠিত নই; আমাদেরও রক্তমাংসের দেহ। আমার চোখের সামনে তুমি বাণবিদ্ধা বিহঙ্গিনীর মত ছটফট করবে, আর তা দেখেও আমি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চলে যাব, এটা কখন সম্ভব নয় নব। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন হয় হ'ক, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আর আমি এক পাও সরে যাব না।

নব। তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম যে, এ দেহে প্রাণ থাকতে তোমাকে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে দেব না। যদি তুমি আমার এই অনুরোধে কান না দাও তবে দেখতে পাবে কেমন হাসতে হাসতে তোমার পায়ের তলায় আমি এ তুচ্ছ জীবন বলি দিতে পারি।

যদু। নব, তোমার এ কি রকম আচরণ, তা আমি বুঝতে পারলুম না। পিতৃআজ্ঞায় যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে তোমার কাছে বিদায় নিতে এলুম, তুমি কেঁদে আমার সকল সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়ে

দিলে। কিন্তু যেই আমি যুদ্ধে যাব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করলুম, অমনি তুমি আবার উল্‌টো জিদ ধরলে যে, প্রাণ থাকতে তুমি আমায় তা করতে দেবে না। এই কি তোমাদের নারীজাতির স্বভাব?

নব। সত্যি এই নারীজাতির স্বভাব। নারী প্রিয়জনবিরহে কাঁদবে, আপনার আগুনে আপনি পুড়ে ছাই হবে, কিন্তু প্রিয়ের যাতে অমঙ্গল ঘটে, তা কখনই করতে দেবে না। এই ত নারীর গৌরব। এই সহিষ্ণুতা গুণ না থাকলে যে নারীকে তার উঁচু আসন থেকে নেমে আসতে হবে। নারীকে ধরিত্রীর মত সহনশীলা হতে হবে। নারী দরকার হ'লে তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলবে, কিন্তু প্রিয়জনকে কখনও কুপথে যেতে দেবে না।

যদু। বেশ, তবে হাসিমুখে বিদায় দাও প্রিয়ে। পিতৃ আজ্ঞায় যুদ্ধে যাচ্ছি; যদি ফিরে আসি, আবার দেখা হবে।

নব। হ্যাঁ, হাসিমুখেই তোমায় বিদায় দিচ্ছি। যাও প্রিয়তম, মাথায় জয়মুকুট প'রে যুদ্ধ হতে ফিরে এস। ভয় নেই, কেউ তোমার এক গাছি চুল পর্য্যন্ত ছুঁতে পারবে না। যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে কখন তোমাভিন্ন অন্যের চিন্তা মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে আমার এ কথা কখন মিথ্যা হবে না। দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল তুমি; কার সাধ্য তোমার গায়ে কাঁটা বেঁধে?

যদু। তবে এখন আসি নব, বিলম্বে যাত্রার সময় বয়ে যাবে।

(নবকুমারীর মুখচুম্বন ও প্রস্থান)

নব। ভবানী, বুকে বল দে মা; যেন প্রভুর এ বিয়োগবেদনা অনায়াসে সইতে পারি। চোখ, আজ তুমি শুষ্ক হও, সারাজীবনই ত কেঁদে কেঁদে কত অশ্রুগঙ্গার সৃষ্টি করেছ, আজ কি সে নিয়মের ব্যতিক্রম

করতে পারবে না? না, কিছুতেই চোখের জল বন্ধ করতে পারছিনে, প্রবল নদীস্রোতের মত তুই চোখ দিয়ে হুহু ক'রে জল আস্‌ছে। তবে কাঁদি, প্রাণভ'রে কাঁদি। কাঁদতে-কাঁদতেই ত জন্ম কেটে গেল, কাঁদাকে আর আমার ভয় কি? তবে আয় অশ্রু, আয়, গোমুখীর জলধারার মত চোখের কোণ ফেটে বের হয়ে আয়, এসে এমন অশ্রু-গঙ্গার সৃষ্টি ক'রে ফেল্, যাতে ভবানীর মন্দির-সোপান বিধৌত ক'রে দিতে পারি। ভবানী, সতীর মর্ম্মবেদনা তুই ত সবই জানিস মা। আমার জীবনস্বামী আমারই জন্য পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সে সঙ্কল্পে বাধা দিয়েছি, আমিই তাঁকে উত্তেজিত ক'রে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখিস মা, যেন সতীর মানরক্ষা হয়। যেন প্রভু আমার অক্ষত শরীরে ফিরে আসেন। যেন আবার হাসিমুখে এসে নব ব'লে ডাকেন। আজ তুই ছাড়া দুঃখিনীর মনের বেদনা জানতে দুনিয়াতে আর কে আছে মা? মা, আমার বুকের মধ্যে দিনরাত আগুন জ্বলে জ্বলুক, কিন্তু প্রভুর গায়ে যেন একটুও আঁচড় না লাগে। দেখিস্ মা, যেন দুঃখিনীর ধনকে সদা রক্ষা করিস। আজ তোরই হাতে প্রভুকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি। নারী তুই মা,—নারীর ব্যথা তুই না বুঝলে আর কে বুঝবে?

গীত

সঁপে দিনু তোরে হৃদয়ের ধন
রাখিস্ মা তারে চরণছায়,
আমার সাধের স্বপন না যেন
অকালে পলকে মিলায়ে যায়।

অকূল বিপদে ব্যাকুল হইয়া
দিনু মা বেদনা চরণে ঢালিয়া
কেবলি পরাণে রহিয়া রহিয়া
কি হয় কেমনে কহিব হায়।
তাই করি নিবেদন আঁখি জলে ভাসি
কাতর মিনতি ও রাঙা পায়।

তৃতীয় দৃশ্য

কানসাট—আজিম শাহের শিবির

নীচে পবিত্র সলিলা গঙ্গানদী প্রবাহিতা

আজিম ও আস্‌মান

আজিম। মা, তুই যে বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন শুনতে চেয়েছিলি, তাই প্রেমতলী থেকে একজন খুব ভাল কীর্ত্তনগায়ক এনেছি। তোর যখন ইচ্ছা ডেকে তার গান শুন্‌বি।

আস্‌মান। তবে তাকে ডাকাও বাবা, এইখানেই একটু গান শোনা যাক্। তুমিও ত সারাদিন যুদ্ধের কথা নিয়ে ব্যস্ত; গান শুনে তুমিও মনটা একটু ভাল কর।

আজিম। আচ্ছা, তা হ'লে তাকে ডাকাই। ওরে কে আছিস?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। খোদাবন্দ্!

আজিম। প্রেমতলী থেকে যে কীর্ত্তনগায়ক এসেছে, তাকে এখানে ডাক্।

প্রহরী। জো হুকুম।

(প্রস্থান)

আস্‌মান। কবে এ কীর্ত্তনে এসেছে বাবা?

আজিম। আজই সকালে এসেছে মা।

(কীর্ত্তনগায়ক সহ প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ এবং তাহাকে রাখিয়া প্রস্থান)

কীর্ত্তনীয়া। শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক। শাহ্‌জাদার কি আজ্ঞা?

আজিম। রাজকুমারী গান শুনবেন। তুমি খুব ভাল দেখে একটা গান গাও।

কীর্ত্তনীয়া। যে আজ্ঞা।

গীত

কবে কৃষ্ণধন পাব,　　হিয়ার মাঝারে থোব ;
　　জুড়াইব এ পাপ পরাণ ?
সাজাইয়া দিব হিয়া,　　বসাইব প্রাণপ্রিয়া ;
　　নিরখিব সে-চন্দ্রবয়ান।
হে সজনী, কবে মোর　　হইবে সুদিন ?
সে প্রাণনাথের সঙ্গে　　কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
　　সুখময় যমুনাপুলিন ?

আস্‌মান। বেশ গান গায় বাবা। ওকে কি মাইনে ক'রে রেখে দেবে?

আজিম। তুই যদি রাখ্‌তে চাস্, তবে অবশ্যই রাখা হবে।

আস্‌মান। ওকি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে বাবা, না তুমি জোর করে ধ'রে এনেছ ?

আজিম। স্বেচ্ছায় আসেনি মা।

আস্‌মান। তা হ'লে ওকে আমি রাখব না বাবা; ওকে এই মুহূর্ত্তেই বিদেয় দাও।

আজিম। সে কি মা ?

আস্‌মান। বৃথা একটা লোকের স্বাধীনতা হরণ ক'রে পাপের ভাগিনী হতে আমি চাইনে।

আজিম। বেশ তাই করব মা। (কীর্ত্তনীয়ার প্রতি) তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম কর।

কীর্ত্তনীয়া। যে আজ্ঞা (কুনিশ করিয়া প্রস্থান)।

আস্‌মান। এস বাবা, এখন একটু পাশা খেলি।

আজিম। নিয়ে আয় তোর পাশা। দেখি আজ কে হারে, কে জেতে।

আস্‌মান। আচ্ছা দেখবে এখন।

(প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ পরে পাশা লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

আস্‌মান। আজ কিন্তু সহজে উঠতে দেব না বাবা। তুমি যে একবার হারলেই পালিয়ে যাবে তা হবে না।

(ব্যস্তভাবে ইশাক খাঁর প্রবেশ)

আজিম। কি ইশাক খাঁ, সংবাদ কি ?

ইশাক্। সংবাদ অত্যন্ত অশুভ শাহজাদা। সম্রাটসৈন্য আমাদের শিবির থেকে এক ক্রোশের মধ্যে শিবিরসন্নিবেশ ক'রে রয়েছে।

আজিম। কে তাদের সেনাপতি ?

ইশাক্। সম্রাট স্বয়ং। আর চরমুখে সংবাদ পেলাম, মহারাজ গণেশনারায়ণও প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দুসৈন্য নিয়ে প্রেমতলীর কাছে এসে শিবিরসন্নিবেশ করেছেন। তিনি যে-কোন মুহূর্ত্তে সম্রাটসৈন্যের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

আজিম। তাহ'লে এখন উপায় ?

ইশাক্। উভয় সৈন্য যাতে সম্মিলিত হতে না পারে তারই ব্যবস্থা করা।

আজিম। বেশ এই মুহূর্ত্তেই শিবির ভেঙে দাও। রাত্রি এখন আড়াই প্রহরের বেশী নয়। প্রভাত হবার আগেই আমরা শাহী সৈন্যের ঠিক পেছন দিক দখল ক'রে ফেল্‌ব। তারপর এমনভাবে লড়াই চল্‌তে থাকবে, যাতে গণেশনারায়ণ কিছুতেই শাহী সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। তা ছাড়া আমাদের খুব সাবধানে চল্‌তে হবে। আমাদের গতিবিধির কথা যেন তারা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পারে।

ইশাক। তাহ'লে আর দেরী ক'রে ফল কি ? এখনই আমি শিবির ভাঙবার আদেশ দি ?

আজিম। হাঁ, এই মুহূর্ত্তেই।　　(**প্রস্থান**)

ইশাক। যো হুকুম।

আজিম। ফেল্ তো মা দান, চট্ ক'রে দু-হাত খেলে নি।

আস্‌মান। বাবা ?

আজিম। কি মা ?

আস্‌মান। আজ এক নূতন খেলা খেল্‌বে বাবা ?

আজিম। কি খেলা মা ?

আস্‌মান। বন্দুক তরবারির খেলা ?

আজিম। পাগলামি করিসনে মা।

আস্‌মান। না বাবা, আজ বন্দুক তরবারি নিয়ে সত্যিকার খেলা খেলব। বাবা, বৃথাই কি বন্দুক চালনা অভ্যাস করেছিলুম? আজ শিয়রে আমাদের প্রবল শত্রু; উভয়পক্ষ পরস্পরের প্রাণ নষ্ট করবার জন্য বুকে খড়্গের আঘাত করতে উদ্যত। আমার অস্ত্র-বিদ্যাপরীক্ষার এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুযোগ আর কবে পাব বাবা? তোমার পায়ে পড়ি, এ কাজে আমায় বাধা দিও না। আমার বড় সাধ যে, নারীজাতি আত্মরক্ষায় অক্ষম, এই বৃথা কলঙ্ক থেকে তাদের মুক্ত করি। তাই রণক্ষেত্রে একবার শক্তিপরীক্ষা দিবার জন্য আমি এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। আমায় নিষেধ কোরো না বাবা।

আজিম। বেশ, এতে আমি কোন আপত্তি করব না মা। তুমি স্বচ্ছন্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পার।

আস্‌মান। তবে আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমা হতে বংশের কোন অগৌরব না হয়।

আজিম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করলাম মা যেন খোদা তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

আস্‌মান। আর বল বাবা, যেন এমনি হাসতে হাসতে ফিরে এসে তোমার পায়ের ধূলো নিতে পারি। (এই সময় গুড়ুম্‌গুম্ করিয়া একটা কামান গর্জ্জিয়া উঠিল)

আজিম। (চমকিত ভাবে) একি—? কার এ তোপ?

(বেগে জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। খোদাবন্দ্, শত্রুপক্ষ হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করেছে।

(এই সময় আর একবার কামান গর্জ্জিল)

আজিম। শীঘ্র গিয়ে ওদের কামানের প্রত্যুত্তর দিবার ব্যবস্থা

করি। আজ আমি নিজেই গোলন্দাজ সৈন্য পরিচালন করব। দেখি ভাগ্যলক্ষ্মীকে নসেরিৎ শার কাছ থেকে কেড়ে আন্‌তে পারি কি-না।

(প্রস্থান)

আস্‌মান। আজ আমাদের পরম গৌরবের দিন। একদিকে পিতা নিজে গোলন্দাজ সৈন্য পরিচালন করবেন, আর একদিকে তাঁর কন্যা বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুর বক্ষভেদ করবে। কিন্তু খোদার কি অবিচার! কোন কাফেরকে আমাদের শত্রু না ক'রে চাচাকে আমাদের শত্রু করেছেন। তা না হ'লে কাফের বধে যে তৃপ্তি হত, সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। যাই হ'ক, আগে দেখি বাবা কেমন ভাবে কোথায় কি করছেন।

(প্রস্থান এবং অন্য দিক দিয়া আজিম ও ইশাক খাঁর প্রবেশ)

ইশাক। জনাব, তোপ বন্ধ করতে আদেশ করুন। শত্রু একেবারে আমাদের গায়ের উপর এসে পড়েছে, তোপের আর এখন কোন মূল্য নেই। এখন সাম্‌নাসাম্‌নি অসিযুদ্ধ করতে হবে। সামনের সৈন্যগণকে শত্রু-শিবিরের বাঁ দিক আক্রমণ করবার জন্য এখনই আদেশ দিন। ঐ স্থানেই শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল দেখা যাচ্ছে।

আজিম। বেশ, তোপ বন্ধ হ'ক; কিন্তু পিছনের সৈন্যরা মুহুর্মুহু বন্দুক চালনা করুক; আর সামনের সৈন্যদের নিয়ে তুমি শত্রুর বাঁ দিক আক্রমণ কর। এ দিকে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আমি প্রস্তুত হয়ে থাকব, এবং সুযোগ পেলেই শত্রুর ডান দিক আক্রমণ করব।

(উভয়ের প্রস্থান এবং আস্‌মানের পুনঃপ্রবেশ)

আস্‌মান। মুহুর্মুহু বন্দুক চালনা ক'রে অসংখ্য শত্রুসৈন্য হত্যা

করেছি। কিন্তু ওরা সকলেই পাঠান, আমারই স্বজাতীয়। এ আমি কি করলুম? হঠাৎ একটা কি যেন মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে এমন বীভৎস কাণ্ড ক'রে বসলুম? অসংখ্য ভ্রাতৃহত্যা করেছি। খোদা, খোদা! মাপ কর, আমায় প্রকৃতিস্থ হতে দাও। এ পাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। কাফেরের রক্তে গৌড়দেশ ভাসিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক ধুয়ে ফেলব।

(প্রস্থান)

[আজিম ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। খোদাবন্দ, সেনাপতি ইশাক্ খাঁ সংবাদ দেবার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আজিম। বেশ, কি সংবাদ এনেছিস বল্।

সৈনিক। জাঁহাপনা, সংবাদ খুবই শুভ। সম্রাট নসেরিৎ শাহ্ যুদ্ধে মারা গিয়েছেন; তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের সৈন্যেরা তাড়া ক'রে তাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

আজিম। সম্রাট নসেরিৎ শাহ্ নিহত!

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা; এতে সন্দেহ করবেন না। জাঁহাপনা, গোলাম এ শুভ সংবাদ এনেছে; বক্‌শীসের আশা করে।

আজিম। শুভ সংবাদ নয় সৈনিক; আজ আমি ভ্রাতৃহীন হ'লাম। আমার হৃৎপিণ্ডের অর্দ্ধেকটা ছিঁড়ে গেল। এ সংবাদ আমার কাছে বজ্রাঘাতের চেয়েও ভীষণ। ওঃ! এ আমি কি শুনলাম? ভ্রাতৃহত্যা করেছি। মহাপাপ করেছি! খোদা, খোদা! আমাকে দণ্ড দাও; আমাকে অনলহ্রদে নিক্ষেপ কর; ভ্রাতৃহত্যার উপযুক্ত শাস্তি দাও। জগতের সামনে আমাকে এমন কঠিন দণ্ড দাও, যাতে দুনিয়ার লোকে আর কেউ কখনও ভ্রাতৃহন্তা না হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

গৌড়ের উপকণ্ঠ—গণেশনারায়ণের শিবির

গণেশনারায়ণ ও দুর্গাচরণ

দুর্গা। মহারাজ, ব্যাপার অত্যন্ত ভীষণ। কানসাটের যুদ্ধে সেরিং শাহ্ নিহত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চারিদিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এখন আজিম শাহ্ আমাদের আক্রমণ করবার জন্য বায়ুবেগে পদ্মার তীর বেয়ে ছুটে আস্‌ছেন।

গণেশ। চিন্তার কোন কারণ নেই দুর্গাচরণ। যেখানে আমরা শিবির সন্নিবেশ করেছি, তা যুদ্ধের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। এখানে যদি যুদ্ধ হয়, তবে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

দুর্গা। তাহ'লে আমরা আর না এগিয়ে এখানেই শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করি।

গণেশ। হাঁ দুর্গাচরণ, এস্থান ছেড়ে যাওয়া কোন রকমেই উচিত নয়। যুদ্ধে জয়পরাজয় স্থাননির্ব্বাচনের উপরও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। আমরা যে-স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেছি, সে একটা ক্ষুদ্র টিলাবিশেষ। চারদিকের মাটি এর চেয়ে অনেক নীচে। এস্থানে যদি আমরা আমাদের তোপগুলো খাটিয়ে রাখি, তাহ'লে অনায়াসে একটা ধ্বংসলীলার অভিনয় হয়ে যাবে।

(অবনীনাথের প্রবেশ)

অবনী। মহারাজ, আমাদের অশ্বারোহী গুপ্তচর সংবাদ এনেছে

আজিম শাহের সৈন্য আমাদের শিবিরের দু-ক্রোশের মধ্যে এসে পড়েছে।

গণেশ। তাহ'লে আমাদের গোলন্দাজ সৈন্যদের এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হবার আদেশ দিন; যেন যে-কোন মুহূর্ত্তেই আমরা শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ করতে পারি।

অবনী। যে আজ্ঞা। আমি গোলন্দাজ সৈন্যদের এখনই প্রস্তুত হবার আজ্ঞা দিতে চললাম।

(**প্রস্থান**)

দুর্গা। শুধু গোলন্দাজই নয়, সমগ্র বাহিনীরই প্রস্তুত থাকা বিশেষ দরকার। শত্রু যখন এত নিকটে, তখন আর বিশ্রামের অবকাশ কোথায়?

গণেশ। হ্যাঁ দুর্গাচরণ, এখন আর এক মুহূর্ত্তও কারো বিশ্রাম করা চলবে না; সমগ্র বাহিনীকেই প্রস্তুত হবার জন্য আদেশ দাও। রাজা অবনীনাথ গোলন্দাজ সৈন্য পরিচালন করুন। জীবনচন্দ্র অশ্বারোহী এবং যদুনারায়ণ পদাতিক দলের অধিনায়ক হোক; আর আমার আজ্ঞাধীনে তুমি সমগ্র বাহিনী পরিচালিত কর।

(উপর্য্যুপরি বিপক্ষের কামান গর্জ্জন)

এ কি! বিপক্ষের তোপ! দুর্গাচরণ, আমাদের লজ্জা রাখবার স্থান নেই, শত্রুই আমাদের প্রথম আক্রমণ করেছে। তুমি শীঘ্র যাও, এই মুহূর্ত্তেই এর উত্তর দেবার ব্যবস্থা কর; আমাদের সমস্ত তোপে এমন ভীষণ আগুন জ্বেলে দাও, যাতে আজিমের যুদ্ধের সাধ একেবারে মিটে যায়।

দুর্গা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(**প্রস্থান**)

[জীবনচন্দ্রের প্রবেশ]

জীবন। মহারাজ, বিপক্ষের গোলা ক্রমাগত আমাদের শিবিরের মধ্যে এসে পড়াতে সৈন্যরা এতই বিচলিত হ'য়ে পড়েছে যে, তারা এখনই শত্রুকে আক্রমণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

গণেশ। আক্রমণ করবার আদেশ যথাসময়ে দেওয়া হবে। তুমি এখানে আর দেরী না ক'রে নিজের সৈন্যদের মধ্যে যাও।

জীবন। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

[উপর্য্যুপরি তোপের শব্দ]

গণেশ। হাঁ, এইবার আমাদের তোপ শত্রুর আক্রমণের যথার্থ উত্তর দিয়েছে। দেখি, আজিম শাহ্‌ এবার কি করে। আমার সৈন্যদল সত্যই ভারতে অতুলনীয়, এদের যুদ্ধপ্রণালী দেখলে গর্ব্বে বুকটা ফুলে ওঠে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ, সেনাপতি দুর্গাচরণ সংবাদ পাঠালেন, বিপক্ষের সৈন্য আমাদের শিবিরের এক ক্রোশের মধ্যে এসে গিয়েছে।

গণেশ। আচ্ছা চল, আমি নিজে গিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

[সৈন্যগণ, যদুনারায়ণ ও দুর্গাচরণের প্রবেশ]

দুর্গা। কুমার, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলে না। আপনি বিদ্যুদ্বেগে আপনার পদাতিকদের সঙ্গে আজিমের ডান দিক আক্রমণ করুন।

যদু। ভাই সব, সেনাপতির আদেশ, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের শত্রুগণকে আক্রমণ করতে হবে। আর তিলমাত্র বিলম্ব করো না,

ভীমবেগে শত্রুর উপর গিয়ে পড়। আজ গৌড়ের মাঠে সপ্তদুর্গার বিজয়স্তম্ভ পুঁতে দাও। বহু যুদ্ধবিজয়ী বীর তোমরা, তোমাদের বিজয়গৌরব যেন কেউ মলিন করতে না পারে।

(**সকলের প্রস্থান**)

পঞ্চম দৃশ্য

গৌড়ের উপকণ্ঠ—রণস্থল

গণেশনারায়ণ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন।

গণেশ। ঐ যে আমার সৈন্যেরা ভীমবেগে অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করেছে। ঐ যে তাদের তরোয়ালের আঘাতে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ যে শত শত হত ও আহত সৈনিক রণস্থলে পতিত রয়েছে; ঐ যে যুদ্ধভূমির উপর দিয়ে প্রবল রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, ঐ যে আমার সৈন্যদের হাজার হাজার অসিফলকে সূর্য্যকিরণ প'ড়ে উজ্জ্বল জ্যোতির সৃষ্টি হয়েছে। ধন্য আমার সৈন্যগণ; আজ তোমরা শুধু সপ্তদুর্গারই নয়, সমগ্র হিন্দুজাতির মুখোজ্জ্বল করলে। জয় মা ভবানী! জয় মা ঈশানী! আজ তোমার কৃপাতেই এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব হ'ল।

(**বৃক্ষ হইতে অবতরণ ও প্রস্থান**)

[**জীবনচন্দ্র ও অশ্বারোহী সৈন্যগণের প্রবেশ**]

জীবন। সৈন্যগণ, ঐ দেখ, কুমারের পদাতিক সৈন্য বিপক্ষ বাহিনীর ডানদিক ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। দেখ, বিপক্ষের হতাবশিষ্ট

সৈন্যগণ তাদের সম্মুখ থেকে বায়ুবেগে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে। তোমরা কি তাদের বিজয়গৌরবের অংশী হ'তে চাও না? তোমাদের শৌর্য্য বীর্য্য কি পদাতিকদের চেয়ে বিন্দুমাত্রও কম? না বন্ধুগণ, তা নয়। তোমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতে এমন দ্বিতীয় সেনাদল নেই। অগ্রসর হও ভাই সব। বিপক্ষ সৈন্যের বাঁ-দিক ভেদ ক'রে তোমরাও বিজয়গৌরবের সমান অংশী হও। গৌড়ের বিজয়কিরীট তোমাদেরও মাথার শোভা সমানরূপেই বাড়িয়ে দিক।

(সকলের প্রস্থান)

[গণেশনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ ও বৃক্ষে আরোহণ]

গণেশ। ঐ যে আমার অশ্বারোহী সৈন্য বিপক্ষের বাঁ-দিক সম্পূর্ণ ভেদ ক'রে ফেলেছে; ঐ যে আহত এবং মুমূর্ষুরা বিশৃঙ্খল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে পড়ে আছে। ঐ যে বিপক্ষের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট সৈন্য প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে। আর সন্দেহ নেই, আমাদেরই সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। দুর্গাচরণ অসাধ্য সাধন করেছে। আজ সপ্তদুর্গার কি গৌরব! যে-সব মহীয়সী বীরনারীর গর্ভে এই বীরদের জন্ম হয়েছে, যাঁদের স্তনের দুধে এদের শরীরের রক্তরাশি গ'ড়ে উঠেছে আজ তাঁরা ধন্য; আর এই মহীয়সী নারীরা যে-দেশের কন্যা সেই বাংলা দেশও ধন্য।

(অবতরণ)

[দুর্গাচরণের প্রবেশ]

দুর্গা। মহারাজ, মহারাজ, পায়ের ধুলো দিন। ভবানীর বরে আর আপনার পুণ্যবলে আজ গৌড়ের বিজয়কিরীট আপনার মাথার শোভা বর্দ্ধন করেছে।

(গণেশনারায়ণের পদধূলি লইলেন)

গণেশ। দুর্গাচরণ, ভাই, আজ তুমি শুধু বাংলার নয়, সমগ্র হিন্দুজগতের মুখোজ্জ্বল করলে। এস ভাই, আমার বুকে এস।

(দুর্গাচরণকে আলিঙ্গন)

দুর্গা। মহারাজ, আজ ভবানীর কৃপায় শত্রু আমাদের সমূলে বিনষ্ট, আজিম শাহ্ এ যুদ্ধে মারা গিয়েছেন।

গণেশ। আজিম মারা গিয়েছেন!

দুর্গা। হাঁ মহারাজ। আজ তিনি তাঁর পদাতিকদের সামনে অসিযুদ্ধ করছিলেন; আমাদের জনৈক পদাতিক চিন্‌তে না পেরে হঠাৎ তাঁর মাথা কেটে ফেলেছে। পরে কুমার এ কথা জানতে পেরে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছেন এবং আজিম শার মৃতদেহের যাতে কোন রকম অমর্য্যাদা না হয়, তার জন্য অনুরোধ করেছেন।

গণেশ। তা হ'লে যুদ্ধ এখনই বন্ধ হোক দুর্গাচরণ। পরাজিত হতভাগ্যদের প্রাণদান না করা অতি নিষ্ঠুরের কাজ। আমার যে-সব সৈন্য বিপক্ষের পিছনে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের শীঘ্র ফিরিয়ে আন; আর আজিম শার মৃতদেহ হাতীর উপর তুলে গৌড়ে পাঠিয়ে দাও।

দুর্গা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

গণেশ। আজ আমাদের যুদ্ধজয়ের আনন্দ একটা ঘোর নিরানন্দে পরিণত হ'ল দুর্গাচরণ। যদি আজিম শাহ্ এ যুদ্ধে মারা না যেতেন তবে বোধ হয় সপ্তদুর্গার বীরেরা শুধু গৌড় জয়েই ক্ষান্ত হত না, যুধিষ্ঠির এবং পৃথ্বীরাজের সিংহাসন দস্যুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যায় কি-না, তা নিশ্চয়ই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখত। যাক, ভবানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে কার সাধ্য? তুমি আর দেরী

না ক'রে সৈন্যদের প্রতি যথোচিত আদেশ দাও। আমি নিজে গিয়ে একবার যুদ্ধক্ষেত্র ভাল ক'রে দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণস্থল

হত ও আহত সৈন্যগণ স্তূপীকৃত হইয়া পতিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে আহতগণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ জল জল বলিয়া পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আস্‌মানতারা একটি প্রদীপহস্তে এক একটি মৃতের নিকট গিয়া তাদের পরীক্ষা করিতেছেন।

(যদুনারায়ণের প্রবেশ)

যদু। (স্বগত) আজ গৌড়ের বিজয়গর্ব্বও আমার বক্ষস্থলকে কিছুমাত্র স্ফীত করছে না। একটা ঘোর বিষাদের ছায়া যেন আমার সমগ্র দেহ-মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আজ আজিম শাহ্ গৌড়ের প্রান্তরে আত্মবলিদান ক'রে সকলের উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছেন। আমি যেন তাঁর কন্যার বিষাদমলিন মুখ-চোখের সামনে স্পষ্টভাবে তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি করলে আজিম শাহ্? আমার এই গৌরবটুকু কেড়ে নেবার জন্যই কি এমন ক'রে আত্মবলিদান করলে? বিজয়ী হয়েও আজ আমি পরাজিত; একটা ঘোর অশান্তির আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছি। এ কি! কে তুমি রমণী, একাকিনী এই নিশীথে এমন ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছ?

আস্‌মান। পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এটা অনায়াসেই বুঝ্‌তে পার কোন স্বামিপুত্র অথবা পিতৃহীনা ভিন্ন এ সময়ে অন্য রমণীর এ যুদ্ধক্ষেত্রে আস্‌বার কোন প্রয়োজন নেই।

যদু। এ কি, তোমার স্বর যে পরিচিত! তুমি কি শাহ্‌জাদী আস্‌মানতারা?

আস্‌মান। পিতৃহন্তা, এতক্ষণে আমায় চিন্তে পেরেছ?

যদু। শাহ্‌জাদী! তুমি এ সময়ে কেন এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছ?

আস্‌মান। আর শাহ্‌জাদীর পিতৃহন্তা, তুমিই বা এখানে কি করছ?

যদু। যুদ্ধশেষে আহতের শুশ্রূষা এবং নিহতের সৎকারের জন্য আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আস্‌মান। আর আমি আমার পিতার মৃতদেহের অন্বেষণ করছি।

যদু। তুমি কি তোমার পিতার দেহ দেখতে চাও?

আস্‌মান। নিশ্চয়ই।

যদু। তবে আমার সঙ্গে এস। তাঁর দেহ আমার বিশ্বস্ত সৈনিকগণের পাহারায় খুব যত্ন ক'রে রাখা হয়েছে। মহারাজের আজ্ঞা পেলেই তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা হবে।

আস্‌মান। কিন্তু পিতৃহন্তার অনুগ্রহলাভ আমি কুক্কুরোচিত ব'লে মনে করি। তোমার ঐ কলঙ্কিত হাতের দানে পা ঠেকাতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

যদু। শাহ্‌জাদী, তোমার পিতা যুদ্ধে মারা গিয়েছেন, আমি ইচ্ছা ক'রে তাঁকে হত্যা করিনি। এখন পিতৃহীনা তুমি, তোমাকে সাহায্য করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য।

আস্‌মান। আমাকে সাহায্য ক'রে বুঝি তোমার কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

যদু। হ্যাঁ।

আস্‌মান। সত্যি বল্‌ছ ?

যদু। হিন্দু কখনও সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না।

আস্‌মান। তাহ'লে শপথ কর যে আমি তোমার কাছে যা চাইব, তা দিতে তুমি কিছুমাত্র কাতর হবে না।

যদু। কিসের শপথ কর্‌লে তোমার দৃঢ়বিশ্বাস হয় বল, আমি সেই শপথই করব।

আস্‌মান। যাতে তোমার অভিরুচি হয়।

যদু। বেশ, আমি আমার বাপমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব দেবতা ব'লে মনে করি। তাঁদের শপথ ক'রে বলছি, যদি আমার সাধ্যের অতীত না হয়, তবে তোমার ইচ্ছা অবশ্যই আমি পূর্ণ করব। তুমি অকপটে বল শাহ্‌জাদী, আমার কাছে কি চাও ?

আস্‌মান। শোন তবে কুমার, আমি তোমার দেহ এবং মন তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তাই দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর।

যদু। (স্বগত) রে মন, বিদ্রোহী হয়ো না। আমার জাতি ধর্ম্ম যায় যাক, কিন্তু আমাকে সত্য পালন করতে দাও। (প্রকাশ্যে) শাহ্‌জাদী, আজ হতে এই দেহ এবং মন সম্পূর্ণরূপে তোমার। তুমি এর দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

আস্‌মান। তুমি ধন্য কুমার। এই যে আজ আত্মদান ক'রে এই দুঃখিনীর দুঃখ দূর করলে, এতে খোদা তোমার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। তবে একটি কথা আছে। আমি বাদশাজাদী, সুতরাং

তোমাকে যে উপপতিত্বে বরণ করব না, এটা অবশ্যই তুমি বুঝতে পার। তোমাকে যথাসময়ে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোলে আশ্রয় নিয়ে আমায় বিবাহ করতে হবে। কিন্তু তোমার বাবা বেঁচে থাকতে এ কাজ করলে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাবেন। তাই তাঁর জীবনকাল পর্য্যন্ত তোমাকে পিতৃমাতৃসেবার অবসর দিলুম। যেদিন তোমার বাবা স্বর্গারোহণ করবেন, সেই দিন থেকে তুমি সম্পূর্ণ রূপে আমার। এখন চল কুমার, আমার বাবার মৃতদেহ দেখিয়ে দেবে চল।

যদু। এস শাহ্‌জাদী, যদুনারায়ণ কর্ত্তব্যের কাছে চিরদিনই অবনতমস্তক। কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যেমন নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে তোমাকে উপহার দিয়েছি, তেমনই কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তোমাকে তোমার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করতেও যথাসাধ্য সাহায্য করব। জানি পৃথিবীর লোক আমাকে ইন্দ্রিয়সেবী ব'লে ঘৃণা করবে, কিন্তু তাতে আমি বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে যদুনারায়ণের নাম মুছে যায় যাক্, কিন্তু যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তোমার প্রত্যেক ইচ্ছা পূর্ণ করব। আর দেরী করো না শাহ্‌জাদী, এস আমার সঙ্গে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

[অন্য দিক দিয়া জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। কুমার বাহাদুর তোফা কপালটাই করেছিলেন। এ দিকে মরা ঘেঁটে ঘেঁটে আমাদের প্রাণ যায় আর কি, ওদিকে উনি এরই মধ্যে বেশ দুধকলা জুটিয়ে নিয়েছেন। লড়াইয়ের মধ্যে যদি এ-রকম দু-একটি শাহ্‌জাদীর সঙ্গে পীরিত করতে পারা যায়, তবে জন্ম

জন্ম লড়াই করতেও আমাদের আপত্তি নেই। যাই, আমাদের আর ব'সে থাকবার কপাল কোথায় ?

(প্রস্থান)

[যদুনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ]

যদু। কি করলাম, নবর কাছে এ মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? বাবা মা'র কাছেই বা এর কি কৈফিয়ৎ দেব ? উঃ ! মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী ঘৃণায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। না পারব না, সহ্য করতে পারব না। মৃত্যু ? হ্যাঁ, মৃত্যুই শ্রেয় ; এ আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে মরণই এখন একমাত্র শান্তির পথ। কিন্তু নিজে হতে মরার অধিকার ত রাখিনি। তবে কি সারাজীবন এমনি ভাবে জ্বলে-পুড়ে মরতেই হবে ? উঃ, অসহ্য ! আসমান ! শয়তানী ! এমনি ক'রেই ভালবাসার প্রতিদান দিলি ? আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের কাঙাল করলি ? তোকে বুকের মধ্যে রেখেছিলাম তাই কি আমার মর্ম্মস্থানে দংশন করলি ? না—অসহ্য—আর দাঁড়াতে পারি নে।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

গৌড়রাজপ্রাসাদস্থ অভিষেকমণ্ডপ

সিংহাসনোপরি মহারাজ গণেশনারায়ণ এবং মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরী ; সম্মুখে ও পার্শ্বে কালিকানন্দ স্বামী, দুর্গাচরণ, অবনীনাথ, জীবনচন্দ্র, বক্তার, যদুনারায়ণ এবং অন্যান্য পাত্রমিত্র ও সৈন্যসামন্তগণ উপবিষ্ট। পটান্তরালে পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

কালিকা। এই নাও বৎস, গৌড়ের রাজমুকুট গ্রহণ কর। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যে মহামূল্য রত্ন হারিয়েছিলেন, আজ তোমারই বাহুবলে তার উদ্ধারসাধন হ'ল। তুমি ইতিহাসে অমর হ'লে বৎস। বাংলার মুক্তিযুদ্ধে তোমার এই বীরত্বের কাহিনী প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে। তোমাকে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন ; তোমার অর্জ্জিত এই মুকুটের মর্য্যাদা অবশ্যই তুমি রক্ষা করবে। (ত্রিপুরেশ্বরীর প্রতি) আর মা ত্রিপুরা, তোমাকে আজ আমি শুধু একটি কথা বলব। আর্য্যবংশে তুমি জন্ম নিয়েছ ; প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, সাবিত্রী, আর জগজ্জননী শক্তি তোমার আদর্শ ; তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সর্ব্বদা পতির শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

(উভয়ের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন ও তাঁহারা উভয়েই স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন)

জীবন। বল সকলে জয় মহারাজ গণেশনারায়ণের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ গণেশ নারায়ণের জয়।

অবনী। মহারাজ, মৃতকল্প বাঙালী জাতিকে স্বাধীন ও বীর্য্যবন্ত ক'রে তুলে আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলেন। আপনাকে বুকে ধ'রে বঙ্গভূমি ধন্য মহারাজ।

বক্তার। মহারাজ, আজকার এই শুভদিন সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে চিরস্মরণীয়। খোদার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘদিন শাসনদণ্ড ধারণ ক'রে প্রজার সুখশান্তি আনয়ন করুন।

দুর্গা। মহারাজ, এ দৃশ্য দেখে আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হয়ে যাচ্ছে। আজ আমার সেই দিনের কথা মনে হচ্ছে, যেদিন চলনবিলের তীরে ব'সে আমরা দুজনে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হয়েছিলাম। সেদিন আমরা কল্পনার চোখে যা দেখেছিলাম, আজ তাই বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মহারাজ, এর মধ্যে আমি ভগবানের মঙ্গল হস্তের স্পর্শ স্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি। আপনার এই অভ্যুদয় হিন্দুজাতিরই পুনরভ্যুদয়ের সূচনা করছে। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ভবানীর বরপুত্রগণ বিশ্বজয়ে বহির্গত হয়েছেন; তাঁদের শৌর্য্য বীর্য্য ও জ্ঞানগরিমার নিকট সমগ্র জগৎ অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করছে। তারপর এই ভারত-ভূমির ত্রিবেণীসঙ্গম থেকে জ্ঞান, শক্তি ও শান্তির তিনটি পবিত্র ধারা তিনদিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আর সমগ্র জগৎ সেই ত্রিধারায় স্নান ক'রে অমর হয়ে যাচ্ছে। মহারাজ, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ জগতের মুক্তির জন্য যে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করবে, আপনি আজ তারই সূচনা ক'রে স্বয়ং ধন্য হলেন, আর সমগ্র হিন্দু জাতিকেও ধন্য করলেন। এখন যাঁর কৃপায় এই অঘটন সংঘটন হয়েছে, আসুন আমরা সকলে ভক্তিভরে সেই জননী ভবানীর জয় ঘোষণা করি।

সকলে। জয় ভবানী মায়ের জয়।

গণেশ। বন্ধুগণ, আজ আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে আপনারা এই কথাই প্রমাণ করলেন যে, বাংলার জলমাটির গুণে হিন্দু আর মুসলমান তাদের পৃথক অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে এক অখণ্ড নববীর্য্যবান জাতিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র সপ্তদুর্গানিবাসী সামান্য এক ব্যক্তির পক্ষে বিশাল গৌড়দেশের সিংহাসনে আরোহণ করা একটা অভাবনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদেরই চেষ্টায় আর ভবানীর ইচ্ছায় এরূপ অঘটন ঘটেছে। অতএব আসুন আমরা সেই জগজ্জনীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি, আর তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন গৌড়ের এই শাসনদণ্ডের গুরুভার বহন করবার যোগ্যতা লাভ করতে পারি।

কালিকা। মহারাজ, এই তোমার যোগ্য কথা। অপক্ষপাতে রাজ্যশাসন ক'রে প্রজারঞ্জন করাই আর্য্যবংশের গৌরব। তুমি বংশের সেই গৌরব রক্ষা করতে সক্ষম হও, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদই করি।

গণেশ। আপনার আশীর্ব্বাদে বুকে অদ্ভুত বল পেলাম দেব। তাই বলতে সাহস হচ্ছে, ভবানীর ইচ্ছা হ'লে এই সাম্প্রদায়িক কলহ-জর্জ্জরিত বিকারগ্রস্ত গৌড় দেশকে আমি একতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে সক্ষম হব। বাংলার সমস্ত অধিবাসী একই ভূমিতে জন্মে একই অন্নজলে পুষ্ট হয়েছে; একই মুক্ত বায়ু সকলে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে। বাংলার অভ্যুত্থানে সকলের অভ্যুত্থান, আবার বাংলার পতনেই সকলের পতন। অতএব প্রাণ দিয়েও এই কলহ-পরায়ণ ভাইগুলিকে আমি এক করতে চেষ্টা করব। ফলাফল দেবার কর্ত্তা অবশ্য মা ভবানী।

কালিকা। মহারাজ, সন্তান অবশ্য জননীর ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ করতে পারে না, তবু আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করতে হবে। জননীর পীঠস্থান শ্রীভবানীপুরের গৌরব যাতে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা কর। আর মন্দিরপাদমূল-প্রবাহিতা পবিত্র করতোয়াতীরে মা'র পূজার্থীদের জন্য একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ কর।

গণেশ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য দেব! কায়মনোবাক্যে এ আদেশ পালন করতে চেষ্টা করব।

কালিকা। তুমি ধন্য মহারাজ। এখন এস সব গৌড়ের জ্বালাদগ্ধ মানবের দল, সকলে এসে এই মহানরপতির পদচ্ছায়ায় সমবেত হও; তোমাদের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয়ে যাবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এই আহ্বানে তোমরা কর্ণপাত কর। অমৃতের ভাণ্ড সম্মুখে রক্ষিত; পান ক'রে অমর হও—বিশ্ববাসীকেও অমর কর :

(যবনিকা

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

পূজার অর্ঘ্য (উপন্যাস) উৎকৃষ্ট বাঁধাই	১।০
মাতৃতীর্থ (উপন্যাস)	৸০
মহারাজা সীতারাম (ঐতিহাসিক নাটক)	১৲
শক্তিমন্ত্র	৵০

বীরব্রত (উপন্যাস)—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।